182, Bd. 887. 2.

তরফের ইতিহাস।

তরফেব প্রসিদ্ধ সাত আনী নয় আনীব
জমিদার দিগেব বিশেষ বিবরণ সহিত

সৈয়দ আবদুল আগফব কর্ত্তৃক
বিবচিত

ও

৮০ নং ওলড্ বৈঠকখানা বাজাব বোড্ হইতে
শাহানুশাঃ এণ্ড কোম্পানিব দ্বাবা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৩২ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট সিমুলিয়া
জাহ্নবী যন্ত্রে
শ্রী কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী দ্বাবা
মুদ্রিত।

১২৯৪ সাল।

মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

এত দিনের পরে আমাদের আন্তরিক আশা ফলবতী হইতে চলিল। তরপের ইতিহাস প্রকাশিত হইল। এক বৎসর ধরিয়া এই পুস্তক খানি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাপিও আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলাম না। "যত্নেকৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ। যেখানে যে পুরাতন সনন্দ কি কাগজ পত্র পাইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়াছি, নানা স্থানে পত্র লিখিয়াছি, প্রাচীনলোকের বাচনিক যতদূর জানিতে পারা যায় তাহারও চেষ্টা করিয়াছি। কোন কোন বন্ধু এই ব্যাপার দর্শনে আমার প্রতি ইষদ্ হাস্য ও বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, কেহ বা ইহা উন্মত্তের কার্য্য, কেহ কেহ বা ইহা অহঙ্কৃত বিষয়ের চিহ্ন স্বরূপ বলিয়া মতামত প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। আর কেহ বা ইহাকে ঘৃণীত বিষয় মনে করিয়া বার বার পত্র লিখা সত্ত্বে তাঁহাদের কুল পঞ্জিকা ও ইতিবৃত্ত পাঠান নাই, অথচ অনুসন্ধান করিয়া পাঠাইতে আদতে ভ্রুক্ষেপই করেন নাই। বরং আমার কোন কোন্ হিতৈষী, ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইলে অধিকাংশ লোক আমায় নেত্রশূল বিবেচনা করিবে, এতদ্ব্যতিত মুদ্রণ ব্যয় দরুণ বৃথা কতকগুলি টাকার অপব্যয় হইবে ইত্যাদি নানা কথা বুঝাইয়া এ কার্য্যে বিরত থাকিতে আমাকে পরামর্শ দিয়াছেন। ফলতঃ

আমি তাঁহাদের বিরাগে কি ইষদ্ হাস্যে কি নানা প্রবোধে একটুও দৃকপাত না কবিয়া আরব্ধ কার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহারই কেবল চেষ্টা করিয়াছি। এই পুস্তকের দ্বারা একটী উপকার ও একটী অপকার সাধিত হইবে, যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিপত্তির আধিক্য ছিল ইহা পাঠে অবশ্য তাঁহাবা সন্তুষ্ট হইবেন। অন্যেবা, যাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীর কোন সদনুষ্ঠান নাই, তাঁহাবা আমাব প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। "সত্য মেব জয়তে"। প্রত্যুত দেশাচাব-অনুবোধে অনেক অপ্রিয় সত্যের গোপন কবিযাছি, তবুও যদি তাঁহাবা চটিয়া উঠেন, তবে দ্বিতীয় সংস্করণে লুপ্ত কীর্ত্তি গুপ্ত থাকিবেনা। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে সুথব নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মজুমদাব মহাশয় এ দেশের কতকগুলি আদিমতত্ত্ব আমাকে জানাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

উপসংহারে ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে সিলেট কলটীভিটিং কোং নামক পঞ্চাশ চা বাগানের মেনেজার (ফরিদপুর চাওচা নিবাসী) শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ গুহ মহাশয় এই পুস্তকের সংশোধন, পরিবর্দ্ধন, হ্রস্বীকরণ ইত্যাদি কার্য্যে

বিশেষ আনুকূল্য করিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে জেলা ঢাকা বিক্রমপুরান্তর্গত বানারি গ্রাম নিবাসী সুহৃদ্ প্রবার শ্রীযুক্ত মহম্মদ রেরাজউদ্দীন আহমদ সাহেব আদ্যোপান্ত দেখিয়া ইহার স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং ভাষা ও বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে আমায় প্রচুর পরিমাণে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার সমীপেও কৃতজ্ঞ রহিলাম।

যদি কেহ আমাদের পুস্তকের কোন স্থানে কোন বিশেষ নিদর্শন অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার অযথার্থতা দর্শাইতে পারেন তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তিনি আমাদিগকে জানাইবেন দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিব, সন্দেহ নাই।

২৭ চৈত্র ১২৯২ সাল।

সৈয়দ আবদুল আগফর।
লস্করপুর হাবেলী, শ্রীহট্ট।

হামদ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়া হাত, মুখ, পা, চোক্, ত্বক্ এবং বুদ্ধিবল প্রদান করিয়াছেন, তিনি যে মানবজাতির একমাত্র আরাধ্য, তাহা কে না স্বীকার করিবে? যাঁহার প্রদত্ত বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রভাবে মানবজাতি দর্শন, নীতি, বিজ্ঞান, এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হইতেছে, যাঁহার সৃজিত অত্যাশ্চর্য্য প্রাণ, যাহা ভূমণ্ডলের যাবতীয় বিজ্ঞানবিদ্ সৃজন করিবে দূরে থাকুক বরং ইহা কীদৃশ বস্তু কস্মিনকালে তাহারও নির্ণয় করিতে পারিবে না, যাঁহার সৃজিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, তরু, লতা, ফল, মূল, শস্য প্রভৃতি প্রত্যেক উপকরণই মানবজাতির অহরহ কার্য্যকারী হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাঁহার যশোমহিমা পরিব্যক্ত করা ও তাঁহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকা, এ জগতবাসীদিগের একমাত্র সারকার্য্য, একথা আমি অতি আস্পর্দ্ধার সহিত বলিতে অক্ষম নহি।

নাত।

আর যিনি প্রতিনিধি স্বরূপ বিশ্বস্রষ্টার কল্যাণকর নিয়মাবলী পরিপূরিত পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তক (কোরাণ সরিফ,) সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন, যাঁহার বিঘোষিত সুপ্রণালী শিক্ষা করিয়া জগদীশ্বরের বিশুদ্ধ ভজনায় এবং হিতাহিত জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া পরলোকে স্বর্গধামে অপ্সরীর অমৃত সুখ সহবাসে অপার

আনন্দ উপভোগ করিতে পারিব, তাঁহাকে যে মানবকুল মাত্রে-রই যথোচিত দরূদোপহার ও বিনীত অভিবাদন প্রদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ?

রাজ প্রশংসা।

শ্রীশ্রীমতি সম্রাজ্ঞী ভারতেশ্বরী, যাঁহার শাসন কৌশলে চির অত্যাচার হইতে আমাদের ধর্ম্ম, মান, স্বত্ব নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইতেছে এবং তৎপ্রবর্ত্তিত রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্, মুদ্রাযন্ত্র, ডাক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের অনির্ব্বচনীয় হিত সাধিত হইতেছে, আমরা তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। পূর্ব্বকার হিন্দু নৃপতি বর্গের রাজত্ব সময়ে মান স্বত্ব রক্ষার এবং অত্যাচার নিবারণের এতাদৃশ সুবন্দোবস্ত ছিল না, বরং সময়ে সময়ে প্রজাপীড়নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইত, এতদ্ব্যতীত ডাক বিভাগের ও যাতায়াতের কত যে অসুবিধা ছিল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ব্রিটিশ রাজত্বে তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করা গিয়াছে। অধুনা কি স্থল পথ, কি জল পথ, কোন স্থানই ভয়সঙ্কুল নহে। দুঃখের বিষয় এই যে রাজপুরুষেরা দেশের আভ্যন্তরিণ অবস্থার দিকে দৃকপাত না করিয়া অবিরত দেশের রাশি রাশি অর্থ শোষণ করিয়া ধনাগার পরিপূর্ণ করিতেছেন। নচেৎ বলিতে কি, কোন বিষয়েরই অসুখ ছিল না। যাহা হউক, তথাচ আমরা ব্রিটিশ রাজত্বের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি।

উপক্রমণিকা।

"ইতিহাস" এই বর্ণ চতুষ্টয় মানব জগতের অতীতকালের সাক্ষী, বর্ত্তমানের উপদেষ্টা ও ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক। ইতিহাস জাতীয় উন্নতির এক প্রধান অবলম্বন, পতিত জাতির উন্নতি সাধনের সিদ্ধ মন্ত্র, পূর্ব্বপুরুষের শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বলবীর্য্য, ধৈর্য্য ও জ্ঞান গাম্ভীর্য্যাদির অঙ্ক যখন দৃষ্টিপথে পততি ও মানস ক্ষেত্রে প্রতিভাসিত হয় তখন মানবের হৃদয়াভ্যন্তরে এক প্রকার মহাশক্তি আসিয়া প্রবেশ করে। সেই শক্তিযোগে অতি নির্জ্জীব আত্মাও তেজোবল সম্পন্ন হইয়া উঠে এবং এক পবিত্র স্বর্গীয় আলোকে বিদ্যুৎবৎ চমকিতে থাকে। অতি দুর্ব্বল শরীরের ও ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় শোণিত প্রবাহের তরঙ্গ তরঙ্গায়িত করিয়া দেয়। তখন আপনিই আপনার ভাবে বিভোর হইয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে। আবার পক্ষান্তরে যখন পূর্ব্বপুরুষের কুরীতি, কুব্যবহার, কুনীতি, কুসংস্কার অলসতা, মুর্খতা, দুর্ব্বলতা ও দুর্দ্দান্ততার অঙ্ক লক্ষিত হয় তখন মানবের জ্ঞান ও বিবেক তাঁহাকে তথা হইতে শত হস্ত ব্যবধানে লইয়া যায়।

সেই পথের দ্বারাবরোধক দৌবারিকস্বরূপ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতি ভয়ানক জলদ গম্ভীর স্বরে দূরেরহ দূরেরহ বলিয়া সাবধান করিতে থাকে, এবং যেন পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকে এটী তোমার পূর্ব্বপুরুষের অধঃপতনের দ্বার।

ইতিহাস এই মহৎশক্তি ও এই মহানুভাব পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনেক পরিমাণে শিক্ষা দিয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপিও দেশীয় লোকের তৎপ্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আকর্ষিত করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অধুনা এদেশে যে সমস্ত ইতিহাস প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় সে সমস্তই ভিন্নজাতি ও ভিন্ন দেশীয়ের প্রণীত। বাঙ্গালাভাষায় তাহারই অনুবাদ মাত্র। তদ্ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্যোদ্ধারের জন্য কি অনুসন্ধানের জন্য কেহই যে যত্ন-পর হইয়াছেন তাহার প্রমাণ অতীব বিরল। একব্যক্তির জীবন চরিত যেমন অপর কর্ত্তৃক লিখিত হইলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সম্পূর্ণ নির্ভুল হইতে পারে না; লিখক কেবল তাহারই বাহ্যিক কার্য্যগত ফল লক্ষিত করিয়া থাকেন। তদ্দারা তাহার হৃদয়গত ভাবের কিছুই বিকাশ পাইতে পারে না। সেইরূপ ভিন্ন দেশীয় লোক যতই কেন দূরদর্শী হউন না, তিনি কখনই সেই ভিন্নদেশের ভিন্ন জাতীর ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সামাজিক কি নৈতিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারেন না। মাত্র কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত আচার ব্যবহার এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ মাত্র করিয়া থাকেন, আবার তাহাও জাতীয় স্বার্থপরতা দোষে কলঙ্কিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এবম্বিধ ইতিহাস মহাতরুর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে হইলে তাহার শাখা প্রশাখা পল্লবাদি যে বিচ্ছিন্ন ভাবে নানাস্থানে পতিত রহিয়াছে প্রত্যেক স্থানীয় ও জাতীয় লোকেরা তাহা সংগ্রহ করনান্তর যথা স্থানে সংযোজিত করিয়া দিলে তাহাও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস তরু হইতে পারে। কেবল কতক গুলি যুদ্ধ বিগ্রহাদি বর্ণন করিয়া একটা প্রকাণ্ড পুস্তক

লিখিলেই যে তাহা প্রকৃত ইতিহাস নামে বাচ্য হইতে পারে তাহা নহে। ইতিহাসে যে কোন জাতীয় মনুষ্যের রীতি নীতি কার্য্যকলাপ ও আচার ব্যবহার ও অবস্থাদি সম্যকরূপে পরিবর্ণিত হওয়া চাই। যাহাতে এক জাতীয়, এক দেশীয় বা এক ধর্ম্মাক্রান্ত সম্প্রদায় বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের যাবতীয় সত্যপূর্ণ ঘটনা লিপীবদ্ধ হইতে পারে, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। আমি ও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে জাতীয় স্বার্থ কি স্থানীয় স্বার্থের অনুরোধে কোথাও পারং পক্ষে সত্যের অপলাপ করি নাই। এবং সত্যানুসন্ধানে সাধ্যমতে যত্নের ক্রুটী করি নাই। তত্রাপি মৎসদৃশ লেখক কর্ত্তৃক সেই গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশা করা স্বপ্ন ও কল্পনার অগোচর।

পাঠক, বর্গের একমাত্র দয়ার উপর নির্ভর করিয়া ইহা জনসমাজে উপস্থিত করিলাম, আশা করি ভাষার অবিশুদ্ধতার দিকে দৃকপাত না করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিবেন।

তরপের ইতিহাস।

"তরপ, এই শব্দটী মুসলমানীয় ভাষা; সুতরাং অবিসংবাদে নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, মুসলমান অধিকৃত হওয়ার পর তাঁহাদের কর্ত্তৃক এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়া ইহা একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

মুসলমানাধিকার সময়ে তরপের সীমা এইরূপ ছিল। পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের পার্ব্বতীয় ভূমি, দক্ষিণে স্বাধীন ত্রিপুরা-পর্ব্বত, পশ্চিম বেজুরা উচাইল পরগণা সকল, উত্তরে বরাক নদী।

এই সীমা স্থিত ভূমির পরিমাণ ৩৫০০৫৩ বর্গ মাইল (২২৪০৩৪ একর ৩ রোড্‌ ৩৬ পোল) শস্যোৎপাদক ভাগাপেক্ষা অনোৎপাদক ভাগ অত্যল্প।

অধিবাসীর সংখ্যা ১৯১১৭৯, তন্মধ্যে মুসলমান ১০৭২৩৬ ও হিন্দু ৮৩৯৩৩ খৃষ্টীয়ান ১০ জন।

মুসলমান অধিকৃত হওয়া অবধি প্রথমে দীল্লির সম্রাটের অধীন, তৎপর ইহা মুরশিদাবাদের নবাবের শাসনাধীন ছিল, স্থানীয় শাসন কার্য্য সাত আনি ও নয় আনির কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা সম্পাদিত হইত।

ব্রিটিশাধিকারের পর অনেক দিন ইহা ঢাকা জিলার অধীন ছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইহা শ্রীহট্ট জিলার কালেক্টরি ভুক্ত হইয়া ঢাকার কমিশনরের অধীনে বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কর্ত্তৃত্বাধীনে শাসিত হইতেছিল।

তরপেব অধিবাসীগণের দুর্ভাগ্য বশতঃ ১৮৭৪ খৃঃঅব্দে পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতীর সহকারে এই প্রদেশটী আসামের চীফ্ কমিশনবেব অধীনে আইন বর্জ্জিত দেশ রূপে পবিণত হইয়াছে। কিন্তু এখানকার চিবস্থাযী বন্দোবস্তের সহিত ঢাকা বিভাগের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। শ্রীহট্টেব অন্যান্য স্থানে যেরূপ হস্তবুধ জরিপ হইয়াছিল, এখানে সেরূপ হয় নাই। কিন্তু এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদেশকে আসাম ভুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য হয় নাই।

এই স্থান এত দিন পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটেব এবং লস্করপুরেব মুন্সেফ চৌকির অধীনে শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দেব ডিসেম্বব মাসে হবিগঞ্জ সবডিবিসন স্থাপিত হওয়ায় তাহার এলাকাধীন হইয়াছে। একটী পোলিস ষ্টেসন এবং একটী আউট পোষ্টেব দ্বাবা ইহাব শান্তি বক্ষাব কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে।

পোষ্টেল বিভাগে হবিগঞ্জ হেড্ আফিসেব অধীনে সাইস্তাগঞ্জ, মাধবপুর, মুছিকান্দী এবং পুটীয়াজুরি এই চারিটী সব আফিস, আর নরপতি, সাহাজির বাজার, মসাজান, পইল এই চারিটী ভিঃ ব্রাঃ পোষ্টাপিস আছে।

তরপ হইতে ক্রমান্বয়ে ১১শটী পরগণা * খারিজ হইয়াছে।

---

* কোন কোন কাগজে দৃষ্ট হয় বালিশিরা ও সপ্তগ্রাম তরপের খারিজ পরগণা।

১। গদাহাসন নগর; ২। দাউদ নগর; ৩। হুকুল্লাহাছন নগর; ৪। ফয়জাবাদ; ৫। রেয়াজ নগর; ৬। গিয়াছ নগর; ৭। রঘুনন্দন; ৮। আনন্দপুর; ৯। উসাই নগর; ১০। পুটীয়াজুরি; এবং ১১। আদি তরপ। এতদ্ব্যতীত "ভপে বিশগ্রাম," বলিয়া আর একটী পরগণা তরপ হইতে বহির্গত হইয়াছে।

ব্রিটিশাধিকাবের প্রথম সময় সমস্ত তরপে ১৬২১৭৲ টাকা রাজ-কর ছিল। অধুনা খারিজ বহির্ভূত তরপে ৪৪০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত আছে। এতদ্ব্যতীত গদাহাছন নগর ৬৬৯৮৲ হুকুল্লাহাছন নগব ২৭৮৪৲ উসাই নগব ১৮৩৲ রঘুনন্দন ১৫৭৲ দাউদ নগর ৫৭৫৲ ফয়জাবাদ ৫৫৬ আনন্দপুব ৯৭৲।

প্রাকৃতিক অবস্থা।

তরপের পূর্ব্বদিক্ হইতে দক্ষিণ সীমা বেষ্টন করতঃ একটী পর্ব্বত শাখা পশ্চিম দিকে আসিয়া সাহাজিব বাজার নামক স্থানে শেষ হইয়াছে। এই পর্ব্বতের নাম রঘুনন্দন। এই পর্ব্বত যেন প্রকৃতি-নির্ম্মিত প্রাচীরের ন্যায় ধনুকাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তরপের সীমান্ত স্থলে বরাক নদী প্রবাহিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন আর ৪টী নদী ইহার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ক্রমান্বয়ে ৩টী বরাকের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, যথা; বিজনা, করাঙ্গি, খোওয়াই; চতুর্থটীর নাম সুতাং। এই নদী লাখাইর নিম্ন ভাগ দিয়া মেঘনার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এই সকল

নদীর জল অতি পরিষ্কার, সুপেয় ও স্বাস্থ্য-কর। তন্মধ্যে খোয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এই নদী সমূহে তরঙ্গ নাই, তুফান নাই, মাত্র ধারাবাহি স্রোত। সমস্ত নদীই পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যখন পর্ব্বতোপরি বৃষ্টি পাত হয়, তখন এই নদী সমূহের জল প্রবাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া কখন কখন তীরবর্ত্তী অধিবাসীগণের গৃহ প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া থাকে। এই জল প্রবাহে পলি পড়িয়া তীরবর্ত্তী ভূমিকে অত্যন্ত উর্ব্বর শক্তি প্রদান করে। সাধারণতঃ এই স্থানে শীত অধিক এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ব্যাপী। ইহার প্রাকৃতিক শোভা অত্যন্ত মনোহর এবং আনন্দ-প্রদ। খোও-যাই নদী তরপের মধ্যস্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, উত্তর দিকে ঘুঙ্গিয়া জুরি নামক অতি প্রশস্ত ও বিস্তৃত জলা ভূমি। প্রকৃতি যেন ইহাকে লোক নিবা-সের সম্পূর্ণ উপযোগী করিবার জন্য ও অধিবাসীগণের সুখ স্বচ্ছন্দ সম্পাদনের জন্য সমস্ত গুলি উপকরণ যথাস্থানে সন্নি-বেশিত করিয়া রাখিয়াছেন, প্রকৃতির বদান্যতাই এদেশের অধিবাসীগণের সুখ স্বচ্ছন্দের প্রধানতম কারণ। এমন কি প্রকৃতি পর্ব্বতারণ্য মধ্যে যদি অপর্য্যাপ্ত ছন, বাঁশ, বেত ইত্যাদি প্রসব না করিতেন, তবে অধিবাসীগণ আপন চেষ্টায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন চিন্তা করিতে গেলে মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়। যে সকল স্থান জলগণ্ড (বিল) ছিল, কেবল মাত্র জলচর জন্তু ভিন্ন কিছুই ছিল না। তাহা ক্রমে উচ্চতর হইয়া লোক নিবাসের উপযুক্ত হইয়াছে এবং অপর্য্যাপ্ত

শস্য উৎপাদন করিতেছে। যে সকল স্থান ঘোরতর অরণ্য পূর্ণ ছিল, যে সকল স্থান পার্ব্বতীয় পশুর অত্যাচারে লোক নিবাসের অযোগ্য ছিল, প্রকৃতি যেন শান্তি রক্ষয়িত্রী স্বরূপা হইয়া তাহার সেই অজ্ঞান অবাধ্য সন্তানদিগের বাসের জন্ম অন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কোন অজ্ঞাত কৌশলে ক্রমে তাহাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছেন। এদিক মনুষ্য আবাসের উপযোগী করিয়া তুলিতেছেন। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত শ্রেণী দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোন সুপারদর্শী শিল্পী তাঁহার শিল্প নৈপুণ্যময় কৌশলে কৃত্রিম মেঘ মালা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাব উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম শৃঙ্গ অথবা টিলা এবং পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা সকল নিবিড় তরুরাজি সমাচ্ছন্ন থাকায় বোধ হয় যেন সমুদ্রের তরঙ্গ লহরীর চাঞ্চল্যতায় দর্শকেব নয়ন তৃপ্ত না হওয়াতেই প্রকৃতি সেই তরঙ্গ লহরী স্থায়ী ভাবে রাখিয়া দর্শকের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছেন। তরপের জল বায়ু উভয়ই স্বাস্থ্য-কর, খোয়াই নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সকল স্বাস্থ্যেব জন্ম বিখ্যাত; কেবল স্থানীয় অধিবাসীগণের পক্ষে সুখ স্বাস্থ্যকর এমন নয়, ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন স্থানীয় যে সকল লোক এই স্থানে বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রশংসা এবং সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ এই স্থানের লোক সুস্থকায়, সবল শরীর এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবি। প্রকৃতির অভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া এ পর্য্যন্ত এদেশে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই। তবে সম্প্রতি এ অঞ্চলে যে কিয়ৎ পরিমাণে রোগাধিক্য দৃষ্ট হইতেছে, কেহ কেহ তাহা চা ক্ষেত্র হওয়ায় সর্ব্বতোপরিস্থ ঔষধের গাছ

কর্ত্তন করাই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। এখানে ২টী দাতব্য চিকিৎস্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১মটি হবিগঞ্জে; ২য়টি মুছিকান্দীতে।

কৃষি।

এ স্থানের ভূমি অতিশয উর্ব্বরা। প্রকৃতি প্রতি বৎসর নূতন নূতন শক্তি প্রদান করিয়া অত্রত্য ভূমি সকল শস্যশালিনী করিয়া থাকেন। এই স্থান কৃষি-কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। সাধারণতঃ একমাত্র কৃষি-কার্য্যই অধিবাসীগণের জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধানতম অবলম্বন। দুঃখের বিষয় এই যে, রীতিমত কৃষিকার্য্য শিক্ষার জন্য অধিবাসীগণের যত্ন নাই, সেই পূর্ব্ব পিতামহের সময় হইতে যে প্রণালী চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে আর বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না। ভূমি যেরূপ উর্ব্বর শক্তি শালিনী, এবং কৃষি-কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুকূল, তাহাতে কৃষকগণ সম্যক্ যত্ন করিলে আশাতিরিক্ত লাভবান্ হইতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই। এ দেশের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ধান্য। ধান্য বহু প্রকার জন্মিয়া থাকে। অতি সূক্ষ্ম পরিষ্কার এবং সুগন্ধযুক্ত পলান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতির উপযোগী অতি উত্তম কয় প্রকার ধান্য জন্মে; যথা কালীজীরা, মধুমালঞ্চ, লুঞ্জবাইন্ ইত্যাদি। ইক্ষু দ্বিতীয় স্থানীয়। ইক্ষু যে উত্তম না জন্মে এমন নয়, কিন্তু ইক্ষু মাড়িয়া রস লইবার এবং গুড় প্রস্তুতের সুপ্রণালীর অভাবে তাহাতে

কৃষকের লাভ হয় না। অদ্যাপিও মনুষ্যের দ্বারা গাছ ঘুরাই-বার প্রথা বিদূরিত হয় নাই। যে কার্য্য ২টি গরুর দ্বারাও একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালক কর্ত্তৃক অতি সহজে হইতে পারে, তাহা ৪ জন মনুষ্যের (যাহাদের দৈনিক বেতন ২৲) দ্বারা সম্পাদিত হয়, সুতরাং লাভের আশা কোথায় ?

ত্রিপুর প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা তাহাদের জুম ক্ষেত্রে উত্তম কার্পাস জন্মাইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণ কৃষকেরা কার্পাসের চাস করে না, তাহাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, পার্ব্বতীয় ভূমি ভিন্ন অন্যত্র কার্পাস জন্মে না।

তরপের আম্র অতি সুমিষ্ট, কাঁঠাল দ্বিতীয় স্থানীয়। তরপের মূলা অতি বিখ্যাত, ইদানীং গোল আলুর চাষ আরম্ভ হইয়াছে। কমলালেবুর কলমের প্রাচুর্য্য কোন কোন বড় মানুষের বাড়ীতে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ এখানে মুগ, কলাই, তিসি, সরিষা, তামাক, মরিচ ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথমতঃ একটি চা বাগিচা হয় * তাহার নাম 'লস্করপুর বাগিচা'। এই দশ বৎসরের মধ্যে অতি প্রশস্ত ৮টি চা বাগিচা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৭টি সাহেবদিগের ও একটি বাঙ্গালীর, দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী কর্ত্তৃক যে একটি বাগিচা হইয়াছে, তাহাতে স্থানীয় লোকের সংস্রব কি সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয় না। চার উপযোগী

---

* চা ক্ষেত্রের প্রবর্ত্তনায় দেশের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে বর্ষে ২ বহুসংখ্যক কুলির আগমনে দেশ দরিদ্র হইয়া যাইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার উপকরণ এবং সুবিধার তুলনা করিলে, চা প্রধান দেশের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

স্থানীয় লোকেরা যে পর্ব্বতকে অকর্ম্মণ্য ও ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন, বিদেশীয় কৃষকেরা বৎসর বৎসর তাহা হইতে শত সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইতেছেন, তথাপি স্থানীয় লোকদিগের তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে না।

বাণিজ্য।

স্থানীয় অধিবাসীগণের বাণিজ্য সম্বন্ধে কখনও যে বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। সুসভ্য ব্রিটিশ শাসনে সমস্ত দেশেই বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু এদেশ অদ্যাপি ও অন্ধকারে পতিত রহিয়াছে। কেবল যে স্থানীয় লোকের যত্ন ও উৎসাহ না থাকা ইহার এক মাত্র কারণ, তাহা নহে। কি জল পথে, কি স্থল পথে কোন প্রকারেই যাতায়াতের এবং আমদানি রপ্তানির সুবিধা না থাকা বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থা ঘটিবার একমাত্র কারণ। এস্থানের মধ্যে হবিগঞ্জই প্রধান বন্দর; কিন্তু সেখানে ও বর্ষান্তে বৃহৎ নৌকা যাতায়াতের সুবিধা নাই। তরপে ১০ টী বাজার আছে যথা; বাহুবল, মিরপুর, মুছিকান্দী, বাছিরগঞ্জ, সাকির মাহামদ, সাহাজির বাজার, বেকিটাকা, গাজিগঞ্জ, সাইস্তাগঞ্জ,

এবং মসাজান। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রামে দৈনিক বাজার আছে। স্থানান্তরে রপ্তানির বাণিজ্য দ্রব্য যথা ধান্য, কার্পাষ, মধু, মম, লাক্ষা, কাষ্ঠ, মুলিবাঁশ, এবং বাঁশের ধারা। ইহা ছাড়া পর্ব্বতারণ্যে বহুবিধ বস্তু আছে যাহা স্থানীয় লোকের অযত্নে অব্যবহার্য হইয়া রহিয়াছে। *

বিশ্বস্ত সূত্রে কোন অনুসন্ধিৎসু ও অভিজ্ঞশীল লোকের নিকট জানিয়াছি, যে এই পর্ব্বতে রবর বৃক্ষ আছে, কিন্তু স্থানীয় লোকের অনন্নুসন্ধানে এই মূল্যবান্ বস্তু অনর্থক নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

শিল্প।

বাণিজ্য আর শিল্প এই উভয়ের মধ্যে অভিন্ন সম্বন্ধ। বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে শিল্পেরও উন্নতি হয়। আবার বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে শিল্পেরও অবনতি হইয়া থাকে। সুতরাং বলা বাহুল্য, সাধারণ শিল্পের অবস্থা তত সুখ জনক নয়, তথাপি এস্থানের কুম্ভকার, সূত্রধর ও তন্তুবায়গণ স্ব স্ব ব্যবসার গৌরব এপর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এখানকার কুম্ভের জিনিষ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। অত্রত্য শিল্পীদিগের নির্ম্মিত চুড়ি, মুসলমান সম্প্রদায়ের অতি আদরের সামগ্রী। ঢাকার বিখ্যাত

---

* বাজার প্রায় সমস্তই সাত আনির অধিকৃত; কেবলমাত্র গাজিগঞ্জ, সাইস্তাগঞ্জ এবং বেকিটাকা নয় আনির অধিকৃত।

বস্ত্রের বিষয় কাহারই অবিদিত নাই। এখানকার তন্তুবায়-দিগের প্রস্তুতি ধুতি, উড্‌নি ইত্যাদি তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

শিক্ষা।

হিন্দুদিগের আদিম ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু হিন্দুরাজত্ব সময়ে যে এস্থানে সেই আদিম সংস্কৃত ভাষার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হই-য়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। তৎকালে বাঙ্গালা ভাষাই প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। পার্ব্বতীয় অসভ্য দিগের অধিক সংস্রব থাকায় বাঙ্গালা ভাষা এরূপ বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, অনেক সময় তাহাকে বাঙ্গালা বলিয়া পরিচয় করা সুকঠিন হইত। তৎপর মুসলমান রাজত্ব সময় পারস্য ভাষার বহুল প্রচার হয়। রাজকীয় সমস্ত বিষয়ই পারস্য ভাষায় নির্ব্বাহিত হইত। সংস্কৃতের জন্য নবদ্বীপ যেরূপ বিখ্যাত, পারসী ভাষার জন্য এস্থান ও তদনুরূপ ছিল। পূর্ব্বকালে তরপের অনেক স্থানে আরব্য ও পারস্য ভাষার মক্তব (বিদ্যালয়) সংস্থাপিত ছিল। নানা দেশ হইতে পারস্য ভাষাধ্যায়ী ছাত্রেরা এখানে আসিয়া পড়িতেন। অদ্যাপি ও এস্থানে পারস্য ভাষার যাদৃশ অনুশীলন দৃষ্ট হয়, অন্যস্থানে তাদৃশ দেখাযায় না। এখানকার অনেক আরবী পারশী ভাষা-বিদ্ লোক মহামান্য দীল্লিশ্বরের ও মুরসীদাবাদের নবাবের শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

এদেশে রাঢ়, বঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে যে সকল হিন্দু আইসেন তাহাদের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা প্রচলিত হইতে থাকে, কিন্তু এই ত্রিবিধ ভাষার সংমিশ্রণে এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করে, কোনটীতেই সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা না থাকায় শ্রুতি মধুরতা বিহীন হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ এখানে ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে বাবু রামতারক রায়ের যত্নোৎসাহে ১টী জুনিয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তদন্তর ১৮৬৩ সালে লস্করপুরের ভূতপূর্ব্ব মুনসেফ বাবু কাশীনাথ দাসের প্রযত্নে লস্করপুরে একটী ইংরাজী মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে হবিগঞ্জে একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল ও ইহার এলাকায় ৪টী মাইনর স্কুল, ৬টী ছাত্রবৃত্তি স্কুল, ৭টী ইণ্টার মিডিয়েট স্কুল এবং ৭০টী পাঠশালা আছে। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় সাহায্যে কতকগুলি স্কুলের কার্য্য চলিতেছে। এখানে উচ্চ শিক্ষার আধিক্য না থাকিলেও অন্যান্য স্থানের তুলনায় সাধারণ শিক্ষার ভাগ অধিক। ইংরাজী ভাষার প্রতি মুসলমানদের পূর্ব্ব হইতেই ভয়ানক ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ইংরাজী শিখিলেই নরকগামী হইতে হইবে এবং ইংরাজী পড়াইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। বহুকালের সংস্রবে এবং দেশের প্রচলিত ভাষা গতিকে বঙ্গ ভাষার প্রতি বিদ্বেষের লাঘব হওয়াতে অনেকেই বাঙ্গালা শিখিতেছেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মধ্যে লস্করপুর নিবাসী (কৌলিন্য সমাজ সংস্কারক) শ্রদ্ধাস্পদ ৺ সৈয়দ মফজ্জুল হাছন মরহুম মগফুর সর্ব্বাদৌ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সৈয়দ মজম্মিল হাছন সাহেবকে ইংরাজী ভাষা অধ্যয়নে নিযুক্ত করেন। এজন্য মুসলমান সমাজে তাঁহাকে

কিয়ৎকাল ভয়ানক গঞ্জনা সহ্য কবিতে হইয়াছিল। পবে ক্রমশঃ যখন নানা স্থানের মুসলমানেরা ইংরাজী পড়িতে লাগিল, তখন সেই গ্লানিব কতক বিলোপ হইল; কিন্তু তথাপি ইংবাজী ভাষাব প্রতি তবপীয অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের ঘৃণাব ভাব দূব হয় নাই, এজন্য এখানকার মুসলমানদিগেব মধ্যে ইংবাজী শিক্ষিতেব ভাগ অত্যল্প। যখন ইংবাজী শিক্ষায় তবপেব মুসলমানদিগেব উদাসীন ভাব দেদীপ্যমান বহিয়াছে তখন স্থানীয় ইংবাজ কর্ত্তৃপক্ষেব উচিত যে তাঁহাবা এ বিষযে উদ্যোগী হইযা ইঁহাদিগকে উৎসাহ দেন; নচেৎ এই কু সংস্কাব অত্রত্য মুসলমান সমাজ হইতে বিদূবিত হইবাব নহে। উর্দ্দু, পাবসী, আববী এই তিনটী ভাষাব প্রায সকল ভদ্র পবিবাবই সুশিক্ষিত। হিন্দু সম্প্রদাযস্থ ভদ্র পবিবাব, কি ভদ্র লোক বলিযা যাঁহাবা পবিচিত, তাঁহাদেব মধ্যে কিছু না কিছু ইংবাজী না জানেন এমন লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি হিন্দু, কি মুসলমান নিম্ন শ্রেণীস্থ মধ্যে সকলেই বাঙ্গালা জানে।

স্ত্রীশিক্ষাব বিশেষ উন্নতি হয নাই, স্থানীয় লোকেব যত্নোৎসাহ না থাকাই তাহাব প্রধান কাবণ। ইদানীং শ্রীহট্ট সম্মিলনী সভাব যত্নোৎসাহে অন্তঃপুব স্ত্রীশিক্ষাব বিধানানুসারে কতক হিন্দু মহিলা পবীক্ষা দিযা পুবস্কাব লাভ কবিতেছেন। মুসলমান সম্প্রদায় এ পর্য্যন্ত তাহাতে যোগ দেন নাই। সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাগণ আববী, পাবসী ভাষা শিখিয়া থাকেন। কি হিন্দু কি মুসলমান উভয সম্প্রদাযের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষাব প্রতি সম্পূর্ণ বিদ্বেষ ভাব দূব হয় নাই। তাঁহাবা অদ্যাপিও নানাপ্রকার

কুসংস্কার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকাংশে হ্রাস হইয়া আসিতেছে; কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে বিন্দু মাত্র দূব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কয়েকজন কৃতবিদ্য যুবকেব উৎসাহে তবপে ৩টী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার একটি চর হামুয়ায় দ্বিতীয়টি সুখরে, তৃতীয়টি দাউদ নগবে। আমবা শুনিযা আহ্লাদিত হইলাম, দাউদ নগবেব বালিকা বিদ্যালয়ে নাকি ২।৩টি সম্ভ্রান্ত মুসলমান বালিকা বাঙ্গালা শিখিতেছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাহাবা কৃতকার্য্য হউক।

ধর্ম্ম।

মুসলমান এবং হিন্দু এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায তবপেব অধিবাসী নাই.। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেব সংখ্যা অধিক। মুসলমানদিগেব মধ্যে যে ২টি সম্প্রদায় বিভাগ আছে, তাহা শিয়া আব সুন্নি। সুন্নিদিগের মধ্যে মত বৈলক্ষণ্য আছে, যথা; হানিফি, হাম্বিলি, সাফি ও মালিকী। আবার হানিফি ৩ ভাগে বিভক্ত, বফেদেয়েন, ওহাবী এবং মূল হানিফি। মূল হানিফি মতাবলম্বীগণ কোবাণ সরিফ মানে এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম কর্ত্তা মহাম্মদ মস্তফা (দরুদ) কে ঈশ্বরের প্রকৃত প্রেরিত এবং তদীয় কার্য্যের অনুকরণ করাকে পুণ্য বিবেচনা করেন। ইঁহাবা পৌত্তলিক বিরোধী ও এঁক ঈশ্বরবাদী পরকাল, স্বর্গ, নরক ইঁহারা মানিয়া থাকেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর

প্রতি সম্পূর্ণ বিদ্বেষ। সর্ব্বোপরি তপস্যাধ্যানের পক্ষপাতী। এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্তই ও মূল হানিফি মত ভূক্ত।*

সম্প্রতি এখানে কয়েক জন মুসলমান বিস্তর ধর্ম্মান্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এখনও তাঁহারা শেষ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

হিন্দুগণ প্রধানতঃ ২ সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা, শাক্ত ও বৈষ্ণব। শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক। বৈষ্ণব আবার ২ ভাগে বিভক্ত, গৃহী আর ভেকধারী। ইহাদের মধ্যে ব্যবহার গত অতি সামান্য মতবৈলক্ষণ্য আছে, শাক্ত সম্প্রদায় ২ ভাগে বিভক্ত, বিরাচারী আর পশ্যাচারী,শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ সুরাপান না করিলে ও অনুমোদন করিয়া থাকেন, সমাজ বিরুদ্ধ কি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। ইহাঁরা সকলই পৌত্তলিক ; যদিও হিন্দুগণ বহুদিন যাবৎ প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তথাচ তাঁহাদের ধর্ম্মমতে শিথিল ভাব প্রবেশ করিয়াছে।

এখানে এখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কোন সমাজ বা সম্প্রদায় ঘটিত হয় নাই, দুই একজন যদিও ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা স্থানীয় সমাজে স্থান পাইতে পারেন না।

বিশ গ্রামের নিকটে কতকগুলি মণিপুরি জাতী আছে।

---

* তরপের কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার সিয়াদের ন্যায় মহরমের সময় মুরছিহা জারি, বুক পীটা এবং তাবুত নির্ম্মাণাদি করিয়া থাকেন।

ইহারা আপনাদিগকে মণিপুরনিবাসী পাণ্ডব-কুল-জাত বভ্রু-বাহনের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু টড্ সাহেবের রাজস্থানে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মহাত্মা টড্ এই মণিপুরকে বভ্রুবাহনের রাজধানী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইহারা সকলই নিরামিষ ভোজী বৈষ্ণব, কিন্তু অন্যান্য হিন্দুদিগের সহিত অনেক মত বৈলক্ষণ্য আছে।

পর্ব্বতের উপরিভাগে ত্রিপুর বংশোদ্ভব বা ত্রিপুরা নামক জাতি বাস করে। ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ইহাদের আচার ব্যবহার ও কার্য্যপ্রণালী হিন্দুদিগের ধর্ম্ম প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহারা দেব দেবী মানে এবং পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে, কিন্তু কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে না। উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে শূকর, মেষ, মহিষ, মোরগ ইত্যাদি বলিদান করিয়া থাকে। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার কি সামাজিক রীতি নীতির সঙ্গে কিছুমাত্র ঐক্য নাই। গো-মাংস ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার মাংসই ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

সাধারণ মানসিক প্রকৃতি।

অত্রত্য অধিবাসীগণ প্রাচীন রীতিনীতির অত্যন্ত পক্ষপাতী। অদ্বৈতচিত্তে তৎপ্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন রকম ভুলভ্রান্তি কি কুসংস্কার থাকিতে পারে বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করেন না। ভিন্ন দেশের সুরীতি সদা-চারকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণে প্রস্তুত নহেন।

প্রিয়ম্বদতার প্রতি অধিক অনুরাগ; কল্পিত স্তুতিবাদ, কল্পিত সন্তোষ-বাক্য প্রয়োগ করিতে কি শুনিতে অধিকতর ভাল বাসেন।

স্বভাব কিছু উদ্ধত। কিন্তু উদ্ধত শাসনেব ভয়ানক বিরোধী। প্রতিজিঘিংসা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, ক্ষমা, ত্যাগ স্বীকার অপেক্ষাকৃত অল্প। সুখ দুঃখের সময় মানসিক বলাধিক্যের পবিচয় দিয়া থাকেন, অত্যন্ত কাতরতা কি বিহ্বলতা প্রকাশ করেন না, অথবা সেই ভাবকে দীর্ঘকাল পোষণ কবেন না।

অর্জ্জন স্পৃহা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল নহে। অর্জ্জন স্পৃহাব বশবর্ত্তী হইয়া কি শাবিরীক কি মানসিক অধিকতর পবিশ্রম কবিতে কি দেশান্তবে যাইতে যত্নপব নন্ *। বিদেশ যাত্রাকে অতীব কষ্টকর মনে কবিয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত অলস প্রকৃতি এবং উদ্যম বিহীন হইলেও কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা হইতে সহসা পশ্চাৎপাদ হওয়া কে অত্যন্ত অবমাননা মনে কবিয়া থাকেন।

এদেশের লোক অতি মোকদ্দমা-প্রিয়। অতি ক্ষুদ্রতর বিষয় লইয়াও রাজদ্বাবে বিচারপ্রার্থী হয়। কিন্তু মোকদ্দমা প্রিয়তা অধিক থাকিলেও মিঃব্রান্সন বাঙ্গালীদিগকে যেরূপ কঠোর ও কর্কশভাবে আক্রমণ কবিয়াছিলেন, এখানকার অধিবাসীগণ বাস্তবিক সেরূপ দোষে দোষী নয়। ভিন্ন দেশীয

---

* মধ্য শ্রেণীব লোক দিগেব মধ্যে মাং নগর নিবাসী মুন্সি মাং ছমি এমবেহেডারেব কার্য্য গ্রহণ করিয়া মুরসিদাবাদের পক্ষে ইংলণ্ড গমন করিয়া ছিলেন

কার্য্যে যোগ দিতে, কি তাহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি সহানুভূতি প্রদান করিতে আগ্রহাতিশয়তা অপেক্ষাকৃত অল্প।

সাধারণ স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি অধিক অনুরাগী। এজন্য সাধারণ হিতকর কার্য্যে ঐক্যতা অতি মৃদু ভাব বিশিষ্ট। দেশের মস্তকে বজ্রপাত হইয়া ও নিজের স্বার্থ সাধন হইলে সুখী হযেন।

মোকদ্দমার ব্যয় পারিবারিক ব্যয়ের মধ্যে পরিগণিত, মোকদ্দমাধিক্যের কয়েকটী কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১। ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত, ২। স্থানীয় লোকের প্রকৃতি কলহ প্রিয়, ৩। সামাজিক শাসনের দুর্ব্বলতা, ৪। গবর্ণমেণ্টের আইন।

সাধারণ অবস্থা।

এখানে ধন বিভাগের এক প্রকার সুন্দর সামঞ্জস্য ভাব। অন্যান্য দেশে ব্যক্তি বিশেষে অত্যন্ত ধনী, আবার কতক অত্যন্ত নিঃস্ব, এখানের ধন বিভাগের অবস্থা সেরূপ নয়। ভিন্ন দেশের তুলনায় বিপুল সম্পত্তিশালীর সংখ্যা অতি অল্প, আবার উদরান্ন সংস্থানে অপারগ এরূপ লোকও ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে কিছু ভূমি সম্পত্তি না আছে এরূপ লোক অতি বিরল। ধন বিভাগের এরূপ সামঞ্জস্য এরূপ সাম্যভাব যে অতি সুন্দর দৃশ্য ইহা বোধ হয় সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে একতার অভাবে ইহার দ্বারা ধন বিভাগের উন্নতি হইতেছে না।

কারণ, সকলেরই সামান্য পরিমাণ কিছু ভূমি সম্পত্তি ও দুশ পাঁচটি টাকা আছে, তজ্জন্য অনৈক্যতার বিষ-বাতে সকলেই জর্জ্জরিত। পরস্পরের প্রতি পরস্পর দ্বেষভাবাপন্ন। ধনের একরূপ অবস্থা স্থলে যদি যৌথা কারবার (জয়েণ্ট ষ্টক কোং) প্রচলিত থাকিত, তবে সাধারণ ধনের অনেক উন্নতিবিধান হইতে পারিত।

সামাজিকতা।

মুসলমান অধিকারের সম সাময়িক কালে, কি অনতি পূর্ব্বে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এদেশে দুইটী কায়স্থ পরিবার অধিবাসী অথবা উপনিবাসী থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১। হাসার গ্রাম নিবাসী আদিত্য বংশ ২। দাসপাড়া নিবাসী দণ্ডিদার বংশ, এই ২টী বংশও যে মুসলমান অধিকারের বহু পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কারণ "দণ্ডিদার" এই উপাধি মুসলমানদিগের প্রদত্ত। মুসলমান শাসন কর্ত্তাগণ প্রায়ই কালা কলম স্পর্শ করিতেন না। প্রায়ই মোহর ছেপত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। যাহারা সেই মোহর ছেপত করিতেন কি যাহাদের জিম্মায় মোহর থাকিত তাহারাই "দণ্ডিদার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এজন্য বোধ হয় মুসলমান অধিকারে সম সাময়িক কালে তাঁহারা আগত হইয়াছিলেন, যদি স্বীকার করা যায় যে ইহারাই আদিম অধিবাসী, তথাপি নিম্ন ও বহু অসভ্য জাতীর মধ্যে ২টী মাত্র বংশ ও পরিবার দ্বারায় সামাজিক সুশৃঙ্খলা কি উচ্চ শ্রেণীর সমাজ ঘটিত হইবার সম্ভাবনা অত্যল্প।

মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে একঘর মুসলমান মাত্র এখানে অবস্থিতি করিতেন একথা জানা যায়। তাহার বাসস্থান মাটিয়া জুরি কি চিচির কুট গ্রামে ছিল। তাহারা ও যে অধিক পূর্ব্বের অধিবাসী নয় তাহা অতি সহজে উপলব্ধি হয়। কারণ তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের নাম এস্থানে প্রচারিত নাই। এই মাত্র জানা যায় তাহারা ৩ সহোদর ছিলেন, জ্যেষ্ঠের নাম কাজি নুরুদ্দিন, দ্বিতীয়ের নাম হেলিমুদ্দিন এবং তৃতীয়ের নাম ছলিমুদ্দিন।

তুঙ্গেশ্বর নিবাসী সেন বংশই এস্থানে হিন্দু সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া হিন্দু মহলে উচ্চ সম্মান লাভ করেন। এই সদনুষ্ঠান হইতেই তাঁহারা 'মহাশয়' উপাধি ও রাজ কার্য্যের পদানুসারে মজুমদার খ্যাতি প্রাপ্ত হন। তদপর সুখরের মজুমদার বংশ সহানুভূতি প্রকাশে যোগদান করিয়া সেই সামাজিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সৌন্দর্য্য সম্পাদনে যত্নবান হওয়াতে তাহারাও অনেকাংশে সমাজে উচ্চাসন এবং মহাশয় উপাধি লাভ করেন। এইরূপ হিন্দু সমাজ * গঠিত ও সুশৃঙ্খলা বদ্ধ হইয়াছিল।

ক্রমে এক সময়ে দেশের কোন রাজনৈতিক কি সামাজিক ক্ষতি, লাভ, স্বত্ব সম্বন্ধে ও মানমর্য্যাদা বিষয়ক মিমাংসা আবশ্যক হইলে ৬টি দস্তখতের দ্বারা মিমাংসিত হইত এবং তাহাই সাধারণ মত বলিয়া গৃহীত হইত। ১। লস্কর পুরের সৈয়দ বংশ

---

* তরপ পরগণায় পঞ্চগ্রামী ভদ্রলোকের একটি হিন্দু সমাজ আছে যথা,—আটালিয়া, দাসপাড়া, দত্তপাড়া, হাসাঁরগাঁও, মাটী-রাজুরি।

২। সুলতানিশির সৈয়দ বংশ; ৩। ফরিদপুরের সৈয়দ বংশ; ৪। তুঙ্গেশ্বরের মজুমদার বংশ; ৫। জয়পুরের মজুমদার বংশ; ৬। সুখরের মজুমদার বংশ।

সামাজিক সম্মান ও পদ মর্য্যাদানুসারে লস্করপুর কি সুলতানিশির কাহারও মৃত্যু হইলে কিম্বা বিবাহ কালীন, তুঙ্গেশ্বর কিম্বা সুখরের মজুমদারেরা উপস্থিত হইয়া থাকেন। এইরূপ তাঁহাদের বাড়ীতেও সৈয়দ দিগের গমনাগমনের নিয়ম আছে। যিনি এই সুপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া তরপের হিন্দু মুসলমান সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে একতা সূত্রে গ্রথিত করিয়া অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সমাজ মাত্রেরই একান্ত ধন্যবাদার্হ ও একান্ত শ্রদ্ধেয় তাহার আর বিন্দু বিসর্গও সন্দেহ নাই।

এখানের মুসলমান সমাজ এক সময় উন্নতির শীর্ষদেশে আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—* যদিও সেই সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের বিষয় সম্পত্তির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত শোচনীয় তথাপি সেই গৌরবের লাঘব হয় নাই। তরপেরসমস্ত অধিবাসীই তাঁহাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ ভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন। আচার ব্যবহার, পরণ পরিচ্ছদ, চলা ফেরা, আলাপ কৌশল, রীতি নীতি অনেক মুসলমান সমাজে আদর্শ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। কোন্ ব্যক্তি কি রূপ সম্মানিত, কি রূপ গৌরবান্বিত, তাহা "দস্তার, গুপ্তার, রপ্তার,, দ্বারায় বিবেচিত হইত। দস্তার শব্দের অর্থ পরণ পরিচ্ছদ গুপ্তার আলাপ এবং রপ্তার চলা

* তরপের ৫টি মুসলমান পরিবার বংশ মর্য্যাদায় অত্যন্ত গৌরবান্বিত তাঁহা এই—লস্করপুর, সুলতানিশি, নরপতি, দাউদনগর এবং পইল।

কেল্লা। সম্মানিত মুসলমান যে আসনে উপবেশন করিতেন, কি যে পোষাক পরিতেন তাহা নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিলনা।

অনেক স্থলের সম্ভ্রান্ত মুসলমান দিগের পাচকগণ এখানে আসিয়া পাক প্রণালী শিখিয়া যাইত।

তরপের আদব কায়দা চির বিখ্যাত। বঙ্গ দেশের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে এখানে এ রীতির প্রচলন হয়, সৈয়দ দিগের প্রাদুর্ভাব সময়ে কাহার প্রতি এই রীতির ব্যতিক্রম দেখিলে প্রাণ ধ্বংশ হইতে সংশয় ছিলনা।

সচরাচর রাজকীয় আচার ব্যবহার, তত্রং সমাজের আদর্শ স্থানীয় ও অনুকরণীয় হইয়া থাকে। এমনকি, অনেক সময় অজ্ঞাত ভাবে ও সমাজাভ্যন্তরে ইহা প্রবেশ লাভ করে। দীল্লির অনুকরণে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে এক সময় আমিরী অত্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল *। এখন বিষয় সম্পত্তির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইলেও সে আমিরানা ঠাট্ একেবারে তিরোহিত হয় নাই। এখনও গৃহ প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে পদ ব্রজে যাইতে অত্যন্ত অবমাননা বোধ করিয়া থাকেন, নিকটবর্ত্তী আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষ্যাৎ করিতে যাইতে হইলে খানসামা খেদমতকার প্রভৃতি সঙ্গীয় লোক যত অধিক নিতে পারেন, তত গৌরব মনে করিয়া থাকেন, নচেৎ আত্মীয়ালয়ে প্রায়ই যাওয়া হয় না।

---

* দীল্লি ভারতীয় মুসলমান দিগের শিক্ষা স্থান ছিল এখানে যে মুসলমান পরিবার আছেন তাহারা সকলই দীল্লি হইতে আগত সুতরাং তাঁহাদের রীতি নীতি যে অন্য স্থানের মুসলমান দিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই আমিরীই ইঁহাদের সর্ব্বনাশের এক মাত্র কারণ। অথচ এই আমিরীর দ্বারা যে দেশের সদনুষ্ঠান হইয়াছিল কি অপর্য্যাপ্ত দান বিতরণ হইয়াছিল তা নয়, বলিতে কি এই আমিরীর নামই মূর্খতা। ফলতঃ যাহার কিছু সম্পত্তি নাই অথচ সন্মান বজায় রাখিতে চাহেন, ইহ সংসারে তাঁহাকে যে অসীম যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহাতে সংশয় কি?

মুসলমান দিগের মধ্যে কাবিনের প্রথা অত্যন্ত প্রবল, অনেক স্থলে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি কাবিনে লিখিয়া দিয়া স্ত্রীর আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কয়েক বৎসর যাবৎ এখানে গৃহ জামাতৃত্ব পদ (খানে দামাদী বিবাহ) প্রচলিত হইয়াছে, এতদুপলক্ষে অনেকে জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে অবস্থান করিতেছেন। কাবিনের প্রথা অত্যন্ত প্রবল হইলে ও ভবিষ্যতে স্ত্রীর পরিত্যক্ত বিত্তের উত্তরাধিকারী হইয়া বিপুল সম্পত্তির অধিপতি হইতে হয়, পক্ষান্তরে আবার কাহাকে কাহাকে পিতৃ ভিটা বিক্রয় করিয়া কাবিনের দেনা পরিশোধ করিতে হইতেছে।

ঐতিহাসিক প্রথম অধ্যায়।

আদিম অবস্থা।

পূর্ব্বে এই প্রদেশ পার্ব্বতীয় অসভ্য রাজা দিগের অধিকৃত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, এবং সেই অনুমানের প্রতি পোষকতাও প্রমাণ স্বরূপ একটা শব্দ ব্যবহার করেন। ত্রিপুরের সীমার প্রান্ত ভাগের অব্যবহিত দূরে লাখাই নামে

একটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে "লাথাই" এই শব্দটী খাসিয়া ভাষা। খাসিয়া দিগের ভাষায় লা শব্দে পশ্চিম থাই শব্দে সীমা। ইহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে খাসিয়া দিগের অধিকারের পশ্চিম সীমাই লাথাই নামক স্থান, সুতরাং বর্ত্তমান তরপ যে খাসিয়া দিগের অধিকার ভূক্ত ছিল তাহা সহজে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং এই প্রদেশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার ব্যবহার ভাষা এবং এই অনুমানের প্রতিকূলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে মহারাজ ত্রিপুরাধিপতি কর্ত্তৃক খাসিয়া গণ বিতাড়িত হইলে এই প্রদেশ ত্রিপুরেশ্বরের অধিকার ভূক্ত হয়। আচম্বিত নারায়ণ (সাধারণ লোকেরা যাহাকে আচক নারায়ণ আখ্যা প্রদান করিয়া ছিল) নামক ব্যক্তি এই প্রদেশের রাজা বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন, আবার অপর কাহারও মতে আচক নারায়ণ স্বয়ংই খাসিয়া দিগকে পরাস্ত করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন বলিয়া প্রতীয় মান হয়, কিন্তু আচক নারায়ণের পিতা পিতামহের নাম কি, অথবা তিনি কোন বংশোদ্ভব তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না।

অকস্মাৎ এবং বিস্ময়কর এই উভয় শব্দের যৌগিক অর্থ স্থলে এদেশের সাধারণ লোকেরা আচক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অজ্ঞাত কুলশীল সমদ্ভূত এক ব্যক্তি অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া খাসিয়া দিগকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং তদ্দেশে অধিকার করায় এই বিস্ময় কর এবং অকস্মাৎ ব্যাপার সম্পাদন হেতু সাধারণ হইতে তিনি আচক নারায়ণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রবাদ এবং অনুমানের মূলে কোন সত্য থাকিলেও

এস্থলে তাহা গ্রহণ করিলে পরবর্ত্তী ঘটনা সকলের সহিত ঐক্য মত হইতেছে না। মুসলমান দিগের আক্রমণ সময়ে আচক নারায়ণ পুনঃ পুনঃ ত্রিপুরাধিপতির নিকট সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ছিলেন যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও ত্রিপুরাধিপতির আশ্রয়ে অবস্থিত ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সুতরাং আচক নারায়ণ যে ত্রিপুরাধি পতির করদ কি সংসৃষ্ট ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই, তৎকালে তিনি যে দেশের শাসন ভার প্রাপ্ত হইতেন তিনিই সে দেশের রাজা বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত এবং খ্যাত হইতেন।

এই দেশ হিন্দু রাজার অধিকার ভুক্ত থাকায় একটী মাত্র মুসলমান পরিবারের বসতি থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই আদিম মুসলমান পরিবারস্থ কাজি নুরুদ্দিনের পুত্রোৎসব উপলক্ষে আপন উপাস্য ঈশ্বর উদ্দেশে হিন্দু রাজার শাসন ভয়ে গুপ্তভাবে একটী গো হত্যা করিয়াছিলেন, এই গুপ্ত ব্যাপার ক্রমে রাজা আচক নারায়ণের কর্ণে প্রবেশ করিলে হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধ, এই ঘোরতর অত্যাচারে ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি যে লোম হর্ষণ ব্যাপার ও যে বিভৎস কাণ্ড করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। বোধহয় এরূপ অত্যাচারের এবং স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবিধানের জন্যেই ঈশ্বর মানব হৃদয়ে এই প্রতি জিঘিংসা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, মুসলমান যে পুত্রের মঙ্গলার্থে এবং উৎসবোপলক্ষে গো হত্যা করিয়াছিলেন রাজা অতি নৃশংসের ন্যায় সেই মুসলমান-পুত্রের শিরচ্ছেদ করিতে আদেশ করিলেন।

তৎকালীন রাজাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইত না, অথবা তাহার প্রতিবাদের কোন উপায় ছিলনা। কাজেই অবিলম্বে রাজাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইল।

ইতিপূর্ব্বে মহারাজ আচক অত্যাচারাসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণ তাঁহার সম ব্যবসায়ী ভ্রাতা শ্রীহট্টাধিপতি মহারাজ গৌড় গোবিন্দ ও উৎপীড়নাসনে উপবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ইতিহাসে তাঁহার নাম অত্যাচারী শ্রেণী ভুক্ত করিতে একান্ত অনুরাগ জন্মিল। অগত্যা মহারাজ গৌড় গোবিন্দ বঙ্গ ভূমিতে উপনীত হইলেন। তাঁহার শাসনাধীন শ্রীহট্টের টুলটেকরস্থ বুরহান উদ্দীন নামধেয় জনৈক মুসলমান স্বীয় পুত্রের জন্ম গ্রহণোপলক্ষে গোহত্যা করিয়াছিলেন রাজা তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সর্ব্বাগ্রে পুত্রচ্ছেদ তদন্তর পিতার হাত কাটার আদেশ দেন। আদেশ যথারীতি প্রতি পালন হইল বটে, কিন্তু উক্ত মুসলমানের ক্রোধ-বেগ নিবারিত হইল না, সে দীল্লিশ্বরের বিচার প্রার্থী হইল, ক্রমাগত এইরূপ ২টী অত্যাচার কর্ণগোচর হইলে সম্রাট্ শ্রীহট্টের গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে মুনিবর মহাত্মা সাজালাল মুজরবদ * ও তরপাভিমুখে বন্দেগী সৈয়দ সাহা নাছিরুদ্দিনকে যাইতে আদেশ করিলেন। তন্মধ্যে বন্দেগী মহোদয়ের শুভাগমন বর্ণন করাই আমাদের এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

* শ্রীহট্ট নগরে তাঁহার সুবৃহৎদরগা ও তৎকৃত মসজীদ আছে, তাঁহার মহত্ব গুণে অদ্যাপিও শ্রীহট্ট-নগরীর সকল সম্প্রদায়ের, নিকট পূজোপহার প্রাপ্ত হইতেছেন। ইনি ১৩৮৩ খৃঃঅব্দে আগত হইয়াছিলেন।

পৃথিবী ঐ অত্যাচার কতদিন সহ্য করিতে পারে? জগত স্রষ্টার শান্তি পূর্ণ জগতে পাপের স্রোত কতদিন প্রবাহিত হইতে পারে? এই দেশ হিন্দু রাজত্বাধীন হইতে স্খলিত হইবার সূত্রপাত হইল; মুসলমানের হৃদয় শোকে, দুঃখে, ক্রোধে, ও প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। বুরহানউদ্দীন এই ভয়ানক বিভৎসকাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ও পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় নিরুপায় হইয়া সহ্য করিলেন; কিন্তু তাহার হৃদয়ের প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি এই ভয়ানক অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য দীল্লি নগরীতে উপনীত হইয়া এই ঘটনা মহামান্য দীল্লিশ্বরের নিকট নিবেদন করেন। ইন্ধন যেমন অগ্নি স্পর্শে সহসা জ্বলিয়া উঠে, এই ঘটনা শুনিবামাত্র দীল্লিশ্বরের ক্রোধানলও তদ্রূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সমস্ত সভাসদ্ এবং প্রধান২ মন্ত্রীবর্গ মাত্রেই এক বাক্যে সম্রাটের ক্রোধানলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। যদিচ সম্রাট আচক নারায়ণকে প্রভূত বলশালী ও প্রবল শত্রু মনে করিয়াছিলেন না, তথাপি মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার হয় বলিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য; যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা এবং প্রবর্ত্তকগণ বাম হস্তে ধর্ম্ম পুস্তক ও দক্ষিণ হস্তে তরবারি লইয়া ধর্ম্ম প্রচার করার প্রবাদ, সেই ধর্ম্মাবলম্বীগণ যে ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার জানিত ধর্ম্ম-যুদ্ধ ঘোষণায় অধিকতর উদ্ধত, অধিকতর কুপিত এবং ধর্ম্মের জন্য উৎসাহিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফিরোজ সাহা এইযুদ্ধের ঘোষণা করিলেন, তাঁহার সভাসদ এবং পারিষদ গণের

মধ্যে ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই যুদ্ধে যোগদানে সমুৎসুক হইয়া উঠিলেন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ যজন যাজন পৌরহিত্য এবং ধর্ম্ম উপদেশ ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত, মুসলমান দিগের মধ্যে সৈয়দ বংশও তদ্রূপ। সৈয়দেরা রাজ প্রসাদের প্রলোভনে কখন কখন দাসত্ব স্বীকার কি রাজশাসন সংক্রান্ত কার্য্য করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না।। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে যেরূপ কখন ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে যোগদান করিবার প্রথা প্রচলিত ছিলনা, সৈয়দেরা তদ্রূপ নয়। ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা হইলে তাঁহারা আগ্রহ সহকারে যুদ্ধে রত হইতেন।

পূর্ব্বকালে ধর্ম্ম প্রচার করাই সৈয়দদিগের প্রধান কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল, আরবের অন্তর্গত পূণ্যভূমি মক্কা-নগরী হইতে ধর্ম্ম যাজক ও সৈনীক কার্য্যোপলক্ষে কতিপয় সৈয়দ ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজধানী দীল্লিনগরে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বন্দেগী সৈয়দ সাহা নাছিরুদ্দিন * ধার্ম্মিক সমরনিপুণ এবং জ্ঞানবান ছিলেন।

১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে তোগলক বংশীয় সম্রাট ফিরোজ বন্দেগী সৈয়দ সাহা নাছিরুদ্দিন কুদ্দছ ছুরুহকে সেনাপতি পদের সনন্দ প্রদান করেন।

---

* মুন্সেফ নছিরুদ্দীন কৃত ছুহায়েল য়ামন। ১। দীল্লিনগরে বন্দেগী সা নছিরুদ্দিনের সপ্পাল নামক যে তাম্বুছিল অসীম ঝটিকা কালীন ও তাহার মধস্থিত প্রদীপ নির্ব্বাণ হইতনা। ২। রাজা গৌড় গোবিন্দ তাঁহার মাহাত্ম্যাদি পরীক্ষা করণার্থে লৌহের যে সুবৃহৎ ধনুক দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি তন্মুহুর্ত্তেই জ্যা যোজনা

ধর্ম্ম-যুদ্ধ ঘোষিত হওয়াতে বন্দেগী সৈয়দ সাহা নাছিরুদ্দিন সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এক সহস্র অশ্বারোহী এবং ৩ সহস্র পদাতিক সৈন্য সহকারে বন্দেগী সৈয়দ সাহা নাছিরুদ্দিন যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া এতদ্দেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন, তদ্ভিন্ন আরো ও দ্বাদশ জন আউলিয়া (ঋষি) * তাঁহার সহিত যোগ দান করেন। নিম্নে তাঁহাদের পবিত্র নাম এবং বাসস্থান লিখিত হইল।

১। সা মজলিশ আমিন, উচাইলের প্রসিদ্ধ মসজীদ এবং সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ইঁহারই কৃত। সেই মসজীদে আরবী ভাষায় অতি জটিল অক্ষরে তাঁহার নাম ও বংশের পরিচয় খোদিত রহিয়াছে. এই মসজীদের একটী দরজা চিরকদ্ধ থাকায় ইহার সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। এক সময় হোসেন সাহা নামক জনৈক ফকির এই দরজা মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া ছিলেন যে কোন কারণেই হউক অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তদবধি আর কেহ ইহার নিকটে যায় না।

২। সা ফতে গাজি, তাঁহার নামানুসারে রঘু নন্দন পর্ব্বতের

করিয়াছিলেন। ৩। তাঁহার আজানে (ধর্ম্মধ্বনিতে) রাজা আচক ও রাজা গৌড়গোবিন্দের নবরত্ন, পঞ্চরত্ন প্রভৃতি দেবালয় ও নিজালয় ভগ্ন হইয়াছিল। ৪। তাঁহার যৌবন প্রাপ্ত হইতে বৃদ্ধ বয়সাবধি কখনই নমাজ কাজা হয় নাই। মৌলবী নছর উল্লা প্রণীত তওয়ারিখ জালালিও ইহাতে ঐক্য মত প্রকাশ করিয়াছেন।

* এজন্য তরপকে বার আউলিয়ার মুল্লুক বলে।

অপর পার্শ্বে ফতে পুর নামক স্থান, ফতে পুরে তাঁহার প্রদত্ত একটী মসজীদ আছে। অদ্যাপিও অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে সেখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। ৩। সা গাজি, বিশ গ্রামের অন্তর্ব্বর্ত্তী গাজি পুরেতাঁহার দরগা বর্ত্তমান আছে। ৪। সা সহিদ, লস্করপুরের মুন্সেফি কাচারিতে (মসজীদের পশ্চাৎ ভাগে) তাঁহার দরগা বর্ত্তমান আছে। সৈয়দ আহ্ছন বক্তার প্রযত্নে এখানে প্রতি বৎসর একটী মেলা বসিত। ৫। সা তাজদ্দিন কুরেশী, ইঁনি পং চৌকিতে অবস্থিত ছিলেন। ৬। সা আরু-ফিন, ইহার বাসস্থান লাউড়ে। লাউড়ে তাঁহার দরগা বর্ত্তমান আছে। ৭। সা রুকনদ্দিন আনছারি, সরাইল পরগণার সাজাদ পুরে তাঁহার নামাঙ্কিত দরগা দৃষ্ট হয়। ৮। সা মামুদ, লস্কর পুরের সন্নিকটস্থ উর্দ্দু বাজারের কাছে তাঁহার দরগা বিদ্যমান আছে। ৯। সা বদর, করিম গঞ্জ সবডিবিজনের অন্তর্গত বদর পুরে (কাছাড়ের সীমান্ত স্থলে) তাঁহার দরগা সংস্থাপিত আছে। ১০। সা ছুলতান, ময়মন সিংহ জেলার মদন পুরে তাঁহার দরগা পরিলক্ষিত হয়। ১১। * * * কুমিল্লা জিলার অনতিদূরে খড়ম পুর নামক স্থানে তাঁহার দরগা আছে। ১২। * * * * চট্টগ্রামে তাঁহার যে দরগা আছে, তাহা সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

রাজা আচক নারায়ণের রাজধানী বিশ গ্রামে ছিল। রাজধানীর ৩ দিকই দুর্গম ও দুরারোহ পর্ব্বতারণ্যে পরিবেষ্টিত। সে প্রকৃতি নির্ম্মিত দুর্ভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা ও কাহার সাধ্য ছিলনা। উত্তর দিক মাত্র অরণ্য বিহীন ছিল; সেই উত্তর দিকেই সৈয়দ সাহা নছিরুদ্দিন তাঁহার সৈন্য দিগের ছাউনি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ঐতিহাসিক সত্যোপলব্ধি করিবার জন্য অনু-

সন্ধান করিলে আরো অনেক চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে পারে।

শিবির নির্ম্মাণের পরেই রাজা আচক নারায়ণকে সংবাদ দেওয়া হয় যে "তুমি মুসলমানধর্ম্মের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়া ভয়ানক অপরাধ করিয়াছ। তজ্জন্য দীল্লিশ্বর ক্রোধান্ধ হইয়া সেনাবল প্রেরণ করিয়াছেন, যদি তুমি এখন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, এবং দীল্লিশ্বরের অধীনতা স্বীকার কর তবে তিনি তোমাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন, নচেৎ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হও" এস্থলে বলা আবশ্যক যে অনেক বিজাতীয় ইতিহাস লেখকেরা মুসলমান রাজা কি তাঁহার সেনা নায়ক প্রভৃতিকে প্রতারক, বিশ্বাস ঘাতক প্রভৃতি শব্দে বাচ্য করিতে বা গালি বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু মহাত্মা সা নছিরুদ্দিন কর্ত্তৃক রাজা আচক নারায়ণকে এই সংবাদ প্রেরণের দ্বারায় যে তাঁহার অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ পাইতেছে একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। মুসলমানেরা স্বীয় ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য সময় সময় কথঞ্চিৎ অত্যাচার করিয়াছেন স্বীকার্য্য, কিন্তু স্বধর্ম্ম বিস্তারের জন্য এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যজগতে ও অনেক সুসভ্য জাতির আগ্রহাতিশয়তার দেদিপ্য প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে কেহ বা বাহুবলে, কেহ বা জ্ঞান বলে, কেহ বা নানা বিধ কল কৌশলে এই মাত্র বিভিন্ন।

রাজা আচক নারায়ণ এই সংবাদের প্রত্যুত্তরে সৈয়দ সা নছিরুদ্দিনকে বলিয়া পাঠান, যে তাঁহার প্রস্তাব বিশেষ রূপে বিবেচনা করিবার জন্য তিনি ৩ সপ্তাহ কাল সময়ের

প্রার্থী; সৈয়দ সা নছিরুদ্দিন অবলীলা ক্রমে তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

পাঠান সম্রাটের দুর্জ্জয় সৈন্য বলের আগমন বার্ত্তা শ্রবণাবধিই আচকের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কতিপয় অসভ্য, অশিক্ষিত পার্ব্বতীয় সৈন্য বলের সাহায্যে দীল্লিশ্বরের অসংখ্য সুশিক্ষিত ও দুর্দ্দম্য সৈন্য পরাজয় করিয়া আপন রাজশ্রী অটল রাখিবার চেষ্টা করা কেবল বাতুলতার লক্ষণ মাত্র; সামান্য পাখার বাতাসে প্রবল প্রভঞ্জনের গতিরোধ করিতে যাওয়া, আর এইরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া একই সমান। এজন্য তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া পরিজনবর্গ সহ পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে ছিলেন। তবে কথঞ্চিৎ মাত্র ভরসা ছিল যে, ত্রিপুরাধিপ কর্ত্তৃক সাহার্য্য প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ অমিত পরাক্রম পাঠান সৈন্যের মধ্যে ত্রিপুরেশ্বর আপন সৈন্যবল প্রেরণ করিয়া পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন না। তখন আচক নিশ্চয়ই বুঝিলেন, তাঁহার অদৃষ্ট চক্রের গতি রেখা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ সাগর তরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিয়া কুল পাইবার আশা নাই। তাহার জীবনাভিনয়ের যবনিকা পতনের অধিক কাল বিলম্ব নাই। শেষে তিনি যে সৈয়দ সা নছিরুদ্দিনের নিকট ৩ সপ্তাহ কাল সময়ের প্রার্থী হইয়া ছিলেন সে কেবল পলায়নের সুযোগবই আর কিছুই নহে।

বলবীর্য্য শৌর্য্য ঐশ্বর্য্যাদিতে এক সময় যাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত রাজপুত বীরগণ যে মুসলমান সম্রাটের নিকট মস্তকাবনত করিলেন

সেই মুসলমান সম্রাটের বিপুল সৈন্য বলের সমক্ষে কতিপয় অসভ্য, অশিক্ষিত ও বিশৃঙ্খল পার্ব্বতীয় সৈন্যের সাহায্যে আচক যুদ্ধ করিতে সাহসী না হইয়া পলায়ণ পর হইবেন তাহাতে আর অধিকতর আশ্চর্য্য কি? প্রথমতঃ ত্রিপুরাধিপতি কর্ত্তৃক সাহায্য পাওয়াব আশায় বঞ্চিত হওয়া, দ্বিতীয়তঃ পরাজিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার আশঙ্কা, এই দুই মাত্র কারণে আচক বিনা যুদ্ধে বাজ্য পবিত্যাগ কবিয়া পলায়ণ কবাই আমাদেব বিশ্বাস। আচক যে ৩ সপ্তাহের অবকাশ চাহিয়াছিলেন, তাহাব একাদশ দিনেই তিনি পার্ব্বতীয় অরণ্য পথে পলায়ন কবিয়া একবারে ত্রিপুবাধিপতির রাজধানীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ কবেন।

আচকেব পলায়ন বার্ত্তা সাধাবণ্যে প্রকাশিত হইল। ক্রমে ইহা সৈয়দ সা নছিরুদ্দিনেব কর্ণগোচব হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আচকের রাজধানীতে প্রবেশ কবিলেন এবং "আচকের অধিকৃত দেশ দীল্লিশ্বরেব অধিকাব ভুক্ত হইল" এই ঘোষণা পত্র প্রচার কবিলেন।

সাধারণতঃ দেশে রাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইলেই শান্তি বিদূরিত হয়। অধিবাসী গণের মনে ভীতির সঞ্চাব হইয়াথাকে, বিদেশীয় ও বিজাতীয় বাজাব অধিকৃত হওযায় অধিবাসী গণের মনে জাতি, ধর্ম্ম, মান ইত্যাদি নানা বিষয়ক ভাবনাব সঞ্চাব হইয়াছিল, কিন্তু সৈযদ সা নছিরুদ্দিন তাহা অপনোদন করিবার জন্য অবিলম্বে ঘোষণা প্রচাব করিলেন যে, তৎ সমুদয় নির্ব্বিঘ্নে বক্ষিত হইবে। সুতবাং অবিলম্বে দেশ শান্তি পুর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে তাঁহার স্বীয় ধর্ম্ম

প্রচারকগণ ইচ্ছানুসারে স্থানান্তরে গিয়া অধিনিবাস স্থাপন করিলেন।

তৎকালে সম্রাট মহাম্মদশা দীল্লির সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহার সমীপে এই বিজয় সমাচার পহুঁছিলে তিনি অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক সকলকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিলেন। অধিকন্তু এই দেশের শাসন ভার সৈয়দ সা নছিরুদ্দিনের প্রতি অর্পণ করিয়া তাহার নির্দ্দেশ স্বরূপ ১৩৯৫ খৃঃ এক সনন্দ ও পাঞ্জা প্রদান করিলেন। *

সৈয়দ সা নছিরুদ্দিন বিষগ্রামে আচকের পরিত্যক্তরাজধানীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন কিন্তু তথাকার পার্ব্বতীয় জল বায়ুর অসহনীয়তার তাঁহার সঙ্গীয় সৈন্য এবং পরিচারকপ্রভৃতির মধ্যে অনেকে অত্যন্ত রুগ্ন ও কেহ কেহবা মৃত্যু মুখে পতিত হওয়াতে ক্রমে সেইস্থান তাঁহার বাসের অযোগ্য বিবেচিত হইল। সুতরাং তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ১০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। কালে সেই স্থান মুছা (ওর্ফে লস্করের) নামানুসারে লস্করপুর নামে অভিহিত হইয়াছে **। লস্করপুরের মুন্সেফি কাচারীর উত্তরাংশে শিবির স্থাপিত ছিল। অদ্যাপিও তাহার চিহ্ন সকল বর্ত্তমান আছে; সৈন্যদিগের ও অন্যান্য ব্যবসায়ী দিগের নামানুসারে কতক স্থান স্বনাম খ্যাত

---

* সম্রাটের হস্তাঙ্গুলি চিহ্নিত নিদর্শনকে পাঞ্জা বলিত, তাহা বোধ হয় পাঠকের অবিদিত নাই।

** কেহ কেহ বলেন, লস্কর পুরের সৈয়দ বংশ ক্রমে ঢাকা ও ফরিদপুর হইতে লস্কর পুরে আইসেন কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হইযা রহিয়াছে। যথা—মৃজ্জাটোলা, পাঠান টোলা, সেকজাহ্ টোলা, চকজালাল, গোযাল টোলা, দর্জ্জি টোলা। এতদব্যতীত ২ টী বাজার ছিল তাহাদের একটীর নাম উর্দ্দু বাজাব ও দ্বিতীয টীবনাম বন্দব বাজাব। সর্ব্বোপবি যেখানে শিবিব নির্ম্মিত হইযাছিল সেই স্থান কোট আন্দব বলিযা অভিহিত ছিল।

আচকেব বাজধানী সম্বন্ধে, নানা প্রবাদ শুনিতে পাওযা যায, কেহ বলেন এই স্থানেব নাম পর্ব্বত পুব, কেহ বলেন বাজপুব আচক ইহাকে বিষবৎ পবিত্যাগ কবিয়া যাওযা অবধি বিষ গ্রাম নামে খ্যাত হইযাছে। কেহ বলেন সৈযদ নছিরুদ্দি নেব সঙ্গীয সৈন্যগণ নানা প্রকাব পীডিত হইলে তিনি এই স্থান পবিত্যাগ কবিযা যাওযাবধি বিষগ্রাম নামে অভিহিত হই যাছে। এখন ইহা হইতে এরূপ স্থলে মর্ম্ম গ্রহণ কবিযা লওযা যাইতে পাবে, যে মুসলমান অধিকাবেব পববর্ত্তী সময হইতে সেইস্থান বিযগ্রাম নামে নির্দ্দেশিত হইযাছে।

আচক বিষগ্রাম পবিত্যাগ কবাব পব তাঁহাব জীবনে ইতিহাসেব উল্লখ যোগ্য কোন বিশেষ ঘটনা শুনিতে পাওযা যায না।

সৈযদ সা নছিরুদ্দিন কিযৎকাল পর্য্যন্ত এদেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ কবিয়া সৈযদ সা ছিবাজুদ্দিন নামক এক পুত্র বাখিযা পবলোক গমন কবেন। ছিবাজুদ্দিনেব মৃত্যুব পব মুছাফিব বর্ত্তমান থাকেন। মুছাফিব মানব-লীলা সংববণ কবিলে পুনবায় সৈযদ সা খোদাওন্দ তবপেব শাসন দণ্ড গ্রহণ কবেন। খোদাওন্দ, সা মিকাইল, ছুয়েফ এবং ইছবাইল নামক ৩ পুত্র বত্নেব হস্তে দেশেব কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণ করিযা নিত্য ধামে

গমন করেন। সৈয়দ খোদাওন্দ পুত্রত্রয়কে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া গেলেন বটে, কিন্তু ইছরাইল ও ছয়েফ তাহা গ্রহণ না করিয়া সংসার বিরাগী হওতঃ ঋষি বেশ পরিধান করিলেন সুতরাং সৈয়দ মিকাইল ভিন্ন অপর কেহই আর প্রকৃত উত্তরাধিকারী রহিলেন না, সৈয়দ মিকাইল বহু দিন পর্য্যন্ত শাসন কার্য্য সম্পাদন করিয়া এই অনিত্য সংসার হইতেবিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার ২ পুত্র ছিলেন, একের নাম সৈয়দ মুসা অপরের নাম মিনা। কথিত আছে, মিকাইল মিনার কার্য্য দৃষ্টে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিষয় দিয়া যান নাই। মুসাকে সমস্ত বিষয়ের স্বত্বাধিকারী করিয়া ভবলীলা সংবরণ করেন, অতএব সৈয়দ মুসা জনকাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, সা মিনা দাল্লিতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সৈয়দ মুসা এদেশের শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়া ত্রিংশৎ বৎসর কাল পর্য্যন্ত শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, সৈয়দ আদম নামক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন, সৈয়দ মুসা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন, বলা বাহুল্য, যে তিনি যদিও নবাব ছিলেন না বটে, কিন্তু নবাবের সমান কার্য্য-ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

সৈয়দ মুসার শাসনভার প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই রাজা কংশ নারায়ণ নবাব সমছুদ্দিনকে নিহত করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিয়া লয়েন। কিন্তু পাঠান শাসনাধীন সমস্ত

বাঙ্গালা দেশ তাঁহার অধিকার ভূক্ত হইল না। তাঁহার পুত্র কিম্বা পৌত্রগণও সমস্ত বাঙ্গালা আয়ত্তাধীন করিতে পারিলেন না।এই সময়ে মুসলমান রাজত্বের বন্ধন-রজ্জু শিথিল হইয়া পড়িল। ত্রিপুরাধিপতি ও অন্যান্য অসভ্য রাজাগণ যদিও মেঘনার পূর্ব্বপার মুসলমান রাজত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু সৈয়দ মুসার শাসিত প্রদেশের প্রতি কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র পর্ব্বত সন্নিকটস্থ অসভ্য জনপদ বাসীগণ ত্রিপুরাধিপতির বশ্যতা স্বীকার করায় কিয়দংশ রাজ্য সৈয়দ মুসার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। যদিও নিয়ম মত কোন সন্ধি হইয়াছিল না; তথাপি পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ ঘটে নাই। এই সময়ে দীল্লির সিংহাসনে ভয়ানক রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশেরও নানা স্থান বিচ্ছিন্ন ভাবে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। মোগল কুল তিলক আকবর সাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যিনিই দীল্লির সিংহাসনে আরোহন করিলেন কেহই আর গঙ্গার পূর্ব্বপার পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারিলেন না। সুতরাং এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সৈয়দ মুসা ও তাহার বংশধরগণ স্বাবলম্বিতার দ্বারায় স্বাধীন ভাবে শাসন কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারিয়াছিলেন। সৈয়দ মুসার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ মিনা যিনি দীল্লি নগরে বাস করিতেছিলেন, জ্যেষ্ঠের এই সুখ, সৌভাগ্য, যশ, মান প্রতিপত্তি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভের কথা পরস্পর তাঁহার প্রলুব্ধ হৃদয়ে হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতার প্রবল অনল প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে অহর্নিশি ভস্মীভূত করিতে লাগিল। তিনি প্রলোভন পরিতৃপ্তির জন্য নানা প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ দীল্লি নগরের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী-

দিগকে সহায় করিবার চেষ্টা করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা ও সৌহৃদ্যতার সঞ্চার হইলে তাঁহার মনের আবেগ প্রকাশ করিয়া সহায়তা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কাহাকেও তাঁহার এ সাধনা সিদ্ধ হওয়ার সুমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত: অনেকে নানাপ্রকার বাধা প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিলেন। পরন্ত তাঁহার হৃদয়ের প্রজ্বলিত প্রলোভন রহিল, প্রশমিত হইল না। তিনি উপায়ান্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

স্বার্থ সাধনের জন্য মানব হৃদয়ে যে সকল উপকরণের আবশ্যক, সৈয়দ মিনার তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি অত্যন্ত সুচতুর কৌশলী ও মিষ্টভাষী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিল।

তিনি সম্রাট সমীপে প্রকাশ করিলেন, সৈয়দ মুসা নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পরিত্যক্ত রাজৈশ্বর্য্য প্রভৃতি তাবৎ আমাকে প্রদত্ত হউক। আমি মুসলমানীয় দায়ভাগ মতে তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। শাসন কার্য্যে সৈয়দ মুসা অপেক্ষা আমি কোন অংশে অনুপযুক্ত নহি। সুতরাং প্রজাবর্গ যে আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত থাকিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রতিবাদী উপস্থিত না হওয়ায় মিনার প্রার্থনা পূর্ণ হইতে কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। বিশেষতঃ আবেদন করার পূর্ব্বে রাজ কর্ম্মচারীদিগকে যাহাতে ভবিষ্যৎ বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিতে না পারে তজ্জন্য বহুতর উৎকোচ প্রদান করিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন; অতএব মিনার প্রার্থনানুসারে সম্রাট তাঁহাকে তুরপের শাসন কার্য্যের সনন্দ

প্রদান করিলেন। এদিকে আবার সৈয়দ মিনা বিশেষ সতর্ক থাকিলেন এবং স্থানে স্থানে চর নিযুক্ত করিলেন যে সৈয়দ মুসার পুত্র বর্ত্তমান থাকার সংবাদ যেন কোনরূপে দীল্লির সম্রাটের কর্ণগোচর না হইতে পারে। সুতরাং সৈয়দ মুসার পুত্র বর্ত্তমান থাকার সংবাদ সম্রাটের নিকট দিবার জন্তে অনেকে অনেকবার চেষ্টা করিয়া ও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

সম্রাট হইতে সনন্দ লইয়া সৈয়দ মিনা লস্করপুর পরিত্যাগ করিয়া অনধিক ৩ মাইল উত্তরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। মিনার অপর নাম সুলতান ছিল এজন্য মিনার বাসস্থান সুলতানিশি আখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই বিরোধ ক্রমে ৬ বৎসর অতীত হইতে চলিল। এই ৬ বৎসরে যদিও সমস্ত দেশে সৈয়দ মিনা আপন আয়ত্বাধীন করিতে পারিলেন না, তথাপি তিনি নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব রাজকোষে প্রেরণ করিতে ক্রটী করেন নাই। দুঃখের বিষয়, যে এত প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া ও সুখে রাজ্য ভোগ করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। তাঁহার আয়ুস্কর্য্য অস্তাচলে গমন করিল। তিনি ২টি পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ ইনুছ কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ জিক্রিয়া। ইহারা উভয়ই দীল্লিতে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর একবৎসর কাল পূর্ব্বে মাত্র তরপে আসিয়া ছিলেন।

ইহারা আদম হইতে অধিক বয়স্ক ছিলেন। এদিকে সৈয়দ আদম শৈশবে পিতৃ মৃত্যু এবং পিতৃব্যের সহিত ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে

পাবেন নাই। সৈয়দ মিনার পুত্র দ্বয়ের তুলনায় শিক্ষা এবং সভ্যতায় তিনি কোন অংশে তাঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না। অধিকন্তু অশিক্ষিত প্রযুক্ত স্বয়ং দীল্লিতে গিয়া প্রতিবাদ করিতে ও সাহস পাইলেন না।

পূর্ব্বাধিকারী বিশ্বাসঘাতকতা কি উৎকোচ দ্বারা বা যে কোন অসদুপায় অবলম্বন করিয়াই সম্পত্তি উপার্জ্জন করুক না কেন, পররবর্ত্তী উত্তরাধিকারীর মনে সেই সম্পত্তিতে ন্যায্য স্বত্ব বলিয়া বিবেচিত হওয়া প্রায় সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। সৈয়দ মিনা যে উপায়েই দেশের কতক আয়ত্তাধীন করুন না কেন, তাঁহার পুত্রগণ পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুতরাং বিরোধ আর নিবৃত্তি হইল না। ইয়ুছ ও জিক্রিয়া শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত ছিলেন, কিন্তু দেশ শাসন প্রণালী ও রাজকার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। উভয় পক্ষের অধিনায়কই অর্ব্বাচীন। এই সময়ে দেশে প্রকৃত অরাজকতা উপস্থিত হইল। স্থানে স্থানে লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তিতে দেশ অশান্তীময় হইয়া উঠিল। এইরূপ সময়ে অধীনস্থ লোকের স্বার্থ সাধনের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয় তাহা বলা বাহুল্য। কেহই আর দীল্লিতে রাজস্ব প্রদান করিলেন না। কিছুদিন পরে দীল্লি হইতে জনৈক রাজ কর্ম্মচারী কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে তরপে উপনীত হইয়া দেশের এই বিরোধ, অশান্তি, দুরবস্থার কথা অবগত হইলেন। ইয়ুছ ও জিক্রিয়া রাজকর্ম্মচারীর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র নানাবিধ উপঢৌকন সহকারে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া আলাপ ব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিলেন।

সৈয়দ শাং আলম্ রাজকর্ম্মচারীকে বিপক্ষের সাহায্যকারী মনে করিয়া তাঁহাকে সমধিক আদর সম্ভাষণ করিলেন না। যতই প্রলোভন দেখান যাউক না কেন, যাহাদের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ মাত্র ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে তাঁহারা কোন ক্রমেই ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে পারেন না। যদিচ সৈয়দ ইমুছ ও জিক্রিয়া রাজ কর্ম্মচারীদিগকে প্রচুর পরিমাণে উপঢৌকন ও উৎকোচ দ্বারায় নিতান্ত আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দেশের যথাযথ বিবরণ সম্রাট সমীপে জানাইতে ক্রটি করিলেন না। অধিকন্তু উৎকোচ প্রভৃতির অনুরোধে ইহাও প্রকাশ করিলেন যে সৈয়দ মিনার পুত্রগণ সুশিক্ষিত, কার্য্যদক্ষ এবং দেশের অধিকাংশ লোক তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত। এই সংবাদ অনুসারে সম্রাট উভয় পক্ষকে দীল্লিতে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে উভয় পক্ষই বিচারের জন্য দীল্লিতে উপস্থিত হইলেন। পাছে ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় ইমুছ ও জিক্রিয়া আদমকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু আদম তাঁহাদের ব্যগ্রতায় কর্ণপাত করিলেন না, যথানিয়মে সম্রাট সমক্ষে আবেদন পত্র উপস্থিত করিলেন। জিক্রিয়া ইমুছও বসিয়া রহিলেন না। উভয় পক্ষই পক্ষ সমর্থন আরম্ভ করিলেন। বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। রাজকর্ম্মচারীদের আনন্দের সীমা রহিল না। আশাতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। যদিচ সৈয়দ মিনার দীল্লি পরিত্যাগ করণাবধি অনেক সম্রাটের উদয় বিলয় হইয়াছিল তথাপি তাঁহার পরিচিত বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখন ও রাজ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইমুছ ও জিক্রিয়ার সমবয়স্কদিগের

মধ্যেও অনেকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ছিল; সুতরাং রাজদরবারে ইসুছও জিক্রিয়ার সহায় সম্পদের অভাব রহিল না, আপোস মিমাংসার জন্য তাঁহারা মধ্যস্থ নিযুক্ত হই-লেন; কিন্তু সৈয়দ আদমের সম্বলের মধ্যে কেবল তাঁহার পিতার নাম এবং একমাত্র ন্যায় স্বত্ব।

আপোস মিমাংসায় সৈয়দ মুসার পুত্র নয়আনা অংশ আর সৈয়দ মিনার পুত্রদ্বয় সাতআনা অংশ প্রাপ্ত হইলেন।* ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সেকেন্দরখাঁ লোডির রাজত্ব সময়ে এই বটন কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া ছিল।

সম্রাট্ কর্তৃক সৈয়দ মুসার ও সৈয়দ মিনার পুত্রগণের অংশ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় যদিচ সৈয়দ আদমের মনে কথঞ্চিৎ

* সুলতানীসর কেহ কেহ বলেন, প্রথমতঃ ভ্রাতৃযুগলকে সমান অংশ প্রদত্ত হইয়া ছিল, কিন্তু মিনাপুত্র তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ১ম কর্তৃত্ব (বিয়াছত) গ্রহণার্থে সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। এতদ্দর্শনে সম্রাট্ তাঁহাদিগকে অনুমতি করিলেন, তোমাদের মধ্যে যিনি একটা প্রোথিত লৌহশলাকা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে, তিনিই কিঞ্চিদূণ অংশ ও প্রথম কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইবে, আর যিনি শলাকা লঙ্ঘনে অসমর্থ হইবে, তিনি অধিকাংশ গ্রহণ করিবে, কিন্তু প্রথম কর্তৃত্ব পাইবে না। মিনাপুত্র এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইবা মাত্র সম্রাট তাঁহার অতুল বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিবারণ করি-লেন এবং ভূয়সী প্রসংশা করিয়া ১ম কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। সুতরাং তদবধি মিনাপুত্র।৵০ আনা অংশ ও ১ম কর্তৃত্ব,পক্ষান্তরে মুসাপুত্র ৷৵০ আনা অংশ ও দ্বিতীয় কর্তৃত্বাধিকারী হইলেন।

ক্ষোভের উদয় হইয়া ছিল,[1] কিন্তু ইনুছও জিক্রিয়ার সদ্ব্যবহার পরম্পরায় অতি অল্পকাল মধ্যেই সেই সন্তাপাগ্নি একেবারে প্রশমিত হইয়া আসিল।

বহুদিন একত্র সহবাসে পরস্পরের মধ্যে এক প্রগাঢ় সৌহৃদ্য ভাব সমুৎপন্ন হইল। দেশে আসিলে জন-সাধারণ তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ ভাব দেখিতে পাইল না, প্রত্যুতঃ তাঁহাদের একতা, সৌহৃদ্য এবং সদ্ব্যবহারে কিছুদিনের মধ্যে দেশ শান্তিময় হইয়া উঠিল। ইহার কিছু দিন পরেই সৈয়দ ইনুছ পরলোক গমন করিলেন। ভ্রাতৃ-শোকে জিক্রিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার বাৎসল্য রাখিবার স্থানের অভাব হইলে তাহা যেন সৈয়দ আদমের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইল। ফলতঃ উভয়ের মধ্যে আর প্রভেদ ভাব রহিল না।

জিক্রিয়া অত্যন্ত ধীরপ্রকৃতি, মিষ্টভাষী, বুদ্ধিমান এবং পরোপকারী ছিলেন, মনুষ্যের যদি কোন বশীকরণ শক্তি থাকে তবে এই সমস্ত সদ্‌গুণই সেই অব্যর্থ মহামন্ত্র। এই সমস্ত গুণের দ্বারা পরম শত্রু ও বশ্যতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং দেশের সমস্ত লোক যে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি এ দেশের সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান। জিক্রিয়াও আদম ইহারা উভয়ে একএকটী পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন, জিক্রিয়ার পুত্র সৈয়দ আহম্মদ এবং আদমের পুত্র সৈয়দ মাহাম্মদ কুদ্দুছ এই উভয়ের শাসন কালে ইতিহাসের উল্লেখ যোগ্য কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই,

তথাপি উভয়ের স্বভাবে ঘোরতর বৈষম্য ছিল। সৈয়দ আহ্মদ অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াশক্ত, আর সৈয়দ মাহাম্মদ কুদ্দুছ অত্যন্ত দাম্ভিক এবং উদ্ধত ছিলেন। কুদ্দুছ সৈয়দ মাহাম্মদ আলাউদ্দিন নামে এক পুত্র; আর সৈয়দ আহাম্মদ, সৈয়দ ফতা ও সৈয়দ হেদায়েত উল্লা নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়া ছিলেন। ইহারা পরস্পর পিতৃ স্বভাবের অনেকাংশ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, অপিচ এই সময় পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বানুরূপ সদ্ভাব রক্ষিত হইতে পারিল না।

সৈয়দফতা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুচতুর ছিলেন। সৈয়দ মাহাম্মদ আলাউদ্দিনের সহিত তাঁহার যত বিদ্বেষভাব ও বিরক্তির কারণ ঘটিয়া ছিল, তৎসমস্ত গোপন রাখিয়া, তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন এবং আনুগত্য স্বীকার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সৈয়দ হেদায়েত উল্লাকে পৈতৃক সম্পত্তি এবং কর্ত্তৃত্বভার হইতে বঞ্চিত করাই এইরূপ ব্যবহারের একমাত্র কারণ বলিয়া অনুমিত হয়; সৈয়দ মাহাম্মদ আলাউদ্দিন হেদায়েত উল্লার পক্ষাবলম্বন করিলে তাঁহাকে নৈরাশ করা অতি দুরূহ এবং দুঃসাধ্য হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি আলাউদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ছিলেন। হেদায়েতউল্লা অপরিণত বয়স্ক বালক, তাহাতে আবার সহায়ও সম্পদ বিহীন, সুতরাং সৈয়দ মাহাম্মদ ফতার ষড়যন্ত্রে এবং কৌশলজালে জড়িত হইয়া তাঁহাকে পৈতৃক নিবাসভূমি হইতে বিতাড়িত ও অতি হীনাবস্থায় স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। হেদায়েতউল্লা পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তির

জন্য মহামান্য দীল্লিশ্বর সমীপে অভিযোগ উপস্থিত করেন. তদনুসারে দীল্লিশ্বর কর্ত্তৃক তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তির স্বত্ব সাব্যস্ত হয়। এখন হস্তগত সম্পত্তি হস্তচ্যুত হয় দেখিয়া ফতা আপাততঃ হেদায়েতউল্লার সহিত মিমাংসার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। হেদাযেতউল্লা ফতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইলেও প্রত্যেক বিষয়ে তিনি সৈযদ ফতার অনুমতি প্রাতি-পালন না করিযা থাকিতে পাবিতেন না, বিশেষতঃ হেদাযেতউল্লা অতি শান্ত প্রকৃতিব লোক ছিলেন। সুতবাং বাডাবাড়ি না করিযা সৈযদ ফতাব অনুমত্যনুসাবে আপোসে মিমাংসা করিতে স্বীকৃত হইলেন। আপোসে হেদাযেতউল্লা পৈতৃক সম্পত্তির একতবপ বা একাংশ পাইলেন, কিন্তু হেদাযেতউল্লা এক বাটীতে না থাকিয়া স্বেচ্ছায স্বতন্ত্র বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহাকে জমীদাবীব অংশ দেওযা হইল সত্য বটে, কিন্তু সর্ব্ব-বিষযে কর্ত্তৃত্ব ভাব পূর্ব্ববং সৈযদ ফতাব হস্তগত বহিল।

একতরপের অধিকাবী বলিযা লোকে হেদাযেতেব বংশ-ধব গণকে এখনও "তরপদাব" বলিযা থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সৈয়দ মাহাম্মদ আলাউদ্দিন ও সৈয়দ মহাম্মদ ফত্তা যে সময়ে স্বাধীনভাবে তরপের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে, অর্থাৎ ইহাদের শাসনের শেষভাগেই মোগল কুলতিলক সম্রাট জালালুদ্দিন মহম্মদ আকবর বাদশাহ দীল্লির সিংহাসন অধিকার করিয়া সমস্ত বাঙ্গালা দেশ স্বীয় বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। সৈয়দ মহম্মদ আলাউদ্দিনের পুত্র সৈয়দ মাহাম্মদ হাছন ও সৈয়দ মাহাম্মদ ফত্তার পুত্র সৈয়দ মহম্মদ নাছির দীল্লিশ্বরের সম্পুর্ণ অধিনত্ব স্বীকার করিয়া স্বীয় রাজ্যে সুখে আধিপত্য করেন। এই সময়ে মন্ত্রিপ্রবর তোডর মল্ল (তোদাকল মোলক্) কর্ত্তৃক সমস্ত দেশ পরিমাপ হইয়া রাজস্বের প্রথম তৌজি প্রস্তুত হয়। এই সময়ে কানন গো পদের সৃষ্টি হইয়া রাজস্বের হিসাবাদি কানুন গো দিগের জিম্মা হইতে থাকে। রাঢ়দেশ হইতে পুষ্কর সেন মজুমদার তরপের কানন গো পদে মনোনীত হইয়া এদেশে আগমন করতঃ তুঙ্গেশ্বর গ্রামে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। এই দেশ প্রথম মুসলমান অধিকার সময়ে যে সকল সৈন্য সামন্ত পদ-মর্য্যাদানুসারে ভূমিবৃত্তি ও পুরস্কারাদি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন কি তৎপরে যাহারা বৃত্তি, জায়গির, চাকরান ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন তৎসমুদয় সেই সকল নামানুসারে পরিমিত রূপে অঙ্কিত হইয়া ছিল। তন্মধ্যে যে সমস্ত কর ধার্য্যের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়া ছিল, তাহা স্থিরীকৃত হইয়া সেই সকল কর

নয়আনী সাতআনীর অংশানুসারে সৈয়দ মাহাম্মদ হাছন ও সৈয়দ মাহাম্মদ নাছিরের সরকারে দাখিল হইত। সুলতান সুজা বাঙ্গালার শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়া যে সময়ে রাজস্বের দ্বিতীয় তৌজি প্রস্তুত করেন, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্তই এইরূপ কর আদায়ের ভার সৈয়দবংশের প্রতি ন্যস্ত ছিল। সৈয়দ মাহাম্মদ নাছির ২ পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মাহাম্মদ বাছির নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন; কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মাহাম্মদ আছির ও সৈয়দ মাহাম্মদ হাছনের পুত্র সৈয়দ মাহাম্মদ মুছিম দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন্, উভয়ের মধ্যে আছির অতি দয়ালু ও বিদ্বান্ ছিলেন। ইনি বহুতর দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর * শির্ণি, চেরাগী দান করেন। এই সময়ে সুলতান শুজা কর্ত্তৃক রাজস্বের দ্বিতীয় তৌজি প্রস্তুত হয়।

দাউদ নগর প্রভৃতি ৭টী পরগনা তরপ হইতে খারিজ হইয়া পৃথক্ রূপে রাজস্ব প্রদত্ত হইতে থাকে। আর সৈয়দ মাহাম্মদ মুছিমের নির্দ্দয় ব্যবহারে কতক গুলি ভদ্রলোক অপমানিত ও কতক জন লস্করপুর হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সাত আনী নয় আনীর ভূমি সকল বণ্টন হইয়া চিহ্নিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকে, অধিকাংশ উর্ব্বরা উচ্চস্থান এবং আংশিক রূপে পর্ব্বত নয় আনীতে; পক্ষান্তরে অধিকাংশ নিম্ন স্থান (বিল ঝিল নদীতটস্থ স্থান) প্রায় সমস্ত বাজার পর্ব্বতের ও উর্ব্বরা ভূমির কতকাংশ সাত আনা অংশে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এই

* মাছুলিয়ার রাঁমকৃষ্ণের আখড়া, চাকৈদরের আখড়া, ভাদৈর আখড়া ও কুমুড়ার দেবালয় প্রভৃতি।

বণ্টন কার্য্য এমনই অসম্পূর্ণ হইয়া ছিল যে নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদান করিলে অতি সামান্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকিত কি না সন্দেহ! সুতরাং বৎসর বৎসর রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল, প্রবাদ আছে রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারিয়া উভয় হিস্যার জমিদারেরা কিছু কিছু দিন শ্রীমন্দিরে বাস করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সুধর নিবাসী রঘুনাথ রায় কানন গো সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া মজুমদার খ্যাতি লাভ করেন। তৎকালে রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কার্য্যই কানুনগো দিগের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছিল। এই কালে 'তরপ' চাকলে জাহাঙ্গিরনগর, জিলা লস্কর পুর নামে খ্যাত হয়।

এক সময়ে এই সৈয়দ বংশ এই দেশে এক প্রকার স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। বিচার হউক, অবিচার হউক, ইহারাই তরপের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। সম্রাট আকবরের সময়ে স্বাধীনতার খর্ব্ব হয় এবং স্বেচ্ছা চারীতার পথও অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তখনও সৈয়দ হাছনের প্রতি এদেশের দেওয়ানি কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। রাজস্ব বিভাগের সমস্ত ভার যদিও কানুনগো দিগের প্রতি অর্পিত ছিল, তথাপি তাঁহা দিগকে প্রতি বিষয়েই ইঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইত। সৈয়দ মাহাম্মদ আছির ও সৈয়দ মাহাম্মদ মুহছিনের শেষকালেই সেই ক্ষমতা অনেক শিথিল হইয়া যায়, তাঁহাদের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীগণ সাধারণ 'চৌধুরী' জমিদার খ্যাতিতে পরিগণিত ও বিঘোষিত হন; সৈয়দ মাহাম্মদ মুহছিন ৫ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন, ১। সৈয়দমুছা রজা ২। সৈয়দ মাহাম্মদ রজা ৩। সৈয়দ আনিছ রজা ৪। সৈয়দ

মনওর রজা ৫। সৈয়দ ইয়াছিন রজা। পক্ষান্তরে সৈয়দ মাহাম্মদ আছির ২ পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম সৈযদ মাহাম্মদ নাজিব, কনিষ্ঠের নাম সৈয়দ মাহাম্মদ হাজির। ইহাদের সময়েই নবাব মুরসিদকুলিখাঁ বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মুরসিদাবাদে" রাজধানী সংস্থাপন এবং রাজস্বের তৃতীয় তৌজি প্রস্তুত করেন। এই কালে ভাদেশ্বর নিবাসী (নবাবের শিক্ষক) সাকিব আলীখাঁর * কুমন্ত্রণায় তরপ হইতে পুটীয়া জুবি, ফযজাবাদ প্রভৃতি আরও ৪টী পরগনা খারিজ হইয়া যায়।

মুরসিদ কুলিখাঁর রাজস্ব অত্যাচারে সমস্ত দেশ যেরূপ প্রপীড়িত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস পাঠক গণের অবিদিত নাই। নয় আনীও সাত আনীর অধিকারে যে সমস্ত বদ্ধিষ্ট প্রজা ছিল (যাহাদের নিকট কর আদায় করা সহজ সাধ্য ছিল না) তাহাদের নিকট হইতে পৃথকরূপে কর আদায় করার জন্য প্রার্থনা করিয়া সেই প্রজাদের নামের হিসাব প্রদান করেন। তদনুসারে তাহাদের নামে পৃথক তৌজি হইয়া কর আদায় হইতে থাকে। এই সময়ে সৈয়দ বংশের হস্তে কোন প্রকার আধিপত্যই রহিলনা। কি বিচার বিভাগ কি রাজস্ব বিভাগ কি দেশ রক্ষা সমস্ত

---

* নবাব দরবারে সাকিব আলি খাঁ এই মর্ম্মে একখানি আবেদন পত্র উপস্থিত করিয়া ছিলেন যে "সাতআনী ও নয় আনীর জমীদারেরা ফযজাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছেন। এই মহাল তাঁহাদের হস্তচ্যুত না হইলে অধিবাসীগণের থাকা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে" তদনুসারে ফয়জাবাদ প্রভৃতি পরগণা তরপ হইতে পৃথক্ হয়।

ভারই তাঁহাদের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া গেল। অধুনা তাঁহারা সাধারণ জমিদার শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন। ক্রমে রাজলক্ষ্মী ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়নের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যদিও কেবল জমিদার শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন, তথাপি তাঁহারা যে দেশের অধীশ্বর একথা একবারে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। প্রত্যুত দেশের লোকেও তদ্রূপই জ্ঞান করিত। পরস্পর ভ্রাতৃ বর্গের মধ্যে শান্তি সৌহৃদ্যের বিলোপ হইতে লাগিল। সকলেই আপনাকে একমাত্র প্রভু বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। দেশের মধ্যে ঘোরতর অত্যাচার ও অরাজকতা আরম্ভ হইল। ধন, প্রাণ, ও মান মর্য্যাদা লইয়া দেশে থাকা অনেকের পক্ষেই নিতান্ত কষ্ট সাধ্য হইয়া উঠিল।

নয় আনীতেই অত্যাচারের * আধিক্য ছিল। মনুষ্য হনন তাহাদের নিত্য ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাহারা অনেক লোকের অযথা অপমান করিয়াছেন, আবার অনেককে সময় সময় দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পিরোত্তর খুসবাস জায়গীর *

---

* প্রতিবাসিনী কোন কুলকামিনী মণিমুক্তা গ্রথিত একটী নথ পরিয়া অন্তঃপুরে আসিয়াছিলেন, নয়আনীর বিবি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পরিচারিকা দ্বারা তৎক্ষণাৎ ঐ কামিনীর নাসিকা হইতে উক্ত নথ উন্মোচন করান। এস্থলে ইহা বলাও অত্যুক্তি নহে যে পূর্ব্বকালে উচ্চশ্রেণীর লোক ব্যতিত মধ্যবিৎ লোকের উহা অব্যবহার্য্য ছিল।

* গোপীনাথের আখড়া, বড়চরের আখড়া, বালিয়ারীর জায়গীর এবং আলাপুরের জায়গীর প্রভৃতি; বাহুল্য বিধায় অন্যান্যের বিষয় লিখিত হইল না।

দিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে "সাত আনীর ডেগ, নয় আনীব ডেগ।" সাত আনীর অধিপতি গণ ম্যধ্য অনেকেই বিদ্যাপ্র শীলনে যত্নপরঃ ছিলেন এবং বিদ্বানের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন, সুতরাং দেশ দেশান্তর হইতে অনেক সদ্বৈতিক সদুপদেষ্টা আসিযা তাঁহাদের আশ্রয়চ্ছায়াতলে অবস্থিতি করিতেন।

একদিকে অলসতা, বিলাসিতা, আমোদ প্রমোদে বিভ্রান্ত, অপর দিকে ক্রোধ, বিরোধ ও অত্যাচারে উন্মত্ত ছিলেন। কেহই আব জমাদারীব তত্ত্বানুসন্ধান কবিতেন না। আয ব্যয়েব হিসাব পর্য্যবেক্ষণ করাকে নিতান্ত নীচাশয়তা এবং অপমানজনক কার্য্য মনে করিতেন। এই সংস্কার সংক্রামক রোগের ন্যায হইযা পববর্ত্তীগণেব মধ্যে অধিকতবরূপে প্রবেশ করিয়া ছিল। এইরূপ অবস্থায অধীনস্থ কর্ম্মচারী বর্গের স্বার্থ সাধনেব পথ যে কিরূপ প্রশস্ত এবং প্রমুক্ত হইয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পাবে।

সৈযদ আনিছবজা ও মনওব রজা নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলেন; ইযাছিনবজা কইমরজা নামক ১ পুত্র; মহম্মদ রজা, আহম্মদ রজা, হামিদবজা, হাছনবজা এবং কলিমরজা* নামধেয় ৪ পুত্র; ও মুছারজা সৈযদ মদনরজা ও আলিরজা নামক ২ পুত্র রাখিয়া ইহলোক পবিত্যাগ কবেন। নয়আনীতে ন্যূনাধিক্য

* ইহাদের সময়ে সুবপুব নিবাসী কাজি এনাএতউল্লা মুবসীদাবাদ হইতে ছুরি, কাঁচি, তরবারী, বাক্স এবং যষ্টি প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর সামগ্রী উপহার দিযা পুরস্কার স্বরূপ অনেক ভূমি প্রাপ্ত হন। সময়ে তাহা তাম্রুকরূপে পরিণত হইয়াছে।

রূপে ৭ জন অধিকারী রহিলেন; তন্মধ্যে হামিদরজা ব্যতীত অপর সকলেই পারসী ভাষায় কিছু কিছু বিদ্যালাভ করিয়া ছিলেন। আলীরজার পারসী অক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সাত আনীতে সৈয়দ মহম্মদ হাজির নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক গত হন; আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ মাহাম্মদ নাজির সৈয়দ মহম্মদ বাতির ও সৈয়দ মাহাম্মদ নাতির নামধেয ২ পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। এইরূপ জানা যায, সৈয়দ মাহাম্মদ হাজির নিঃসন্তানাবস্থায় মৃত্যু হওয়ার কিছুদিন অগ্রে নাকি আউসপাড়া নিবাসী তাঁহার জনৈক ভাগিনেয়কে স্বীয় বিষয় ও কর্তৃত্ব ভার প্রদানের একখানি সনন্দ লিখিয়া দিয়া যান। কিন্তু. সৈয়দ মাহাম্মদ নাজিব কৌশল ক্রমে সেই সনন্দ হস্তগত করেন এবং বিষয় হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত কবেন। মুছারজাব মৃত্যুর পব সৈয়দ মাহাম্মদ নাজির বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহাদের সময়ে বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্বেব আবস্ত হয।

এই সময বাঙ্গালার রাজ সিংহাসনে নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ আসীন হয়েন। তিনি সিংহাসনে আসীন হইয়া বর্গির হাঙ্গামা এবং স্থানে স্থানে জমিদারদিগের বিদ্রোহ দমনে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ এই প্রদেশ তখন বাঙ্গালার প্রান্ত সীমায অবস্থিত ছিল। প্রান্ত সীমায় রাজনৈতিক কঠোর শাসন প্রচলিত না করা প্রায় সমস্ত দেশের রাজনীতি মূলেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের দ্বারায় প্রান্তসীমার রক্ষণকার্য্য ও তদ্বিষয়ক সাহায্য হয় তাঁহারা অপেক্ষাকৃত গৌরবান্বিত এবং আদরণীয়; এই কারণে অন-

অন্য যে কোন কারণেই হউক আলীবর্দ্দির খাঁর শাসন সময়ে নয়-আনী ও সাত আনীর জমিদারগণ আপনাদিগকে অনেক পরিমাণে স্বাধীন বলিয়া মনে করিয়া ছিলেন।

স্বাধীনতা এক স্বর্গীয় পদার্থ, ইহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ঘটিলেও রক্ষা এবং ব্যবহার করিতে তেমন অমানুষিক শক্তির আবশ্যক। যাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদের তদুপযোগী কোন গুণই ছিল না, নিজেরাও যেমন অনভিজ্ঞ ছিলেন, তেমন অতি মূর্খ ও স্বার্থপর লোকেরাই তাঁহাদের মন্ত্রী বা পরিচালক ছিল। সুতরাং এই অবস্থায় স্বাধীনতা ব্যবহার যে পশ্বাচারে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়া ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

পুরাতন কাগজ পত্র পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সৈযদ মুছা রজার অন্যতম পুত্র আলীরজার মাতা মোগল জাতীয়া ছিলেন, এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য নহে যে, পূর্ব্বকার তরপীয় সৈয়দগণ (স্বীয় জাতি ছাড়া) মির্জ্জা, মোগল, পাঠান, সেখ প্রভৃতি কুল-প্রসূতা রমণীর পাণিগ্রহণ করিলে সেই শঙ্কর জাতীয় সন্তানগণ সমাজে নিতান্ত ঘৃণনীয় ও অনেক সময়ে পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইত। আলিরজা পৈতৃক বিষয় চাহিলে আহম্মদ রজা ওহামিদরজা তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন।

আলীরজা বিষয় হস্তগত করিতে না পারিয়া অগত্যা রামশ্রী নিবাসী খোন্দকার মুতির রহেমান শরণাপন্ন হইলেন। তৎকালে মহাত্মা মুতির রহেমান পরগণা তরফের রাজকীয় কাচারীতে নবাবের তহশীলদার ছিলেন, তাহার কার্য্যদর্শিতা ও সুচতুরতা সমস্ত তরপে প্রতিধ্বনিত ছিল। মুতির রহেমান আলীরজার বিষযোজার করিয়া দিতে একান্ত যত্নবান হইলেন। তাঁহার উদ্যোগে আলীরজা নবাব সরকার হইতে স্বীয় নামে জমিদারীর সনন্দ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর জমিদারী দখলের যথাবিহিত প্রতীকার হইতে লাগিল। সুতরাং খোন্দকারের প্রতি আহম্মদ রজা ও হামিদ রজার বিজাতীয় ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। তাঁহারা খোন্দকারকে সপুত্র বিনাশ করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। শেষে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া খোন্দকার মুতির রহেমান প্রভৃতিকে আহম্মদরজাও হামিদরজা সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। এই নৃশংস বৃত্তি পরিতৃপ্তি করিতে গিয়া যে তরপ দেশে কতদূর হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ কাজি মহাম্মদ জরিপের মোহরাঙ্কিত ফারসী ফয়সলা ও জবানবন্দীর নকল হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা গেল। সৈযদ রিয়াজর রহেমান বাদী হইয়া মুরসিদাবাদের ফৌজদারী আদালতে সৈয়দ আহম্মদরজা প্রভৃতির প্রতিকূলে এই অভিযোগ উত্থাপন করেন।

“ বৈটকে মান্যবর বিচারক মিষ্টার কম্পুনর, আলীনকি, কাজি মহাম্মদ জরিপ, কাজি হোছেনুদ্দিন, মুফ্‌তী আবুলমুজফর, মৌলবী আবদুল্লা এবং মহাম্মদ আলীমুদ্দিন। তারিখ ১৭ই পৌষ শনিবার ১১৮১ বাঙ্গালা। সাং রামশ্রী পংতরপ নিবাসী সৈয়দ রিয়াজর

রহমান বাদী উক্ত সাকিন নিবাসী সৈয়দ আহম্মদরজা, হামিদ-রজা এবং হারুন রজার বিপক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া প্রকাশ করেন যে, আমার পিতা সৈয়দ মুতির রহেমান, বরকন্দাজান ও চাকরান সঙ্গে লইয়া খাজনা ইরসাল করণার্থে লস্কর পুরের কাচারীতে গিয়া কৃষ্ণচাঁদ শীকদারের সমীপে বসিয়া ছিলেন, এমত সময়ে সৈয়দ আহম্মদরজা, হামিদরজা, হারুনরজা, খাসিয়া রায় বাসিয়া প্রভৃতি অসংখ্য লোক লইয়া চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করতঃ কাচারী আক্রমণ করেন, এবং আমার পিতা ও আমার ভ্রাতা (মুতিররহেমান) সৈয়দ মাহাম্মদ আদহম চৌধুরী, মাহাম্মদ আছগর, মির্জ্জাজুলকরার (জানিবে সৈয়দ মাহাম্মদ নাজির চৌধুরী সাং পংতরপ) ও সুরত সিংহ (জানিবে মাণক বাবু) প্রভৃতি কর্ম্মচারী এবং আমার অধীনস্থ ৩৫জন লোককে প্রাণে বধ করিয়া স্থানীয় কাজি ও শিকদারকে বাড়ী লইয়া গিয়া কয়েদীরূপে নজর বন্দীতে রাখিয়াছেন। অতঃপর আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়া স্থাবর অস্থাবর যে কিছু গৃহ সামগ্রী বা নগদ টাকা কড়ি ছিল সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে"।

আমার উকিল হুজুরে এই অভিযোগ উপস্থিত করেন। প্রধান বিচারক (হুজুর) এই মোকদ্দমার বিচারের ভার মিষ্টার কলুবরের হস্তে সমর্পণ করেন। উক্ত সাহেব প্রতিবাদীগণকে ধৃত এবং সরে জমিন তদন্ত করণার্থ দেলাওরখাঁ সেনাপতি, রামশরণ আমিন্, শিব প্রসাদ গোমস্তা ও সদরের কানুনগোকে মফঃস্বলে প্রেরণ করেন। তাঁহারা তরপে পঁহুছিলে পর হামিদরজা ও হারুন রজা * পলায়নপর হন্, আর সৈয়দ আহম্মদরজা ধৃত হইয়া

---

* লালচাঁদ পর্ব্বতোপরি সুবৃহৎ একটী গড়বন্দী বাড়ী

হুজুরে আনীত হইযাছেন। তদন্তকারীগণ তদন্ত করিয়া সুরত হাল লিখিযা আনিযাছিল। সেনাপতি, আমিন্, গোমস্তা, কানুনগো এবং আমার উকিলকে কলিকাতায় যাইতে আদেশ হওযাতে, তাঁহারা কলিকাতায়, উপস্থিত হন। বড় সাহেব উক্ত মোকদ্দমার বিচার-ভার মহারাজ রাজ বল্লভের প্রতি সমর্পণ করেন। মহারাজা সুরত হাল হুজুরে জ্ঞাপন করেন। ইত্যবসরে মিষ্টার কলুবর সাহেব জাহাঙ্গির নগরে পরিবর্ত্তিত হইলেন। আমার ওযাজিবল্ আরজ মিষ্টার সাহেবের দস্তখত যুক্ত ছিল। উক্ত সাহেব জাহাঙ্গির নগরে গিযা আবার ঘাতক দিগকে তলব দেন। এই সময়ে বিবাদির উকিল কৃষ্ণচাঁদ ও দেবী প্রসাদ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। প্রাগুক্ত সাহেব আবার দেশাওরখাঁ। সেনাপতি ও সারজনকে মফঃস্বলে প্রেরণ করেন। তাঁহারাও মফঃস্বলে আসিযা হামিদরজা ও হাছনরজাকেপান নাই। এক্ষণ প্রার্থনা যে, উল্লিখিত ব্যক্তি দিগকে উপস্থিত করিয়া আমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করেন।

আহম্মদরজা বিবাদী নিম্নোক্ত প্রত্যুত্তর দেন।

"শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আমি যথা সমযে জমীদারী কাচারীতে উপস্থিত হইতে পারি নাই। আমার মধ্যম ভ্রাতা সৈযদ হামিদরজাকে জমিদারী শাসন সংরক্ষণ ও খাজনার বন্দোবস্ত এবং অন্যান্য কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিবার জন্য লস্করপুরের

নির্ম্মিত হইয়াছিল ; সুতরাং পলায়নের কথা সত্য বলিয়া অনুভূত হয়।

জমিদারী কাচারিতে পাঠাইয়া ছিলাম। তৎকালে তাহাব সঙ্গে সাহেব রাম থাসিয়া ও পাঁচ জন লোক (যাহারা সর্ব্বদা তাহাব সঙ্গে থাকিত) ছিল। যখন মদীয়ানুজ, মহর্ষি মাহাম্মদ আলীর দরগার ধাবে পঁহুছিযা একটা কোলাহল শুনিতে পান; নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিযা দেখেন, খোন্দকাব উচাইল, বালিশিবা, সপ্ত- গ্রাম এবং রীচি পবগণা হইতে ৪০০ শত তীবআন্দাজ, বরকন্দাজ ওবায়বাসিযা প্রভৃতি লোক সংগ্রহ কবিযা বাখিযাছেন। অতঃ- পর উক্ত হামিদ রজা কৃষ্ণচাঁদ শিকদাব সহিত নানা বিষযক পবা- মর্শ ও কথোপকথন কবিবাব সময মুতিব বহেমান, হামিদবজাকে লক্ষ্য কবিযা নানা প্রকাব গালি দেন। ক্রমে ক্রমে বিষয গুরুতব হইযা উঠিলে মুতিব বহেমান তস্য পুত্র তুতিব বহেমানকে হামিদ বজার সহিত সংগ্রাম কবিতে আদেশ ও উত্তেজিত কবেন। সুত- বাং তুতিব বহেমান যুদ্ধোন্মত্ত লোক জন লইযা কাচাবীব অভ্যন্তব হইতে বহির্গত হইযা যুদ্ধে অগ্রসব হওতঃ হামিদবজা সাহেব বাম ও বীবখাঁন প্রভৃতিকে আহত কবেন। আমিও আমাব অন্যতর ভ্রাতা সৈযদ হাছনবজা এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ কবিয়া কতকগুলি লোক সমেত কাচাবীতে পঁহুছিযা দেখিলাম তাঁহাবা আহত হইযা পড়িযা বহিযাছেন! খোন্দকাবেব অসংখ্য সৈন্যকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া আমবা প্রাণেব ভযে পলাযনেব চেষ্টা করিলাম, তথাপি তাহারা ক্ষান্ত হইল না। অবিশ্রান্ত তীর ও বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। এই ভীষণ যুদ্ধে সাহেবুদ্দিন খাঁন, লক্ষ্মী- সিংহ, বাকব্ খযেরুদ্দিন খেদমত গাব আহত হয, আব সাহেব রাম, বীরখান ও প্রতাপ সিংহ প্রাণত্যাগ কবে। এমতাবস্থায উভয় পক্ষেই হতাহত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিত বাদি যদি অধিক

প্রমাণ দর্শাইতে পারে তবে আমার দণ্ড বিধান হইতে আপত্তি নাই।

আমি কৃষ্ণচাঁদ শিকদার ও কাজিকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া কয়েদ রাখি নাই। বরং কৃষ্ণচাঁদ শিকদার, মুতির রহেমার বায়রবাসিয়া কর্তৃক আহত হইয়া আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, কাজি এই গোলযোগের সময় তথা হইতে দীঘড়ার মাহাম্মদ আছগরের হাবিলীতে গিয়াছিলেন। আমি বাদীর বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া বাদির কোন সম্পত্তি আত্মসাৎ করি নাই। বাড়ীর ভৃত্যই বাদির গৃহস্থ নানা সামগ্রী অপহরণ করিতেছিল। মুতির রহেমানের বাড়ীতে আমার জমীদারীর যে সমস্ত কাগজ পত্র ছিল, ক্রোধভরে পাছে সে ঐ কাগজাত তছরূপ করে, এই ভাবিয়া উক্ত কাগজাত পুনরুদ্ধার করিতে তাহার বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া ছিলাম। আমার লোক তথায় গিয়া দেখিল, খোন্দকারের ভৃত্যগণ সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ করিতেছে। এরূপ সময়ে আমার প্রেরিত ভৃত্যগণ তাহাদের নিকট হইতে ঐ সকল দ্রব্য কাড়িয়া লইয়া যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছিল। খোন্দকারের বিধবা বনিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সেই সময়ে সৈয়দ মাহাম্মদ নাজির চৌধুরির পক্ষ হইতে বদন জমাদার নামে এক ব্যক্তি রামশ্রী গিয়াছিল, সে বলিল তোমরা এখন যাও আমি তোমাদের কাগজ লইয়া যাইব, সুতরাং ইহাতে আমার লোক ফিরিয়া আসিল। অনন্তর খোন্দকারের সহধর্ম্মিণী শোভারাম মোহরের ও বাহদ্দিন খেদমত গারের দ্বারা লস্করপুরের হাবিলীতে কাগজ পাঠাইয়া দেন। দেলাওর খাঁ সুবেদার, রামসরণ আমিন, শিবপ্রসাদ গোমস্তা ও সদরের

কানুন গো আমাদিগকে ধৃত করিতে মফঃস্বলে যান নাই। রাম সিংহ সেনাপতি তরপে পঁহুছিবার পূর্ব্বে আমি মিষ্টার লণ্ট সাহেব ও রাজা হিম্মত সিংহের অধীনস্থ ধনসিংহ প্রভৃতির সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়াছি। যে সকল লোক তদন্তকরণার্থে মফঃস্বলে প্রেরিত হইয়াছিল, খোন্দকার তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া ছিলেন এবং আমার চাকরাণদিগকে প্রহার করিয়া অনেক টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমার তহবিলদার আকুতরামকে হত করিয়া আমার হাবিলী খনন করতঃ সমস্ত সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করিয়াছেন।

বিচারকের আদেশ।

বাদানুবাদে সাব্যস্ত হইল যে, ভুতির বহেমার ও মুতির বহেমার হত্যাকার্য্য সত্যই। বাদীর ২ বাবের দাখিলী সাক্ষির জবানবন্দীর নকল সবই শ্রুত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, আর ইছিম নবিসির মধ্যগত ৫জন সাক্ষিকে যে বাদী কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ সাক্ষি বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা হইয়াছে তাহাদিগকে উপস্থিত করার জন্য হাকিমের আদেশ প্রচারিত হইল। কিন্তু বাদী বলিল তাহাদিগকে উপস্থিত করিতে পারিবেনা। পরক্ষণেই জানা গেল যে, সাক্ষীগণ মধ্যে কৃষ্ণচাঁদ শিকদার, রাম চাঁদ, ব্রজকিশোর এবং রাম সিংহ সহরে আসিয়াছেন; তৎক্ষণাৎ আবার আদেশ হইল তাঁহাদিগকে উপস্থিত কর, কিন্তু বাদি বলিল তাহারা আমার বিপক্ষ হইয়াছে। হাকিম বলিলেন তুমি একবার তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ সাক্ষী বলিয়া ইছিম নবিসি

দাখিল করিয়াছ, এখন বল তাহারা তোমার বিপক্ষ? অবশিষ্ট ১ জনকে উপস্থিত করিতে অনুমতি করিলেন তাহাকেও উপস্থিত করিতে পারিল না। অতএব মুসলমান শাস্ত্রের * বিধানানুযায়ী আদেশ হইল যে কেবল শ্রোতা সাক্ষির উপর বিশ্বাস করিয়া কাহারও প্রাণবধ করা যায় না। বিশেষতঃ বিবাদীগণ মুতির রহেমান প্রভৃতিকে স্বহস্তে বধ করার কোনই প্রমাণ নাই। সুতরাং অভিযোগ ডিস্‌মিস্ করা গেল। **

উক্ত মোকদ্দমার সাক্ষীর জবান বন্দীর নকল।

এই মোকদ্দমায় মৌলবী আবদুল রাছিতের সমক্ষে রাম-নারায়ণ মুন্সি কর্ত্তৃক ২৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সাক্ষীগণের নাম যথা—কৃপারাম কাহার, সাংসুখর পরগণে তরফ, তোতারাম কাহার, রাকর চাকর, আবু চাকর, ইত্-

---

* অনাবশ্যক বোধে মুসলমান শাস্ত্রোক্ত বিধিগুলি উদ্ধৃত হইল না।

** ইহা নিঃসংশয়ে অনুমান হয়, বাদী বশীভূত হইয়া বিচারকালীন রামনারায়ণ মুন্সী কর্ত্তৃক গৃহীত সাক্ষীর জবানবন্দীর নকল এবং আগত প্রত্যক্ষ সাক্ষীগণকে উপস্থিত না করিয়া কৃত্রিম সাক্ষীর জবানবন্দীর নকল উপস্থিত করিয়া ছিলেন; নচেৎ এইরূপ সমুদ্র চুরীর কোন কারণই ছিল না। বাদীর সহিত হামিদ রজার কন্যার বিবাহ দান করার অঙ্গিকারই বশীভূতের প্রধান কারণ।

মাবাম পাটুনি, কৃপাল ,পাটুনি ভিকা বেলদার, দুলাল বেলদাব, পঁচা বেলদার, সাকিন লস্করপুর। মাং সফি আখুন্দ, সাকিন পবগণে নছিরুজ্জিযাল জিলা মযমনসিংহ হাল সাকিন তথা, সবফুদ্দিন কাঁড়াবরদাব, সাকিন চাঁদপুব, সফি মাহাম্মদ সাং আসারা, সেখ জাফর সাং বামৈ, ভবানীদেব সববরাহকার নয়-আনী জমিদাবী। সোনাউল্লা লস্কব তালুকদাব, সাং জিকুযা। সীতাবাম পাটুনি, মুতিবাম পাটুনি, মুবিযাবাম পাটুনি আবাল পাটুনি, মঙ্গলা পাটুনি, কাত্তিক পাটুনি, সাকিন ভাঙ্গা; মুতিবাম দেব তহবিলদাব, সাকিন ছিলিম নগব, চাঁদ খাঁ বার্ত্তা-বাহী সাকিন মিজা টোলা, ভিকবত দেব, সাকিন ছিলিমনগব এবং দুলাল পান্দি, সাক্ষীগণেব সঙ্ক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই।

এক দিন সৈযদ হামিদ বজা, সাহেব বায নামক জনৈক খাসিযা চাকবকে সম্বোধন কবিযা বলিলেন, সাহেব বায। আমি যখন লোক জন বিদায কবিযা দেই, তখন খোন্দকাব গুপ্তভাবে পবগণা তরপেব কাচারীতে (লস্কবপুবে) আইসে। শুনা যায অদ্য নাকি খোন্দকাব বহুতর লোক লইযা কাচা-রীতে আসিযাছে, এখন ইহাব কিরূপ প্রতিবিধান কবা কর্ত্তব্য! সাহেব বায নিবেদন কবিল, "ধর্ম্মাবতাব ইহাব জন্য ভাবনা নাই, ঈশ্বব কৃপায ১০।১২ জন লোকই খোন্দকাবেব প্রতি প্রচুব হইবে।"

আহম্মদবজা ও হামিদবজা খোন্দকাব মুতিব বহেমাব প্রাণসংহার করাব মানস করিলেন। মানস কবিযাই তাঁহাদেব অধীনস্থ বর্কন্দাজ, রায় বাসিযা, তীবন্দাজ, অসিধাবী, বন্দুক-ধাবী এবং পুদিয়াল প্রভৃতি দেশীয় বিদেশীয় খাসিযা, আফগান্

ও চাকবাণ * সৈন্যদিগকে সংবাদ দিয়া বলিলেন, তোমরা সশস্ত্র প্রস্তুত থাকিও; আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের ৬ই তারিখ শনিবার অপরাহ্নকালে খোন্দকার ভুতির বহেমা ও মুতির বহেমার সহিত আমাদের যুদ্ধ হইবে।

এদিকে খোন্দকার প্রতি মুহূর্ত্তে আহম্মদ রজা ও হামিদ রজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং চাঁদখাঁ নামক এক ব্যক্তিকে বার্ত্তাবাহক নিযুক্ত করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে চাকবাণ সৈন্য প্রভৃতি আগত হইলে, কছবা হইতে সংবাদ লইয়া একজন ছয়কলগর আসিয়া বলিল যে, পরগণা তরপের খাজনা রওয়ানা করিবার জন্য স্বীয় দলবল সহকারে এই মাত্র খোন্দকার কাছারিতে আসিয়াছেন। ইহা শুনিবা মাত্রই চাকবাণ সৈন্যদিগকে হামিদরজা চৌধুরি সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে সৈন্যগন। আর বিলম্ব সহ্য হয় না। তোমরা এই বেলা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সুসজ্জিত হও, ও পরগণা তরপের কাছারীতে অবিলম্বে গমন কর।"

আহম্মদরজা ও হামিদরজা উভয় ভ্রাতাই সমরনিপুণ, শৌর্য্যবান্ ও সুদক্ষ ছিলেন; সুতরাং তাঁহারাই উক্ত যুদ্ধের সেনাপতিরূপে বরিত হইলেন। আহম্মদরজা ধনুর্ব্বাণ এবং হামিদরজা ২ খানি তরবারি ও একখানি ঢাল স্বহস্তে ধারণ করিয়া প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় সমর ক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন,

---

* বংশাবলী ক্রমে চাকুরি করিবার জন্য যাহাদিগকে ভূমি দান করা যায়, তাহাদিগকে তরপদেশে " চাকবাণ বা নকরাণ বলে।

তদানীন্তন নিয়মানুসারে সবফুদ্দিন কাড়াবরদাব কাডা ধ্বনি * করিযা অগ্রে অগ্রে চলিল। কখন কাড়া ধ্বনি হইতে লাগিল, কখনও বা নিবারিত হইল। যাবৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানে না পহুঁছিযা ছিলেন, তাবৎ কণ্ঠাধ্বনি একরূপ বন্ধ ছিল। মহর্ষি সা মাহামুদ আলীব দবগাব ধাবে আসিযা আবাব কণ্ঠাধ্বনী কবিতে চৌধুবী-গণ আদেশ কবিলেন।

এদিকে খোন্দকাবেব নিযোজিত চাঁদ খাঁ বার্ত্তাবাহক লস্কবপুবেব হাবিলীব দিকে দেখিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই দেখিতে পাইল যে, অসঙ্খ্য লোক লইযা হামিদবজা চৌধুবী আসিতেছেন। অমনি সে কাচাবীতে গিযা খোন্দকাবকে সেই সংবাদ জানাইল এবং বলিল, সাহেব! আপনি কিরূপে নিঃশঙ্ক চিত্তে বসিযা আছেন? শত্রু যে ওদিকে আসিতেছে আপনাব কি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই? খোন্দকাব বলিলেন তাহাদেব সাধ্য কি? যদি বাদসাহী কাচাবীতে আসিযা কোন রূপ উৎপাত কবে, তবে তাহাদিগকে প্রহাব কব। কিছুক্ষণ পবে খোন্দকাবের ভৃত্যগণ বার্ত্তাবাহককে বলিল, কই? শত্রুত আসিতেছে না, তুই মিথ্যা কথা বলিতেছিস্। সে পুনবায দেখিতে গেল, গিযা দেখে হামিদবজা সসৈন্যে কাগজিটোলা পর্য্যন্ত আসিযাছেন। এ কথা সে খোন্দকাবেব কর্ণগোচর কবিল। তখনও তাঁহাব চৈতন্যোদয হইল না।

তৃতীযবাব আবার দেখে, শত্রুগণ বন্দব অতিক্রম কবিয়াছেন। এই আতঙ্কজনক সংবাদ খোন্দকাবেব কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি নিতান্ত হতাস হইযা পডিলেন এবং পলাযনেব উপায

* যুদ্ধ কালীন বাদ্য যন্ত্র।

চিন্তা করিতে লাগিলেন, আব বাজকীয় কর্ম্মচাবীগণ সরকাবী কগজপত্র সামলাইবার জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিল। এই সময খোন্দকাব নিতান্ত নিরুপায় হইযা বলিতে লাগিলেন, "আহম্মদরজা ও হামিদরজা এদেশের কর্ত্তা, রাজ্যে কোনরূপ দোষাবহ কার্য্য ঘটলে পবিণামে রাজ্যপতিকেই ইহা ভোগ কবিতে হয়, এখন তাঁহাবা আমাকে বক্ষা করুণ, নচেৎ আমাব অস্থি ইহাব প্রতিশোধ লইবে!" কিন্তু হায, হায! তখন এ কথা শুনে কে?

সৈযদ হামিদ রজা বণবেশে বিভূষিত হইযা সমবক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সৈন্যগণ পবগণা তবপেব কাচারী বেষ্টন কবিতে লাগিল। এতদ্দৃষ্টে কৃষ্ণচাঁদ শিকদাব (গ্রাম্য হাকিম) একজন লোক দ্বাবা হামিদ বজাকে জ্ঞাপন কবিলেন যে, বাজকীয কাচাবীতে আসিযা কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ কি আফিস আক্রমণ কবা নিতান্ত অনুচিত। প্রত্যুত্তবে হামিদবজা শিকদারকে বলিযা পাঠান, বাজকীয আফিস নষ্ট কবা, কি শান্তি ভঙ্গ কবা অথবা আফিসস্থ কোন কর্ম্মচাবী কিম্বা তোমাকে যন্ত্রণা দেওযা আমাব উদ্দেশ্য নহে। খোন্দকার মুতিব রহেমানকে সমূলে বিনাশ কবিযা তৎকৃতকার্য্যতাব সমুচিত প্রতিফল প্রদান কবাই আমাব একমাত্র অভিপ্রায। তুমি যদি প্রাণরক্ষা করিতে অভিলাষ কব, তবে অগোণে কাচারী হইতে বহিষ্কৃত হও; নচেৎ তুমিও তাহাদেব সহিত শমন ভবনে প্রেরিত হইবে।

আহম্মদ রজা ও হামিদরজা সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কাচারীব সিংহ দ্বাবে সমুপস্থিত হইলে খোন্দকারের ; গ্রাম বাসিয়াগণ

তাহাদের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিল। ইহাদের প্রতিরোধ উপেক্ষা করিয়া সৈন্যশ্রেণী হইতে বাকর মাহাম্মদ ওছবরউল্লা নামক ২ ব্যক্তি কার্য্যালয়ের পশ্চিমদিকে গমন করিয়া বন্দুকের গুলি ছুড়িতে লাগিল। ইহাতে খোন্দকারের প্রধান রায়বাসিয়া আহত হইল, এতদ্দৃষ্টে অন্যান্য সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, পরে কতকজন বরকন্দাজ সিংহ দ্বার অতিক্রম করিয়া বন্দুকের গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন খোন্দকারের অবশিষ্ট কতকগুলি লোক দণ্ডায়মান হইয়া অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ সহ্য করিতে লাগিল। হামিদরজা চৌধুরী বন্দুকের গুলিতে আহত হইলেন, আর একটা বড় গোলা সাহেব বায় খাসিয়ার গলায় লাগিল। তদ্দর্শনে একান্ত ব্যথিত হইয়া আহম্মদরজা চৌধুরী দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত স্বীয় সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা কাচারীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া খোন্দকার মুতির বহেমা, তুতির বহেমা ও আলিরজাকে শমন ভবনে প্রেরণ কর। আর অমনি অসিধর। অসিধর। বলিয়া সৈন্যগণ বিকট চীৎকারে লস্করপুরের কাচারী * তোলপাড় করিয়া তুলিল। ভবানীদেবের অধীনস্থ কতকজন খাসিয়া ও রায় বাসিয়া সৈন্য আফিসের পূর্ব্ব উত্তর কোণ আক্রমণ করিল, বাকর মাহাম্মদ, লাকু প্রভৃতি রায় বাসিয়া ও জনকত খাসিয়া সৈন্য উত্তর পশ্চিম কোণ ঘেরাও করিল। আহম্মদ রজা চৌধুরী বরকন্দাজ, ধনুর্দ্ধারী ওখাসিয়া সৈন্যগণ সহকারে

---

* তৎকালে লস্করপুরে (পূর্ব্বে যেখানে মুন্সেফী ছিল) নবাবের তহসিল আফিস, সিকদার আফিস, এবং সাতআনী নয় আনীর জমিদারী কাচারী ছিল।

কাচারীর মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া উপর্য্যুপরি শর ও গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। খোন্দকারের সৈন্যগণ গুলি বর্ষণ ও শরাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ইতস্তত: পলায়ন তৎপর হইল। বিষম ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া সাতআনীর নায়েব সেখ গোলাম নবি ও নয় আনির নায়েব সেখ বুরহান উল্লা * স্ব স্ব জমিদারী কাচারী হইতে পলায়ন করিলেন। লাকু নামক ব্যক্তি আদম চৌধুরিকে বায়বাসের আঘাতে যমালয়ে পাঠাইল। আলীরজা এই হৃদয় স্তম্ভন ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কাচারীর পশ্চিম উত্তর দিকের গৃহে নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতে ছিলেন,

* বুরহান উল্লা সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে। আহম্মদ রজা কোনও কার্য্যোপলক্ষে মুরসিদাবাদ গিয়াছিলেন, সেই সময় বুরহানউল্লা আঙ্গটী বরদার হইয়া তৎসঙ্গে গমন করে, যে সময়ে নবাবের নায়েব দেওয়ান গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে ছিলেন, সেই সময়ে আহম্মদরজা তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং তজ্জন্য বারংবার তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে লাগিলেন, এমত সময় বুরহানউল্লা বলিয়া উঠিল সাহেব! দেওয়ান বাহাদুরকে কেন বৃথা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিতে ছেন? তিনি যখন গঙ্গা বক্ষে থাকিয়া বলিতেছেন, তখন সেই কথা কি স্খলন হইতে পারে? নায়েব দেওয়ান একথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং মনে করিলেন এ বেটাত কৌশলে আমাকে দিব্য করাইতেছে, প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ লোকটি কে? পরিচয় দেওয়া হইলে তিনি আহম্মদ রজাকে বুরহান উল্লার উন্নতির জন্য অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে সে নায়েবতী পদে অধিষ্ঠিত হয়।

সেখানে তিনি ২ জন খাসিয়ার হস্তে ধরা পড়িয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন। আর তুতির রহেমান, যিনি নিরস্ত্র ভাবে পলায়ন করিতে ছিলেন, লাকু তাঁহাকে ধরিয়া তরবারীর আঘাতে নিহত করিল। মুতির রহেমান অন্যদিকে পলায়ন করিতে ছিলেন, তাঁহাকে অন্য ২ ব্যক্তি তরবারীর আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিল। আরও কতকগুলি লোক নিহত হইয়াছিল। এই সংগ্রামে হামিদরজা প্রভৃতির পক্ষে স্বয়ং হামিদরজা ও সাহেব রায় আহত ও বিপক্ষ পক্ষে ১৩ জন নিহত ও জন কতক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সরফুদ্দিন কাড়া বরদার সাক্ষীর জবানবন্দীতে উক্ত ঘটনার কিযৎ পরিমাণে (কএক ছত্র) মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। নচেৎ অন্যান্য বিষয় প্রায় অবিকল একইরূপ।

"হামিদ রজা যুদ্ধ সজ্জা করিয়া নবাবী তাম্বুর নিকটবর্ত্তী হইলে বাকর, খএরুদ্দিন এবং সমা গুলি ছুড়িতে লাগিল। গুলি বর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া খোন্দকারের অধিকাংশ লোক সংগ্রামে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অবশিষ্ট ১২ জন লোক অতুল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ সহ্য করিতে লাগিল। খোন্দকার মুতির রহেমান হৃদয় বিদারক ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া শিকদারের কাছে যাইয়া বসিলেন। আহম্মদ রজার লোক শিকদারকে টানিয়া তথা হইতে সরাইয়া দিল। অনন্তর খোন্দকার তক্তাপোষের তলে লুকাইয়া রহিলেন। বাকর খয়েরুদ্দিন তুতির রহেমানকে তরবারীর দ্বারা আঘাত করে। হামিদ রজার অনুমতি ক্রমে সাহেবুদ্দিন খাঁ ও বীরখাঁন আক-

খান্ খোন্দকার মুতির রহেমানকে তরবারীর আঘাতে খণ্ড খণ্ড করে। হত খোন্দকারের উপর আবার হামিদ রজা চৌধুরী তরবারীর আঘাত করেন। আলিরজা চৌধুরীকে বহু অনুসন্ধানের পর পায়খানায় পাইয়া চাকর সৈন্য তাঁহাকে বিনাশ করে। খোন্দকার মুতির রহেমার মৃত দেহকে হামিদরজা গলায় কাপড় বাঁধিয়া টানিতে টানিতে বাড়ী লইয়া যান, আর তদীয় পুত্র তুতির রহেমার শবকে পালকী করিয়া.কৃপারাম কাহার প্রভৃতি লস্করপুরের হাবিলীতে লইয়া গেল। আলীরজা ও আদম চৌধুরী প্রভৃতির শবকে ভারে বোঝাই করিয়া আনা গেল, আহম্মদ রজার অন্দর মহলের উত্তর দিকে (পূর্ব্ব পুষ্করিণীর পাড়ে) আমগাছের তলে ভিকা বেলদার ২টী গর্ত্ত খনন করিয়া ১ গর্ত্তে মুতির রহেমা, আলীরজা ও তুতির রহেমার, অপর গর্ত্তে আদম চৌধুরী ও অন্য দশ জনকে প্রোথিত করিল। আর যে সকল লোক অর্দ্ধ জীবিত কি মুমূর্ষাবস্থাপন্ন ছিল (যথা উদা প্রভৃতি কাফ্রি চাকর) তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইল, পীরজাদীর (আহম্মদরজা ও হামিদরজার মাতা) আদেশানুরে মাহাম্মদ সফি আখুন্দ কতকগুলি খাদ্য দ্রব্যের উপর ফাতেহা (মন্ত্র) পাঠ করিয়া হতদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন।

এইদিন রাত্রি এক প্রহর থাকিতে চৌধুরীগণ ভবানীদের সরকারকে বলিলেন; তুমি ১২৫ জন লোক সহকারে খোন্দকারের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার যে কিছু অস্থাবর সম্পত্তি আছে, এবং আলী রজার নামানুসারে জমিদারীর যে সনন্দ গৃহিত হইয়াছে তাহা হস্তগত করিয়া আনয়ন কর। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিরাম

সরকারকেও ধরিয়া লইয়া আসিও। ভাঙ্গা নিবাসী ২ জন পাটুনিকেও তাহাদের সহিত নৌকা সমেত যাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সে তথায় গিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বাড়ী লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। এসময় খোন্দকারের অন্তঃপুরে সা লাল সাহেব, হাসিম ঠাকুর এবং মির কিয়ামুদ্দিন বসিয়া রিয়াজব রহেমানকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন। মুতিরাম সরকার সেই সময়ে মাত্র বাড়ী হইতে আসিয়া খোন্দকারের হাবিলীতে এক জন সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার এরূপ দুরবস্থা কেন? সিপাহি বলিল, অদ্য পরগণা তরফের কাচারীতে খোন্দকার প্রভৃতি নিহত হইয়াছেন। আমি খোন্দকারের সহিত আফিসে গিয়াছিলাম। আমাকেও শত্রুগণ বিনাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গির নগরের বড় সাহেবের দোহাই দেওয়াতে আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, পরন্তু আমার সঙ্গিণ, বন্দুক, কুর্ত্তি, পাগড়ি কাড়িয়া লইলেন। আমাকে হামিদ রজার দোহাই দিতে বলিলেন। এই সিপাহী খোন্দকারের বাড়ী রক্ষার্থে নবাবের পক্ষে মতায়ণ ছিল। মুতিরাম দেব রিয়াজব রহেমানকে বলিলেন, বাহিরবাড়ীতে একটী লোকও নাই, অনুমতি করিলে আমি বাহির বাড়ীতে গিয়া থাকিতে পারি। রিয়াজ বলিলেন, তুমি আমার নিকটেই থাক, জানিনা কো সময় আবার কি বিপদ আসিয়া পড়ে। আমি প্রাণে বাঁচিলে তুমিও বাঁচিবে। মুতিরাম সরকার আরও জিজ্ঞাসা করিল, আমার কুঠরীতে যে সমস্ত কৌড়ি, সোণা, রূপা ও বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি এবং বন্ধকি নানাবিধ দ্রব্য আছে তাহা কোথায় সামলাইয়া রাখিব, রিয়াজ বলিলেন, আবশ্যকীয় ও হাল্কা দ্রব্য

সামগ্রীগুলি আনিয়া আমার নিকট রাখ। অতঃপর মুতিরাম সরকার এক বস্তা নিকাশ ও একশত আটানব্বই টাকার একটা তোড়া আনিয়া দিল এবং বলিল আমার সঙ্গে চাকর দিলে আরও জিনিস আনিতে পারিতাম, কিন্তু তখন বৃষ্টি হওয়ায় কেহ উপস্থিত ছিলনা; সুতরাং কাহাকেও দিতে পারিলেন না। সে স্বয়ং ও অনন্তরাম তহবিলদার অবশিষ্ট বহুতর সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার তোড়া ও কাপড়ের গাঠরি লইয়া রাখিবার জন্য এক ঘণ্টাকাল দেউড়িতে আঘাত করিল, কিন্তু কেহই শুনিল না, অগত্যা,নিরুপায়ভাবে বাসায় প্রত্যাগত হইয়া ঐ সকল সামগ্রী সিন্দুকে পুরিয়া নিদ্রা গেল। রাত্রি ১ ঘণ্টা কাল থাকিতে শুনিতে পাইল ভবানীদেব, লাকু প্রভৃতি বায় বাসিয়া ও বরকন্দাজ লইয়া হাবিলী বেষ্টন করিয়াছে। মুতিরাম সরকার গৃহের জানালা দিয়া চাহিয়া দেখে যে, কতকগুলি লোক তাহার গৃহে বায়বাস চালাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে এ বাসায় কে আছ? শীঘ্র গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন কর। অনন্ত রাম দ্বার খুলিয়াই তফাত হইয়া গেল। ক্রমে মুতিরামও বাসা হইতে বাহির হইল। লাকু তাহাকে ধরিয়া তাহার পাগড়ি পটু, গিলাফ, আঙ্গরখাঁ, ভুক্কি, খুক্কি প্রভৃতি পরিধেয় সামগ্রী খুলিয়া লইল। শেষে তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া প্রহার করিতে লাগিল। সে দোহাই দিতে লাগিল, তবু তাহাকে ছাড়িল না। ভবানী দেব আসিয়া লাকুর হাত হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া দেয়। ভবানীদেব মুতিরামের গাইট হইতে একটী স্বর্ণ মুদ্রা ও ১৬ ভরি স্বর্ণ খুলিয়া লইল, আর অন্যান্যেরা লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। সে দোহাই দিয়া বলিল, তোমরা আর অত্যাচার

করিও না। আমি জিনিস পত্রের তালিকা করিয়া দিতেছি কিন্তু কেহ একথায় কর্ণপাত করিলনা। সে সিন্দুকে যে সকল দ্রব্য রাখিয়াছিল সমস্তই আক্রমণকারীগণ হস্তগত করিল, ঐ সময় মৌলবী আমিনুদ্দিনের বাড়ী গিযা ও লুঠপাট করিল। তাহার পর সিংহদ্বার ভগ্ন করিযা খোন্দকারের হাবিলীতে প্রবেশ করতঃ অত্যাচারের পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইল।

আক্রমণ কারীগণ বাহির বাড়ীতে টাকা কড়ি, জিনিসপত্র যত পাইযাছিল, তাহা হস্তগত করিযাও পরিতৃপ্ত হইলনা। লাকু, খোন্দকারের অন্তঃপুরে প্রবেশ করার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমত উপক্রম দেখিযা, সা লাল সাহেব জমিদারীর সনন্দ ও নানাবিধ মূল্যবান জিনিস পরিপূর্ণ একটী সিন্দুক অন্তঃপুরের দেওযালের উপর দিযা পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা এ সকল দ্রব্য লইযা চলিয়া যাও, আর বৃথা উপদ্রব করিও না। তদনুসারে ভবানীদের, বিংবাজ পুদিযাল প্রভৃতি পাঁচজন দেশওয়ালীর হাওযালে মুতিরাম সরকার সহকারে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি দিযা নৌকা বোঝাই করিয়া লস্করপুর পাঠাইযা দিল। আহম্মদ রজা, হামিদরজা মুতিরামকে যাত্রারাম দেশওযালীর হাওয়ালে থাকিতে আদেশ করিলেন। কতক্ষণ পরে মুতিরাম তথায় তাহার ভ্রাতাকে দেখিযা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কেন এখানে আসিযাছ? সে বলিল, গত কল্য আমাদের নিজবাড়ীও লুণ্ঠিত হইযা গিয়াছে। অবশেষে আমি ধৃত হইয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি এখানে পহুঁছিলে সাহেব আমাকে মুক্তি দিযাছেন। মুতিরাম বলিল ভাই! যাহা

অদৃষ্টে ছিল তাহা হইয়াছে। এখন তুমি বাড়ী গিয়া ত্বরায় পরিবার বর্গকে সান্ত্বনা করাও। চৌধুরীর প্যাদাগণ মুত্তিকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহার নিকট ১০০০০৲ টাকা নজর চাওয়া হইল। সে বলিল, আমি আর টাকা কোথায় পাইব। যা ছিল সমস্তই গৃহিত হইয়াছে। কপর্দ্দক সম্বলও বাকি নাই। অবশেষে প্যাদাগণ তাহাকে বলিল, খোন্দকারের গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার কোথায় আছে তুমি তাহার খোজ করিয়া দাও। সে বলিল, আমি তাহার কিছুই জানি না। অবশেষে হামিদ রজার মাতা তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি কথঞ্চিৎ সেলামি দিয়া এখান হইতে প্রস্থান কর, আমার এ যন্ত্রণা সহ্য হইতেছে না। বাবু উদয়সিংহ হইতে কর্জ্জ করিয়া সে ১০০৲ টাকা নজর দিয়া মুক্তিলাভ করে।

চৌধুরীগণ জিকুয়া নিবাসী ছনাউল্লা লস্কর তালুকদারকে ডাকিয়া বলেন, তুমি সাত আনীর জমিদার সৈয়দ মাহাম্মদ নাজির চৌধুরীর সহিত খোন্দকারের বাড়ীতে গিয়া তাহার দুঃখিনী পরিবারকে সান্ত্বনা করিয়া আইস। বলিও, ঈশ্বরের লিপি অভাবনীয় ও অখণ্ডনীয়,যাহা লিখিত ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন আর দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই। অনর্থক মানসিক পীড়ায় পীড়িত হইয়া শরীর ক্ষয় করা মাত্র। তদনুসারে তাঁহারা বামশ্রী গেল।

এতদিন ধরিয়া নয়আনী জমিদারীর অন্তর্গত ।/৭ পাঁচ আনা সাত গণ্ডা অংশে (সৈয়দআলী রজা, আলী ও আহম্মদ রজার আহম্মদ ক্রমে)" আহম্মদআলী" এই দস্তখত প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু আহম্মদ রজা আলী রজাকে

বধ করায় চৌধরাহি (জমিদারী) হইতে কিছুকালের জন্য বিশেষ হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত আহম্মদ রাজার দস্তখত উঠিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিরপরাধী আলি রজার দস্তখতও উঠিয়া গিয়াছিল। সৈয়দ মদন রজাও সৈয়দ কাইম রজা চৌধুরীর গোমস্তা গোলাব রামদেব একথা চাকলে জাহাঙ্গির নগরস্থ মিষ্টার বাটন ওলিয়র বড় সাহেবকে জানান। সেমতে উক্ত সাহেব আলী রজার স্থলে সৈয়দ মদনরজা ও সৈয়দ কাইম রজাকে চৌধুরাহি প্রদান করিয়া একখানি সনন্দ দান করিলেন। অতঃপর আহম্মদ রজার রহিত (পরিত্যক্ত) দস্তখত পুনঃ প্রচলিত হয়। নিম্নে পারসী সনন্দখানির অবিকল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল।* "খাদেম সরাকাজি ইব্রাহিম আলী ও নায়েব আবদুল আলীর মোহরযুক্ত পারসী সনন্দের সহি মহরের নকল।"

সনন্দদাতা মান্যবর মিষ্টার বাটন ওলিয়র সাহেব বড়। চাক্‌লে জাহাঙ্গির নগর। তারিখ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ ৬ই আশ্বিন ইং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দঃ অক্টোবর, দস্তখত মিষ্টার বাটন ওলিয়র বড়।

এতদ্দারা চাকলে জাহাঙ্গির নগরের অন্তর্গত পরগণা তরফ ও পরগণা ও জিলা ময়মনসিংহের চৌধুরীআন্, কানুন গোয়ান তালুকদার আন্, রায়তান্ এবং জিরাতানকে জানান যাইতেছে যে, এতকাল যাবৎ উক্ত পরগণা সকলের ॥/০ আনা অংশের মধ্যগত ।/৭ পাঁচ আনা সাত গণ্ডা অংশে সৈয়দ আহম্মদ আলীর দস্তখত স্বাক্ষরিত হইয়া আসিতেছিল। তন্মধ্যে আহম্মদ

---

* বাহুল্য বিধায় অন্যান্য সনন্দের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলনা।

রজা শক্রতা ক্রমে সৈয়দ আলী রজার প্রাণবধ করিয়া জেলে থাকা প্রযুক্ত চৌধুরাহি হিস্যা হইতে তিনি পরিত্যক্ত হন। এই সময় বিশেষতঃ ১১৯৩ বাঙ্গালায় রাজস্ব বন্দোবস্ত কালে সৈয়দ আলী রজাব ভ্রাতা সৈযদ মদনরজা ও সৈয়দ কাইম রজা অনুপস্থিত থাকায অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের নাম হুজুরে প্রকাশিত হয নাই। আহম্মদ রজাব হত্যার সঙ্গে সঙ্গে নিহত আলী রজাব দস্তখত ও বিলুপ্ত হইযা গিযাছে। সম্প্রতি সৈযদ মদন রজা ও সৈযদ কাইম রজাব গোমস্তা গোলাব রামের দরখাস্তে ঠিক জানাগেল যে নিরর্থক চৌধুরাহি হইতে আলী রজাব নাম বিলুপ্ত রহিযাছে। অতএব উচিত বিচারানুযাযী হুজুর হইতে সৈযদ আহম্মদ আলীর স্থলে সৈযদ আলী রজাব দস্তখত প্রচলিত হইল; আর সৈয়দ মদনরজাও সৈয়দ কাইম রজাকে চৌধুরাহি পদে অভিষেক করা গেল, এক্ষণে তাঁহাদের উচিত যে তাঁহারা চৌধুরাহি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রায়তান ও জিরাতানকে সবল ভাবে স্বীকৃত রাখিযা এমন ভাবে কার্য্য করিতে থাকেন, যেন তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতা দিন দিন ভূমির উন্নতি, আবাদি ও শ্রীবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতে থাকে এবং তাহারা উপদেশের উপর দৃঢ় থাকেন। উক্ত পরগণা সকলের চৌধুরিযান, কানুন্ গোআন, তালুকদারান্, রাযতান্, জিরাতান্ এবং কর্ম্মচারী বর্গ যেন সৈয়দ মদন রজা ও সৈযদ কাইম রজাকে চৌধুরী পদে প্রতিষ্ঠিত জানিযা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা না করেন, এবং এ বিষয়ে তাকিদ তাকিদ্ জানিয়া সনন্দের নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতে থাকেন।

লর্ড ওযারেণ হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া

ক্রমে এ দেশের সমস্ত কার্য্য করায়ত্ত করিয়া রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। এই সময়ে নয়আনী হিস্যা হইতে উত্তরাধিকারী সূত্রে সৈয়দ এনাএত উল্লা চৌধুরী কতকাংশ প্রাপ্ত হইলেন। অবশিষ্ট হিস্যা রাজস্বের তৌজিতে আহম্মদ আলীর নামে অঙ্কিত হইল, আর সাতআনী হিস্যা সৈয়দ মাহাম্মদ নাজিবের নামে লিখিত হইল।

স্থানীয় অধিবাসী গণ বংশ মর্য্যাদানুসারে কি খরিদা সূত্রে সাতআনী নয়আনী হইতে যে সকল ভূমি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন অনেকেই তাহা পৃথক রূপে তৌজিতে লিখাইয়া ছিলেন, সময়ে তাহা তালুক রূপে পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য কালেক্টর নামধারী ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন তৎকালে তরপ পরগণা ঢাকার কালেক্টরীর অধীন ছিল, ১৮২০৭ টাকা মোট রাজস্ব আদায় হইত।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইংরেজেরা ক্রমে ক্রমে এ দেশের সমস্ত কার্য্য করায়ত্ব করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজস্বের বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই দশশালা বন্দোবস্ত করিয়া এদেশে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তৎকালে অভিজ্ঞশীল হিন্দুগণ অনেকেই ভবিষ্য দর্শীর ন্যায় আপন আপন স্বার্থ রক্ষার যত্ন-পর হইয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, তাঁহারা এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হন নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারী সর্ব্বাগ্রে নয়আনীর জমিদারের নিকট জমিদারীর কাগজ চাহিয়া পাঠান কিন্তু বন্দোবস্ত করাতো দূরের কথা, বরং কর্ম্মচারীর শিরচ্ছেদ করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন; ভাবিলেন, ইংরেজ কর্ম্মচারী প্রবঞ্চনা ক্রমে কাগজ দেখিয়া জমিদারী খাস করিবেক। বলা বাহুল্য, সৈয়দ আদমের সময় হইতে, নয়আনীর কোন কোন জমিদার বিদ্যাশিক্ষায় যত্নপর হন নাই। অপিচ মূর্খতার ভয়ে কোন স্থানে যাইতে সাহস করিতেন না। অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য উপস্থিত হইলে কখন কখন মুরসিদাবাদে কিম্বা ঢাকায় যাইতেন। ভূমি বিক্রয় করা একমাত্র ব্যবসায় ছিল। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা যাহাতে সম্মানারূঢ় না হইতে পারে, তাহার প্রতি নিবৃত্তের চেষ্টায় থাকিতেন। মোসাহেব ভদ্র লোক এবং বিদ্বানগণ তাঁহাদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দূর

দেশান্তরে গমন করিয়া ছিলেন। এই সকল মহা পুরুষেরা সংগ্রামে নৈপুণ্য প্রদর্শনকে অত্যুৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। শুনাযায়, সন্তাসিব (সাড়াস) দ্বারা কলিম রজার পৃষ্টের চর্ম্ম তোলা যাইত না। হামিদ রজা তীব দ্বাবা এক সঙ্গে ১৭ খানি খননাস্ত্র বিদ্ধ করিতেন। রাজ কর্ম্মচাবিদেব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌবব বৃদ্ধির বড় একটা চেষ্টা ছিলনা। বিদেশীয়দের সহিত সংস্রব কি সম্বন্ধ কবাকে গর্হিত কার্য্য বলিযা মনে করিতেন। কাহারও প্রতি একটুকু অপবাধ দৃষ্ট হইলে সহসা তাহার প্রাণ বধ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ন হইতেন না। সাত আনীর জমীদার-দিগেব সহিত যদিও প্রকাশ্যে সুহৃদভাব লক্ষিত হইত, কিন্তু আন্তরিক মনোমালিন্য তিবোহিত হইতনা, ববং অনেক সময তাঁহাদিগকে বিনাশ কবাব সুযোগ অন্বেষণ কবিতেন। সাত আনীব কর্ম্মচাবীগণ, নয আনীব কর্ম্মচারীর ন্যায, 'দিন যাউক বাত্রি আসুক,' ইহা ভাবিতেন না। প্রকৃতঃ তাঁহারা প্রভুভক্ত ছিলেন। সাত আনীব জমিদারেবা বিদেশীয দিগের সহিত সংস্রব কি সম্বন্ধ কবাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহারা বাজ-কর্ম্মচারীদেব সহিত আত্মীযতা এবং বান্ধবতা স্থাপন করিযা সম্মানার্জ্জন কবিয়া গিযাছেন, সাত আনীব জমিদারগণ নয আনীর ন্যায নিঃস্বার্থবান ছিলেননা। প্রকাশ্যে তাঁহাদের প্রচুব দানশীলতা লক্ষিত হইলেও অভ্যন্তরে স্বার্থেব ভাব বিশেষরূপে নিহিত ছিল তাঁহারা একগুণ দান করিয়া তিন গুণ লাভাধিকাবী হইতেন। যশঃলাভের ইচ্ছা তাঁহাদের মধ্যে সংক্রামক রোগের ন্যায প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কথিত আছে, এক সওদাগবের তোষামোদে ভুলিয়া হাজাব টাকার সূঁচ ক্রয়করনান্তব নদীতে

নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। নিকটবর্ত্তী অধিবাসী গণ যাহাতে স্বমতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবণ করিতে নাপারে তাহার চেষ্টায় সতত যত্নশীল ছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিযোজিত কর্ম্মচারী নয়আনীর জমিদার দিগের অজ্ঞান ভাব প্রদর্শনে কুপিত হইয়া আপাততঃ সাতআনীর কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দিলেন। তাঁহারা যথা নিয়মে কাগজপত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজকর্ম্মচারী দিগের অভিপ্রায়ানুসারে নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। সাতআনীর সর্ব্বাদৌ ১ নং তাং সৈয়দ মাংনাজির চৌধুরির সৃষ্টি হইল। এতদ্ব্যতীত এই মহাত্মার নামে ১০৫০ নং নামক আরও একটী তালুকের উৎপত্তি হয়। কালে কালে আরোও কতকগুলি মহালের সৃষ্টি হইয়াছিল।

সাতআনীর জমিদার দিগকে প্রখরতার সহিত ১ নং তালুক সংগঠিত করতঃ প্রকৃত ভূস্বামিত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া, নয়আনীর কর্ত্তৃপক্ষ গণের বিষম ভ্রম বিদূরিত হইল, তাঁহারা গভীর নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এখন বন্দোবস্ত না করিলে চিরকালের নিমিত্ত জমিদারী হইতে নিঃস্বত্ববান্ হইয়া যাইতে হয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কাগজপত্র লইয়া রাজকর্ম্মচারী সমীপে গমন করিলেন, এবং পূর্ব্ব কৃত ভ্রম স্বীকার করিলেন। নয়আনী মহালে ২ নং তালুক সৈয়দ আহম্মদ আলী চৌধুরির আবির্ভাব হইল। এতদ্ব্যতিত এই সময়ে তালুক দাইম রজা, ইছা রজা এবং আহম্মদ মদন নামধেয় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল মহালে রাজকর বড় অধিক ধার্য্য হইল।

এই সময়ে সৈয়দ এনায়েত উল্লা নামক নয়আনীর একজন উত্তরাধিকারী ৩ নং তাং সৈয়দ এনায়েত উল্লা চৌধুরি নামে একটী স্বতন্ত্র মহালের সৃজন করেন। তদনন্তর তুঙ্গেশ্বর, জয়পুর ও সুখরের মজুমদারেরা স্ব স্ব জায়গীর প্রভৃতি ভূমিতে ৩টী নম্বরের আবিষ্কার করেন। যথা; ৪ নং তাং রামেশ্বর সেন, ৫নং তাং হরিহর মজুমদার এবং ৬ নং তাং গঙ্গা গোবিন্দ মজুমদার। ক্রেতা ও দেবোত্তর এবং জায়গীর প্রাপকেরা আপন ক্রীত ও দত্ত ভূমিতে একাদিক্রমে ১৩০০ শত নম্বরের উৎপত্তি করিয়া কালে তাঁহারা ও ভূস্বামিত্ব পদে আরোহণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সৈয়দগণ এতদূর অলস ও অকর্ম্মণ্য এবং অসতর্ক হইয়াছিলেন যে, অধীনস্থ তালুকদার, মণ্ডলান এবং সঙ্গতিপন্ন প্রজারা ও নম্বরের অধিপতি হইয়া উঠিয়াছিল। কর্ণওয়ালিশের বন্দোবস্ত কালে শুধু তরপ পরগণায় (নিষ্কর খুসবাস প্রভৃতি ব্যতিরেকে) রাজস্ব মং ৪৪০০০৲ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে সৈয়দেরা হীন পদস্থ ও নির্জ্জীব জড় পদার্থবৎ অসার হইতে চলিলেন। ইতিপূর্ব্বে তরপের শাসন ভার ও আধিপত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া সাধারণ “চৌধুরি জমিদার” নামে অভিহিত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে আবার লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজস্ব বন্দোবস্ত কালে তালুকদার নামে খ্যাতাপন্ন হইলেন। বংশাবলী ক্রমে খণ্ড খণ্ড ভূমি বিক্রি ও উত্তরাধিকারীগণ পৃথক্ অংশ বহির্গত করায় (পরগণায় অংশ না থাকাতে) তাঁহারা জমিদার শ্রেণীভূক্ত হইতে পারিলেননা। সুতরাং নম্বরে তালুক, শব্দ ব্যবহৃত হইল। পূর্ব্বাবধি বুঝিয়া চলিলে এরূপ হীনাবস্থা

না হইয়া বরং সসম্ভ্রমে কাল কাটাইতে পারিতেন। বলিতে কি, এই সময়াবধি সৈয়দ দিগের প্রকৃত পক্ষে অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

দশশালা বন্দোবস্তের পরও কিছুদিন তাঁহারা পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে একতা কতদিন স্থায়ী হইতে পারে? উভয় হিস্যাতেই ভ্রাতৃ দিগের মধ্যে কলহ এবং বিবাদ বিসম্বাদ উপজাত হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। এই সময় তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ অসদ্ভাব উপস্থিত হইয়াছিল যে, একজন কোন কার্য্যে অনুমতি প্রদান করিলে, অপর জন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপ পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া কত যে অনর্থ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই বিষম ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া ৺রামেশ্বর মজুমদার ও গঙ্গাগোবিন্দ মজুমদার উভয়ে উদ্যোগী হওতঃ নম্বর গুলিকে বিভক্ত করিয়া দিয়া বিবাদ ভঞ্জনের উপায় স্থির করিলেন। ১ নং তালুকে ষষ্ঠাংশে বিভক্ত করা হইল। যথা ১ নং হিঃ সৈয়দ মাহাম্মদ বাতির (২) ১ নং হিং সৈয়দ মাহাম্মদ নাতির প্রভৃতি, এইরূপ ১০৫০ নম্বর ও অষ্টাংশে বণ্টিত হইল। যথা হিস্যে সৈয়দ মাহাম্মদ নাতির (২) হিস্যে সৈয়দ মাং বাতির।

২নং তাল্লুককে ও ষষ্ঠাংশে বিভক্ত করিলেন। ১ নং সৈয়দ মদনরজা * ২ নং হিস্যে কাইম রজা, ৩ নং হিং আহমদ রজা ৪ নং হামিদ রজা ৫নং হিং হাছন রজা, ৬ নংকলিম রজা।

---

* ইহার প্রকৃত নাম মাদন রজা। পারসী ভাষায় মাদন শব্দের অর্থ খনি।

এইরূপ সকলের স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেও পরস্পরের আত্ম কলহ নিবৃত্ত হইল না। বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিশ্বাস উপাধিধারী এক একটি অদ্ভুত জীব ইহাদের মন্ত্রী ছিল। জমিদারীর কাগজ পত্র তাহাদের জেম্মায় থাকিত। ভূম্যধিকারী গণ এতদূর অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিলেন যে, জমিদারীর আয় ব্যয়ের প্রতি একেবারে দৃক্‌পাত করিতেননা। সমস্তই বিশ্বাসদের হস্তগত ছিল। অধিক আর কি বলিব, তাহারা জমিদারীর একরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারেরা জমিদারীর আয় ব্যয় ইত্যাদি পরিদর্শন না করিয়া টাকার জন্য সর্ব্বদাই বিশ্বাসদের প্রতি তাড়না করিতেন। বিশ্বাসগণ ও হাওলাত বরাত কিম্বা কর্জ্জ করিয়া যথা সময়ে প্রভুদিগের মনস্তুষ্টি সাধন করিত। কিন্তু ইহাতে পরিণামে কি ফল দাঁড়াইবে তাহার বিষয় সতর্ক করিত না, সুতরাং এবম্ভুত ঘটনা পরম্পরায় কিছুদিন পরে ষ্টেটের এত ঋণ হইয়া পড়িল যে কোন ক্রমে ভূমি বিক্রি না করিয়া ঋণ পরিশোধের গত্যন্তর রহিলনা। ক্রেতারা উৎকোচ দিয়া ১০০০৲ এক সহস্র টাকা মূল্যের ভূমি সম্পত্তি ৫০০ শত টাকায় ক্রয় করিতে লাগিল। কেবালা দ্বারা এক বিঘা ভূমি বিক্রি করিলে ক্রেতা যদি বলক্রমে আরোও ১০ বিঘা দখল করিয়া লইয়া যাইত, তথাচ তাহার প্রতি দৃষ্টি ছিলনা। রাজস্বের জন্যে ও কখন কখন ভূমি বিক্রয় করিতে হইত। বিশ্বাস দিগের মাসিক বেতন ৪।৫ টাকার অধিক ছিল না, কিন্তু ওদিকে যে তাহারা সহস্র সহস্র টাকা ধ্বংশ করিত তৎপ্রতি কেহ দৃক্‌পাত করিতেন না। এই সময়ে তাহারা নানা প্রকারে আপনাদের স্বার্থসাধন করিয়া লয়। মনিব

গণের আত্ম-কলহ নিবৃত্তির জন্যে চেষ্টা না করিয়া বরং বৃদ্ধির জন্যেই অহরহঃ যত্নপর থাকিত। সমুদয় ষ্টেট এজমালে থাকা কালীন সাধারণ লোকেরা ইহা ক্রয় করিতে সাহস করিতনা। কিন্তু চিহ্নিত বণ্টক হইয়া যাওয়াতে তাহার সুবিধা হইয়া উঠিয়াছিল। মজুমদার মহাশয়গণ অসাধারণ নৈপুণ্য এবং ক্ষমতার সহিত অতি নিরপেক্ষ ভাবে বণ্টন কার্য্য শেষ করিয়া ১২০৭ বাঙ্গালার বাটওয়ারার কাগজ কালেক্টরিতে দাখিল করিলেন। সেই চিহ্নিতানুসারে অংশীদারেরা আপন আপন স্বত্বাধিকার স্থির করিয়া লইলেন। এই বটন কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই যখন যে মৌজার বণ্টন কার্য্য শেষ হইল, তখন সেই মৌজার ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। *

দৈনিক ব্যয়ের জন্য ও ভূমি বিক্রয় ভিন্ন অন্যোপায় অনুসন্ধান করিতেন না। ইহাকেই লভ্য জনক ব্যবসা এবং জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্থির করিয়াছিলেন।

এই রূপ ক্রমে ক্রমে তাঁহারা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আর পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীগণ কেবল মাত্র একটা দীর্ঘ সেলাম এবং হুজুর পদবীর অধিকারী রহিলেন।

মুদিরা উঠানা ও সওদাগরেরা কাপড় দিতে দিতে অধিক

* প্রবাদ আছে কোন এক জমিদার সন্তান ভূমি বিক্রি করিয়া যখন টাকা হস্তগত করিত, তখন অত্যানন্দে বলিত যে পিতা আমাকে কি সুন্দর বক্র নাম লিখা (কেবালার ডানদিকের বিক্রেতার দস্তখত), শিখাইয়া গিয়াছেন যে, যাই নাম সই করি আর অমনি রাশি রাশি টাকা পাই। বস্তুতঃ তরপের জমিদারেরাও তদ্রূপ হইয়া গিয়াছিলেন।

পাওনা হইল, তাহারা টাকার পরিবর্ত্তে ভূমি চাহিলেন। তরপাধিপতিগণ তাহাদেব প্রার্থনা পূর্ণ কবিতে অণুমাত্র ও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহাদেব অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন নানা প্রকার প্রবাদ সাধারণে প্রচলিত রহিযাছে। এক সময বিশ্বাস দিগের মন্ত্রণায শৃগালকেও শীত বস্ত্র প্রদান কবিয়া ছিলেন।

তবপেব উত্তর দিকস্থ ঘুঙ্গিয়াজুরি নামক বিস্তৃত জলাভূমি সাত আনী নয আনীব জমিদারীব অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। একদা ঐ ভূমিতে একটী মৃত দেহ পতিত হওযায পোলিশ তদাবোকে আসিযা ভূম্যধিকাবী গণকে ইহাব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিল; তাঁহাবা ভযাকূল হইয়া ইহাব মালিকী স্বত্বই পবিত্যাগ কবিলেন। অতঃপব মজুদারেবা অগ্রসব হইযা ইহা আপনাদিগেব অধিকাব ভুক্ত বলিয়া স্বীকার কবিলেন। সুতবাং তদবধি অনাযাসে ইহাব অধিকাংশ তাঁহাদেব অধিকাব ভুক্ত হইল।

আবিদ বজা ও ইছা বজা নামে মদন বজার ২ পুত্র থাকেন। তন্মধ্যে সৈযদ ইছা বজা পাবসী ভাষায বড বিদ্বান্ ছিলেন। ইঁহারা অধিক জমিদাবী বিক্রি কবিযা যান্ নাই।

আবিদ রজাব মাতা জবিনা বিবি তাঁহার কাবিনেব প্রাপ্যোপলক্ষে ঢাকাস্থ দেওযান জয় গোবিন্দ বাবুর নিকট ১২০৮ সালে বিস্তর জমিদারী বিক্রয কবেন। অবশিষ্ট আবিদ বজার বিধবা পত্নী বঙ্গিলা বিবিব দ্বিতীয় স্বামি সৈয়দ মাহাম্মদ খাতির কর্ত্তৃক, বিক্রিত হয়। আহম্মদ বজার ১ পুত্র আছদ বজা বর্ত্তমান থাকেন কিন্তু আছদ বজাব সময় এই হিস্যা বেশী বিক্রিত হয নাই। আবার আঁছদ বজার পুত্র সৈয়দ আহম্মদ বজাব সময় হিস্যে আহম্মদ রজার অধিকাংশ বিক্রয় হইতে থাকে। ইনি সর্ব্বদা

গান বাদ্যাদি ইন্দ্রিয় সুখকর ব্যাপারে নিমগ্ন থাকিতেন। ইঁহার সময়ে নায়েব মোহরের (পরস্পর সহোদর) মুনিবের হিতানুষ্ঠান ব্রতে দীক্ষিত হইয়া একজন মুনিবের পক্ষে অপর জন অপকারের দিকে থাকিয়া কৃত্রিম দ্বন্দ্ব করিয়া মুনিবকে সন্তুষ্ট করিত। চরম সীমায় পরস্পর মিলিত হইয়া মুনিবের ধ্বংশই করিত বিক্রয়াবশিষ্ট সম্পত্তি তাঁহার জ্যেষ্ঠা তনয়া এবং খুল্লতাত ভ্রাতা প্রাপ্ত হন। প্রাপ্ত অংশ পৃথক হিস্যা ভুক্ত হইযাছে। তদবশিষ্ট ১২৯৩ বাঙ্গালায় রাজস্ব বাকিতে নিলাম হইয়া গিয়াছে। সাইস্তমির্যা নামে হামিদ রজার ১ পুত্র জীবিত থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তস্য স্ত্রী সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন। ঐ বিধবা স্ত্রী হোছেন রজাকে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কলিম রজা ৩ কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। রাজস্ব বাকিতে কলিম রজা হিস্যা নিলাম হওয়ায় দেওয়ান হরগোবিন্দ রায় ইহা খরিদ করেন *। কলিম রজা জীবমান থাকিতে ও উক্ত হিস্যার কতক বিক্রয় করিয়া গিয়াছিলেন। নইম রজা ও হোছেন রজা নামে হাছন রজার ২ পুত্র থাকেন, হোছেন রজার আহছন রজা নামে ১ পুত্র ছিলেন। ইনি কৃত্রিম স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তুত করণ ও নানা দুরাশায় পতিত হইয়া রাম নারায়ণ সাহা নিকট হিস্সে হামিদ রজার অধিকাংশ

* তিনি সাইস্তাগঞ্জে জমিদারী কাচারী প্রতিষ্ঠিত করেন। এজন্য উক্ত কাচারীকে 'নিলামের কাচারী' বলে। তাঁহার আগমন সময়াবধি এদেশে 'বাবু' উপাধি শুনা যাইতেছে। নচেৎ তৎপূর্ব্বে এদেশীয় কোন লোকের বাবু উপাধি প্রচারিত হয় নাই। সাইস্তামির্যার নামানুসারে সাইস্তাগঞ্জ নামে সেই স্থান অভিধেয় হইয়া আসিতেছে।

বিক্রি করেন। অবশিষ্ট দেনা ডিক্রিতে নিলাম হয়। আরও কতক (নিলামাবশিষ্ট) তস্য মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীবর্গের হস্তগত হয়। নইম রজা পারসী ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। ইনি সৈয়দ মফজ্জল হাছন * নামক এক পুত্র রাখিয়া অনন্ত শয্যায় শয্যাগত হন। ইহার সময় রাজস্ব বাকিতে হিস্যা হাছন রজা নিলাম হয়। ইনি নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হয়েন। এই সময় তিনি পারসী ভাষা শিক্ষার্থে ঢাকা, কলিকাতা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। অবশেষে নরপতি নিবাসী মহানুভব সৈয়দ সাহা ছদরুল হাছন মরহুমের প্রযত্নে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক সময় তিনি আহ্‌ছন রজা মরহুম হইতে ২ নং হিস্যে হামিদ রজা মহাল খরিদ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু ব্রজবল্লভ দেব নামক জনৈক বিশ্বাস কর্ম্মচারী পরামর্শ দিল যে, ভবিষ্যতে কখনই 'জমিদারী,' স্বত্ত্ব থাকিবেক না, প্রত্যুত গবর্ণমেণ্টে খাস হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। লাভের আশায় বৃথা টাকা গুলি অপব্যয় করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। সুতরাং তিনি একার্য্যে ক্ষান্ত হন। যাহা হউক, এই মহাত্মা অতিশয় তেজস্বী প্রকৃতির লোক এবং সুচতুর ও বিদ্বান্ ছিলেন। ইনি ২ পুত্র রাখিয়া ১২৭২ সালে মানবলীলা সংবরণ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম সৈয়দ মজাম্মিল হাছন, কনিষ্ঠের নাম সৈয়দ আবদুল আগফর। কাইম রজার পুত্র সৈয়দ দাইম রজা। কাইম রজা মহালের অধিকাংশ দাইম রজার সময় বিক্রি

---

* ইনি স্বহস্তে রাশি রাশি পারসী পুস্তকের কাপী করিয়া গিয়াছেন। লস্করপুরের অন্যান্য সাহেবানের ও স্বহস্ত লিখিত পারসী কাপী পুস্তক আছে।

হয়। দাইম রজা ৪ পুত্র রাখিয়া ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। যথা; সৈয়দ ছাইম রজা, ইমাম রজা, আজিম রজা ও আব্বাছ রজা। তন্মধ্যে ইমাম রজা ও আজিম রজা অতি অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। পারসী ভাষায় ছাইম রজার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ছাইম রজা সৈয়দ রইছুর রজা ও আব্বাছ রজা, সৈয়দ এবাছুর রজা নামক একৈক পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

সৈয়দ মাং বাতিরের * ৪ পুত্র, তাঁহাদের নাম এই—১। সৈয়দ মাং আতির, ২। সৈয়দ মাং খাতির; ৩। সৈয়দ মাং ছাতির; ও ৪। সৈয়দ মাং বাছির। সৈয়দ মাং নাতিরের ৪ পুত্র; ১। সৈয়দ মাং সাতির, ২। সৈয়দ মাং ওযাতির; ৩ সৈয়দ মাং ছাবির ও ৪। সৈয়দ মাং ছাবিদ। সৈয়দ মাং আতির কোন সন্তান না রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি ইহার মাতামহ সৈয়দ মাং আকবর হইতে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ ১০৫১ নং তালুক প্রাপ্ত হন। সৈয়দ মাং খাতির অতি দয়ালু, দানশীল, এবং সম্বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে হয়বত নগর নিবাসী দেওয়ান খোদানওয়াজ খাঁ। জমিদার নিকট

* সৈয়দ মাং বাতির যে অংশ প্রাপ্ত হন তাহা ছোট হিস্যা আর সৈয়দ মাং নাতির যে অংশ প্রাপ্ত হন তাহা বড় হিস্যা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

† ময়মন সিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সবডিবিসনের অনতি-দূরে হয়বত নগর নামক স্থানে একটী মুসলমান জমিদার অবস্থিতি করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কালীদাস হিন্দুস্থান হইতে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেখানে আগমন করেন।

বিবাহ দিয়াছিলেন। কন্যার মোহরানার মধ্যে হয়বত নগরের অধিকাংশ জমিদারী আবদ্ধ ছিল,কন্যার মৃত্যু হইলে তিনি কাবিন নাম স্বহস্তে দ্বিখণ্ড করিয়া এই অসাধারণ দাবি ত্যাগ করেন। আমোদপ্রসঙ্গে তিনি পোষিত বাঘ বাঘিনীর বিবাহ দিয়া অত্যন্ত ব্যয় বাহুল্য করিতেন। বড় বড় লাল ডেঙ্গি ও রম্য হর্ম্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বর ও ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তস্য কন্যার বিবাহেও অত্যন্ত অপব্যয় করিয়া ছিলেন। এমন কি সেই ঋণ পরিশোধ করিতে গিয়া বিশাল জমিদারীর কিয়দংশ বিক্রয় করিতে হইযাছিল। সৈযদ মাং ছাতির ও আতীর পারসী অক্ষর ও রচনাতে অত্যন্ত উৎকর্ষ সাধন কবিষা গিয়াছেন সরাইলের বিবাহ কালীন মহারাজ ত্রিপুরাধিপতির নিকট সৈয়দ মাং ছাতির বালিশিরা পরগণা বিক্রি করেন। জমিদারী বিক্রি করিয়া নগদ টাকা সঞ্চিত করায় তাঁহার বড় ঔৎসুক্য ছিল। অবশিষ্ট পৈতৃক অধিকাংশ জমিদারীই জীবিত থাকিতে বিক্রি করিয়া যান। ইনি সৈয়দ আবদুল গফুর নামে এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সৈয়দ মাং খাতিরের মৃত্যুর পর ৩ পুত্র বর্ত্তমান থাকেন যথা, সৈয়দ মাং নাজির, সৈযদ মাং নাছির. এবং সৈয়দ মাং জাহেদ। সৈয়দ মাং নাজিরের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে হযবত নগর থাকা কালে অকস্মাৎ ১২৫৭ সালে ১ নং হিং সৈযদ মাং বাতির নিলাম হইয়া যায়। সৈয়দ মাং নাছির অতি সাহসী ও পরোপকারী ছিলেন। অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তি অবলম্বন করিয়া আপন প্রতিভা বলে লোক সমাজে প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ১২৯০ বাঙ্গালার ১০ই চৈত্র এই মহাত্মা পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন সৈয়দ মাং

সাতীর বড় প্রতাপশালী লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে ১ নং হিস্তে সৈয়দ মাং নাতির নিলাম হয়। তিনি আপিল করিয়া পুনঃ নিলাম নিলাম রহিত করেন। সুলতানিসির বড় মসজিদ তাঁহার জননী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈয়দ মাং সাতিরের মৃত্যুর পর ঐ হিস্তা ১২৪০ বঙ্গাব্দে ঢাকায় ডাক্তার লেম্প সাহেবকর্ত্তৃক পুনঃ নিলাম খরিদ হয়। সৈয়দ মাং ওয়াতির উদাসীন ভাব পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি জীবদ্দশাতেই প্রায় সমস্ত জমিদারী বিক্রি করিয়া যান। সৈয়দ মাং ছাবিদ অত্যন্ত প্রচণ্ড প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি স্বীয়প্রচণ্ড প্রতাপে অনেক সম্পত্তি হস্তগত করেন। অধিকন্ত বৈবাহিক সূত্রে ময়মন সিংহ জেলার অন্তর্গত পং জোয়ান সাহির * জমিদারী পান। মাং ছাবিদ নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক গমন করেন। মাং সাতির ২ কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। সৈযদ আবদোছ ছোবহান নামধেয় এক পুত্র রাখিয়া সৈয়দ মাং ওয়াতির মৃত্যু গ্রাসে নিপতিত হন। সৈয়দ আবদুছ ছোবহান মরহুম পারসী ভাষায় বিদ্বান্ ছিলেন। ঢাকায় বিবাহ করিয়া পংদাউদ পুরের জমিদারী প্রাপ্ত হন। ইনি ১নং হিং সৈয়দ মাং বাতিরের কতকাংশ খরিদ করেন। সৈয়দ মাং ছাবির ৪ পুত্র রাখিয়া এ সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

---

* সরাইলপরগণায় ২টী প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদারের জমিদারী ছিল। ১ জন ১৭ কুশা ও ১৪ কুশার অপর জন ৮ কুশার জমিদার বলিয়া অভিহিত হইতেন। উক্ত পরগণার, হরসপুর গ্রামে ১৭ ও ১৪ কুশার জমিদার এবং ৮ কুশার জমিদারের নিজ সরাইল গ্রামে বাসস্থান ছিল। সম্প্রতি সমস্ত কুশাই কাশিম বাজারের রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের হস্তগত হইয়াছে।

১। সৈয়দ আবদুল করিম, ২। আবদুর রহিম, ৩। আবদুল আজিম, এবং ৪। সৈয়দ আবদুল হেলিম ওর্ফে কলাই মিঞা, সৈয়দ মাং নাজির এক পুত্র রাখিয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন। তাহার নাম সৈয়দ মাং সাকির সৈয়দ মাং নাছির ২ পুত্র রাখিয়া মৃত্যু মুখে নিক্ষিপ্ত হন সৈয়দ আবদুছ ছবুরও সৈয়দ আব্দুর রউফ, ইহাদের শৈশব কালেই ১২৯১ বাঙ্গালায় ১০৫১ তাল্লুক সৈয়দ মাং আতির নিলাম হয়। রাজস্ব পরিশোধ লইয়া অংশীদারাণের ঠেলাঠেলিই উক্ত মহাল নিলামের প্রধান কারণ। সৈয়দ আবদুল গফুরের সৈয়দ আবদুলবারি ও সৈয়দ আবদুর রহমান নামে ২ পুত্র বর্ত্তমান আছেন। সৈয়দ আবদুছ ছোবর সৈয়দ আবদুল্লা সৈয়দ আবদুল হেলিম, সৈয়দ আবদুল বারী নামধেয় ৩পুত্র রাখিয়া মানবলীল সংবরণ করেন, সৈয়দ আবদুল্লা সাহেব হযরত নগরের জমিদার তনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া আংশিকরূপে হযরত নগর জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। সৈয়দ আবদুল করিমের লাল মিঞা ও নবাব মিঞা এবং সৈয়দ আবদুল রহিমের সৈয়দ আবদুসুর ও সৈয়দ আবদুছ ছালাম নামক দুই পুত্র বর্ত্তমান আছেন।

বিলাপ।

যে সৈয়দ বংশ এক সময়ে একাধিপত্যের সহিত এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কালচক্রের নিদারুণ আবর্ত্তনে আজ তাঁহাদের স্মৃতি চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। যাঁহাদের প্রদত্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পিরোত্তর, শির্ণি, চাকরানী চেরাগী

খুসবাস দ্বারা শত শত লোক প্রতিপালিত হইয়াছিল, আজ তাঁহারা আত্ম পোষণে ব্যতিব্যস্ত। যাঁহারা দেশ, দেশান্তর হইতে সম্ভ্রান্ত কুল শীল জাত হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোককে আনয়ন করিয়া অতি সমাদরে ও সম্মানের সহিত ভূমি বৃত্তি ইত্যাদি দ্বারা সংস্থাপন করিয়া এই প্রদেশে সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, হায়! আজ তাঁহাদের বংশ সেই ভূমির জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে বিচরণ করিতেছেন। যাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীর হস্তে এদেশীয়দের মানাপমানের ভারন্যস্ত ছিল, হায়! আজ তাঁহাদের বংশ স্বকীয় গৌরব রক্ষায় সক্ষম হইতেছেন না। যাঁহারা এদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, হায়! হায়!! কি অসহিষ্ণুতা। আজ তাঁহারা যৎ সামান্য লোক বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। যাঁহারা অক্লেশে বহু ব্যয় সাধ্য রাশি রাশি পুণ্যস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, হায়! আজ তাঁহারা অতি ক্ষুদ্রতম সদনুষ্ঠানে ও অসমর্থ। বিধাতা তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা। আজ যে রাজরাণী, কাল সে পথের ভিখারিণী।

ষষ্ট অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ে হজরত সা ইছরাইল নামে * যে মুনী শ্রেষ্ঠের কথা লিখিত হইয়াছে, তাঁহার বংশধর গণই নরপতি গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার পুত্র হজরত সা ইলিয়াছ কুদ্‌ছ ছুরুহ। ইনি যোগ ও তপস্যা বলে "কুতব' বলিয়া সাধারণ্যে প্রচারিত হন। তাঁহার ঔরষে ৩ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ১। সাঁ খোন্দকার, ২। মুজলা খোন্দকার, ৩। মিএা খোন্দকার বা ছোট খোন্দকার। তন্মধ্যে মুজলা খোন্দকার ময়মন সিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ সবডিবিজনের অনতিদূরে সিকন্দর নগর গ্রামে এবং ছোট খোন্দকার ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতী খান্দুরা গ্রামে গমন করেন। সিকন্দর নগর ও খান্দুরার সাঁ সাহেব গণ তাঁহাদেরই বংশোদ্ভব। জ্যেষ্ঠপুত্র সাঁ খোন্দকার নরপতিতেই থাকেন। এই বংশেই নরপতির বর্ত্তমান সাঁ সাহেব গণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সাঁ খোন্দকারের

---

* ইনি আরবি ও পারসী এই উভয় ভাষায় অতি বিশারদ ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক গুলি পারসী পুস্তক আছে। তন্মধ্যে মাদনেল ফওয়ায়েদ গ্রন্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হিজরি ৯৪১ শকে (১৫২৪ খৃ অব্দ সম্রাট বাবরের রাজত্ব কালে মাদনেল ফওয়ায়েদ লিখিত হয়। 'মুল্‌কুল উলামা' গ্রন্থকারের অন্যতর উপাধি ছিল। সদরুল হাসন মরহুমের রচিত ও এক খানি উর্দ্দু ব্যাকরণ আছে।

বংশে সৈয়দ সাহা গদা হাছন নামে যে প্রসিদ্ধ প্রতাপান্বিত মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন, তৎকর্ত্তৃক তরপ হইতে পং গদাহাসন নগর বহিষ্কৃত হয়। তিনি সম্রাট্ হইতে বিষ খাইয়া এই পরগণা খারিজ করিয়াছিলেন বলিয়া সচরাচর শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহার বংশে ২টী পরোপকারী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের জন্ম হয়, সৈয়দ সাঁ ছদরুল হাছন মহোদয় (সদর আমিন) এবং সৈয়দ সাহা নজমুল হাছন (কাজি) ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের অনেক কেরামততাব (লীলাখেলা) কাহিনী আছে, কিন্তু তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক দিগের রুচি বহির্ভূত বলিয়া প্রকাশিত হইলনা। ইহারা অতি সম্ভ্রান্ত কুলজাত সৈয়দ। গুরুত্ব, পৌরহিত্ব ইহাদের কার্য্য বটে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে ও ইহারা শিষ্যালয়ে পদার্পণ করেন নাই। এক সময়ে ইহাদের প্রচুর জমিদারী ছিল। লষ আনীর পূর্ব্বতন জমিদারেরা বংশাবলী ক্রমে তাহাদেরই শিষ্য ছিলেন। ইহারা উদার ও শান্ত প্রকৃতির লোক। দশশালা বন্দোবস্ত সময়ে গদাহাসন নগর পরগণায় প্রধানতঃ ৩টী তালুকের সৃষ্টি হইয়া পঞ্চমাংশে বিভক্ত হইয়াছিল। ১নং তালুক সৈয়দ আবুল হাছন, ২নং তাং বদরুল হাছন, ৩নং তালুক সৈয়দ বদরুদ্দিন হাছন। নরপতির অনতিদূরবর্ত্তী মুড়ার বন্দ নামক স্থানে কুতুবের দরগা বর্ত্তমান আছে। এখানে প্রতি বৎসর পুণ্য সঞ্চয় মানসে শত সহস্র পুণ্যাত্মা আগমন করিয়া থাকেন। পৌষমাসে এ স্থানে একটী বার্ষিক মেলা হইয়া থাকে।

তরপের ইতিহাস।

দাউদ নগর।

হজরত বন্দেগী সৈয়দ সাঁ ছয়েফ মিল্লত উদ্দিন মহোদয় দাউদ নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বন্দেগী সাঁ দাউদের নামানুসারে পঃ দাউদ নগর তরফ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। মহর্ষি দাউদের ঔরষে বন্দেগী সৈয়দ সাহা মহিবুল্লা মরহুম নামে এক পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বন্দেগী উপাধির সার্থকতা সম্পাদন করেন। আবার তদ্বংশে জনাব সৈয়দ সাঁ আহম্মদ উল্লা সাহেব জন্মধারণ করতঃ ধর্ম্মশীলতা, বিদ্যাবত্বা, আতিথেয়তা এবং দানশীলতা ইত্যাদি সদ্‌গুণে বিভুষিত হইয়া সাধারণ্যে পূজণীয় হইতেছেন। ইহারাও অতি সম্ভ্রান্ত কুলজাত সৈয়দ। গুরুত্ব, পৌরহিত্ব ইহাদের ব্যবসা। সাতআনীর জমিদারেরা প্রায়ই ইহাদের শিষ্য ছিলেন। ইঁহাদের ও অনেক কেরামতের কাহিনী আছে। এক সময় ইহাদেরও জমিদারী ছিল। ইহারাও ধর্ম্ম-শীল ও তেজস্বী প্রকৃতির লোক। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে দাউদ নগর মহালে ২টী তালুকের উদ্ভব হইয়া ইহা ষষ্ঠাংশে বিভক্ত হইয়াছিল। যথা, ১নং তাং সৈয়দ সাঁ মহিবুল্লা ও ২নং তালুক হাছন আলী দাউদ নগরে বন্দেগী সাহেবের সমাধি কোথায় আছে, তাহার নির্ণয় করা যাইতেছে না। এখানে ১টী পুষ্করিণী ও ১ খানা অতি পুরাতন জীর্ণ খড়ের ঘর বর্ত্তমান আছে, সচরাচর লোকে এই সকলকে বন্দেগীর ঘর ও বন্দেগীর পুকুর বলে। পুষ্করিণীতে কতকগুলি পুরাতন মৎস্য দৃষ্ট হয়। প্রলোভন দেখাইলে মৎস্যগুলি নিকটে আসে, লোকে ইহাদিগকে "পিরের পোষিত মাছ

বলে।" সমাগত শিষ্যেরা মাছগুলিকে খৈ মুড়ি প্রভৃতি খেতে দেয় এবং তাহাতে মৎস্যগুলি জলোপরি ভাসিয়া উঠে।

পইল।

রাজ বিপ্লবোপলক্ষে দীল্লি হইতে সা আমানুদ্দিন নামধেয় জনৈক সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য লোক এদেশে শুভাগমন করেন এবং "পইল" গ্রামে অধিনিবাস সংস্থাপন করেন। জানা যায়, ক্রমে ক্রমে তাঁহার আগমন বার্তা সাত জনের জমিদারের নিকট পঁহুছিলে, তিনি তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও সদ্বংশের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত যত্ন সহকারে কতক পরিমাণ ভূমি বৃত্তি প্রদান করতঃ এই স্থানে তাঁহাকে সংস্থাপিত করেন। ক্রমে তিনি আপন ক্ষমতা ও যোগ্যতা বলে আরোও কতিপয় সম্পত্তি উপার্জন এবং স্থলতা নিশিতে সম্বন্ধ করেন। কালে কালে তরপের সমস্ত অগ্রগণ্য স্থলে তাঁহাদের বংশের বৈবাহিক আদান প্রদান কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। এমন কি, তরপ দেশে এরূপ সম্ভ্রান্ত লোক নাই, যিনি তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। ইহার বংশাবলী ক্রমে পারসী ভাষায় বিদ্বান হইয়া দীল্লির সম্রাট হইতে "বুলবুলে বাঙ্গালা" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি দীল্লিশ্বরের শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন। দশশালা বন্দোবস্ত সময়ে তাঁহাদের মহালে দুই তালুকের সৃষ্টি হয়, যথা, ১০২ নং তাং সাঁ বেজওয়ানউদ্দিন ও ২০৩ নং তাং জয়নুল আবেদীন। গুরুত্ব, পৌরহিত্য

জমিদারী তাঁহাদের ব্যবসা তাঁহাদের পূর্ব্ব বংশের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ ২টী মসজীদ ও এবং প্রদত্ত জায়গীর ও দেবোত্তর ভূমি আছে। তরপের সম্ভ্রান্ত পরিবার চতুষ্টয়ের ন্যায় ইহারাও এদেশের প্রথম শ্রেণীর সম্মানি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহাদের তদুপযোগী জমিদারী এখন আর নাই। অতিরীক্ত ব্যয় নিবন্ধন ভূমি বিক্রয় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব পরিশোধ নাকরা ইহাদের জমিদারী ধ্বংশের একমাত্র কারণ।*

রামশ্রী।

তরপ হইতে মহরি ছিরাজুদ্দিন নামধেয় জনৈক সৈয়দ উচাইল পরগণায় গমন করেন, কিন্তু তরপের কোন্ গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল, তাহার নিরাকরণ করা যায়না। তবে এই মাত্র শুনা যায়, উক্ত পরগণার প্রান্তস্থিত পুড়াহুনার পাহাড়ে লাউয়া গিরের দরগা বলিয়া নাকি তাঁহার একটী মজাহার (দেবালয়) আজিও বর্ত্তমান আছে। যাহা হউক, তিনি তথায় বৈবাহিক সূত্রে জমিদারী হস্তগত করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। কালক্রমে তদ্‌বংশ সম্ভূত মহাত্মা সৈয়দ মুতির রহেমান মরহুম নামে জনৈক কৃতবিদ্য ও যশস্বী লোক নবাবের তহশিলদারী পদ গ্রহণ করিয়া উচাইল হইতে তরপে আগমন করেন। তরপ ও

* ইহাতে কেবল মাত্র পইলের দক্ষিণের বাড়ির ইতিবৃত্ত লিখিত হইল।

অরঙ্গপুর পরগণা তাঁহার তহশিলের অন্তর্গত ছিল। ইনি উক্ত তহশিল থাকা কালে কিয়দ্দিন সাত আনীর জমিদারীর কর্ত্তৃত্ব করেন। তহশিলদারী পাওয়ার পর কর্ত্তৃত্ব ভার পরিত্যাগ করেন। ইনি অতি সুযোগ্য এবং বহুদর্শী ও সাতিশয় বিক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার কার্য্য দক্ষতার কথা তরপের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে আজিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার সময়ে আলী রজার ভ্রাতৃ বিরোধ উপস্থিত হয়। এ সময় তিনি [illegible] অতুল বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা [illegible] অধ্যায়ে যথেষ্ট [illegible] রহিয়াছে। তৎকালিন লস্করপুরের যে প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার আহম্মদ রজা ও হামিদ রজার দুৰ্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দান্ত প্রতাপ [illegible] সাত আনীর জমিদার শশব্যস্ত হইতেন [illegible] নাম শুনিলে প্রান্তস্থিত জুয়ান সাহীর জমিদার ও [illegible] ভীত ও কম্পিত হইতেন। [illegible] অত্যাচারে [illegible] লোকের ধন, প্রাণ মান লইয়া দেশে থাকা কষ্টসাধ্য হইত [illegible] দেশে থাকিয়া সেই প্রবল শত্রুর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া [illegible] সামান্য বীর্য্যবানের কার্য্য নহে, তাহা বেশ [illegible] যায়। [illegible] রহেমান মহোদয়ের ঔরষে ৩ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ১। [illegible] রহেমান, ২। বিয়াজুর রহেমান, ও নিয়াজুর রহেমান বিয়াজুর রহেমান ও [illegible] রহেমান অতিশয় বিদ্বান ছিলেন তন্মধ্যে [illegible] রহেমান পিতার কার্য্যের সহচর ছিলেন। ইনি সপিতা [illegible] কারা পড়েন। জলুস ১০সালের ২০শে সফর [illegible] জুর রহেমান [illegible] পরগণার চৌধুরাই ও অন্যতর ভ্রাতা নিয়াজুর রহেমান কানুনগোই পদ গ্রহণ করেন। অদ্যাপি উভয় পদের সনন্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তত্রত্য শাসনভার এমন কি, প্রাণ দণ্ড [illegible] বিধান পর্য্যন্ত ও তাঁহা-

দের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। মহাত্মা বেয়াজুর রহেমান নবপতি নিবাসী সাঁ। আকবর হাছন মহোদয়ের আনুকূল্যে মুরসিদাবাদ নগরে পিতৃহত্যার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। বিচারের আদ্যোপান্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এজন্য তাহা এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। রিযাজর রহেমান মুরসিদাবাদ থাকা কালে হামিদ রজার কুমারীর সহিত তাঁহার পাণি গ্রহণের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয় এবং বাড়ি আসিলে পর তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। পাছে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, এই ভাবিয়া রিযাজর রহেমানের সাহার্য্যার্থে মহারাজ ত্রিপুরাধিপতি বিবাহ কালে ২ দল সৈন্য প্রদান করেন। আরও ত্রিপুরেশ্বর হইতে ইনি বিশ গ্রামের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রাম প্রাপ্ত হন। ফলতঃ ইনি যে ত্রিপুরেশ্বরের একজন বিশেষ প্রীতি ভাজন ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এতদ্ব্যাতিত খোওয়াই নদীর ঘাটে তাঁহার ৪০ খানা নৌকার শুল্ক রহিতের জন্য মহারাজ অনুমতি দান করিয়াছিলেন। খোন্দকার বংশ বহুদিন পর্য্যন্ত এই অনুগ্রহ ভোগ করেন। নিওযাজর রহেমান, চৌধুরি এনাএতউল্লার দুহিতার পাণি পীড়ন করিয়া ৩ নং তালুক এনাএত উল্লার অধিকাংশ প্রাপ্ত হন। ইহাদের সমুদয় জমিদারী ২ অংশে বিভক্ত হয়। রিযাজর রহেমান যে অংশ প্রাপ্ত হন তাহা বড় হিস্যা ও নিওযাজর রহেমান যে অংশ পান তাহা ছোট হিস্যা নামে কথিত হয়। অদ্যাপিও ছোট হিস্যা বড় হিস্যা নামে সেই অংশদ্বয় চিহ্নিত হইয়া আসিতেছে। রিযাজর রহেমান ৪ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। যথা, ছৈয়দর রহেমা, রজাওর রহেমা, রজওয়ানুর রহেমান ও উমেদর রহেমান। নিয়াজর রহেমানের

কোন সন্তান ছিলনা, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতষ্পুত্র সৈয়দ রজাওর রহেমান সাহেবকে সুশিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ দেখিয়া পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় বিভব সমর্পণ করেন। সুতরাং ইনিই ছোট হিস্যার একাকী মালিক হন। সৈয়দ ছৈয়দর রহেমান অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও যৎপরোনাস্তি উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি ১২ মাস রোজা রক্ষা করিতেন। প্রতিবাসী দিগকে অত্যাচারে প্রপীড়িত করিতেন দাও মিঞা নামে তাঁহার ১ পুত্র জন্মধারণ করিয়াছিলেন। ইনি অতি অল্প বয়সেই তিনি ঢাকা নগরে পাঠাবস্থায় মানবলীলা সংবরণ করেন। এই হইতেই তাঁহার বংশ বিলুপ্ত হয়।

সৈয়দ রজাওর রহেমান মরহুম শৈশব কাল হইতেই অত্যন্ত সুচতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। যখন বানিয়া চঙ্গের মৌলবি উবেদুল হাছন তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল সাহেবের সর্দার মার্টিন সাহেবের পার্শী শিক্ষক ও মির মুন্সি ছিলেন, তখন উক্ত রজাওর রহেমান মহোদয় কলিকাতায় উক্ত মৌলবি সাহেবের সমীপে গমন করতঃ বিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন। পাঠাবস্থায়ই রজাওর রহেমান সাহেব উক্ত মৌলবি সাহেবের পুত্রের সহিত তদীয় কন্যার বিবাহ দানের অঙ্গীকার করেন। মার্টিন সাহেবের অনুরোধ ক্রমে রজাওর রহেমান মহোদয় শ্রীহট্টস্থ নবিগঞ্জ-চৌকির মুন্সেফি [illegible] হন। তিনি অল্প বয়সেই কর্ত্তা শূন্য হইয়া [illegible] বীরত্বের [illegible] ও সাংসারিক উভয় [illegible] তে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দাউদ নগর, দৌলতপুর, [illegible] পুর ষ্টেট পর্য্যবেক্ষণ করার ভার ও তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও

খরুন্তার মুন্সেফি পদ রক্ষা করা সামান্য অধ্যবসায়ের কার্য্য নহে, সুতরাং বাধ্য হইয়া অচিরেই মুন্সেফি পদ পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি মাসের ৪ সপ্তাহ ৪ স্থানে কাটাইতেন। ইনি পিতৃত্যজ্য বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই, মাত্র মাতৃক ৵০ এক আনা অংশ গ্রহণ করেন। সুতরাং একুনে ।৵০ আনা অংশের অধিকারী হন, সৈয়দ রজাওর রহেমান সাহেব সৈয়দ মযজুর রহেমান নামক এক পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মরজুর রহেমান সাহেব সদালাপী ও অমায়িক লোক। রজাওর রহেমান মহোদয় তস্য জ্যেষ্ঠা কন্যাকে মৌলবি উবেদুল হাছন মরহুমের পুত্রের সহিত যে বিবাহ দেন, সেই বিবাহ অত্যন্ত ধূম ধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ফলতঃ সুলতানিসির জমিদার জনাব সৈয়দ মহাম্মদ খাতির সাহেব মরহুমের জ্যেষ্ঠা কন্যার হযরত নগীরের বিবাহ, লস্করপুরের জমিদার তনয়ার ভাগলপুরের বিবাহ এবং নরপতির খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যার জঙ্গল বাড়ির বিবাহ ভিন্ন এতদঞ্চলে উক্ত বিবাহের তুল্য এমত আড়ম্বর ও জাঁক জমকের বিবাহ আর হয় নাই। মযজর রহেমান সাহেবের ঔরষে সৈয়দ ছাজিদুর রহেমান সাহেব প্রসূত হন। ছাজিদুর রহেমান সাহেব সুশিক্ষিত, পরোপকারী ও সর্ব্ব প্রিয় লোক।

এক সময়ে খোন্দকার পরিবার কিরূপ সম্পত্তির অধিপতি ছিলেন নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল

পং উচাইলের মধ্যগত ১ নং তাং সৈয়দ মুতির র ১৭ নং তাং সৈয়দ রিযাজর রহেমান। সমস্ত পরগণার দুই তৃতীয় অংশ, পং বালিশিরা ২ নং তাং সৈয়দ মুতির রহেমান। ৩ নং তাং রেয়াজর রহেমান। সমস্ত পরগণার অর্দ্ধাংশ পং পদাহাছ

নগর ৩০। ৩১ নং তালুক দ্বয়। পং রেয়াজ পুর * ১ নং তাং রিয়াজর রহেমান ও ২ নং তাং নিওয়াজর রহেমান। এবং পং তরপ ২৯ নং তাং সৈয়দ রজাওর রহেমান।

এতদ্ব্যতীত বেজুড়া ও বার্ষে পরগণায় ও তাঁহাদের জমিদারী বিস্তৃত হইয়াছিল, সম্প্রতি সেই সকল সিংহের বিলেত উজির সাহেবের জমিদারী ভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের জমিদারী ধ্বংস হইবার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে এই মাত্র প্রতীতি হয় যে, ফৌজদারী ও দেওয়ানি রাশি রাশি মোকদ্দমা, অপরিমিত ব্যয়, আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য না থাকা এবং সময়োপযোগী ঋণ পরিশোধ না করাই জমিদারী ধ্বংশের প্রধান কারণ।

তরপদার।

সৈয়দ হেদায়েত উল্লা, যিনি নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে উৎপীড়িত হইয়া পৈত্রিক আবাস ভূমি সুলতানিসি হইতে বিতাড়িত হইয়া পার্শ্বান্তরে বাস করিতে ছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ ২ ভাগে বিভক্ত হইয়া সুলতানিসি ও কামার পাড়া গ্রামে বসতি করিতেছেন।

* তরপান্তর্গত রিয়াজ পুর পরগণা ও রিয়াজ নগর খোন্দকার রিয়াজর রহেমানের নামানুসারে, বালিশিরার মধ্যগত মুতিগঞ্জের বাজার মুতির রহেমার নামানুরে. পং রিয়াজ পুরান্তবর্তী সৈয়দপুর মৌজা ছৈয়দর রহেমার নামানুসারে, নেওয়াজপুর নেওয়াজ রহেমার নামানুসারে এবং রজাপুর, রজাওর রহেমার নামানুসারে সংস্থাপিত হয়।

তাঁহারা বংশাবলী ক্রমে আরবি ও পারসী ভাষায় বিদ্বান্ হইয়া মৌলবি পদে অধ্যাসীন হইতেছেন। তরপের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে বেশ জানা যায় যে এদেশে সর্ব্ব প্রথমে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে তাঁহাদের বংশের অন্তঃকরণই অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ আরবি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তরপের অন্যান্য পরিবার অপেক্ষা তাঁহারা যে অগ্রগামী এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেননা। এখনও তাঁহাদের বংশে ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় যাদৃশ অনুশীলন দৃষ্ট হয় অন্যান্য বংশে তাদৃশ দেখা যায় না। ইহারাও ক্রমশঃ জমিদারী বিক্রয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে ১ নং মধ্যগত ৩ হইতে ৪ পর্য্যন্ত ২টী হিস্যা ও ১০৫০ নম্বর তালুকে ৩ হইতে ৪ পর্য্যন্ত ২টী হিস্যা তাঁহাদের অধিকৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিত সৈয়দ হবিবুল্লা ও আতাউল্যার নামানুসারে ৭। ৮ নং নম্বর নামধেয় ২টি সুবৃহৎ তালুক আছে। অধুনা এই বংশে একজন প্রধান মৌলবী সাহেব আছেন। তাঁহার নাম সৈয়দ আওলাদ আলি। ইনি আমাদের শিক্ষক।

নন্দনপুর, তারাপাশা, মসাজান এই গ্রাম ত্রয়ে ৩টী জমিদার থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের বংশ ও ভিটী পর্য্যন্ত বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের বিষয় কিছুই জানা যায় নাই। তবে বোধ হয় ১ নং ও ১০৫০ নম্বরের মধ্যগত মির আলী, বজে আলী এবং মাহাম্মদ জাকীর প্রভৃতি হিস্যা দারানই তাঁহাদের বংশোদ্ভব। ইহা ছাড়া আরও কতক সৈয়দ পাড়া আছে যথা, আউসপাড়া, লাকুড়িপাড়া, বিরাম চরমাজিহাইল, দক্ষিণ নরপতি ইত্যাদি, খোদাবকজলে আগামী

সঙ্কলনে এই সকল বিষয় সংযোজন করিতে বাসনা রহিল, না জানার দরুণ এবারে সেই সকল লিখিত হইলনা।

৩য় দস্তখত; ফরিদপুর।

এই স্থানের কিছুই বিবরণ জানা গেল না। বিশেষতঃ ফরিদপুর জমিদারী অভাবে একরূপ নগণ্য স্থান হইয়া উঠিয়াছে, অধিকন্তু বর্ত্তমান বংশধর গণ অশিক্ষিত ও অপরিচিত।

হিন্দু-বিভাগ।

৪র্থ দস্তখত; তুঙ্গেশ্বর।

প্রাচীনকালে বাঢ়দেশে বৈদ্যবংশ সম্ভূত পুষ্কর ও ভাস্কর নামে ২ ভ্রাতা ছিলেন, কোন কারণে উভয়ের মধ্যে মনান্তর হইয়া পুষ্কর সেন তরপ পরগণার কানুনগো ও শ্রীকর্ণি (হিন্দু সম্প্রদায়স্থ সরদারী) পদদ্বয় লইয়া এদেশে আসেন এবং তুঙ্গেশ্বর গ্রামে বাসস্থান মনোনীত করেন। অতঃপর উত্তরাধিকারী সূত্রে হরগোবিন্দ সেন ঐ পদ প্রাপ্ত হন। এবং মজুমদার আখ্যা লাভ করেন।

ঘটনা ক্রমে উক্ত কানুনগোই কার্য্যের সনন্দ অপহৃত হইলে, হিজরি ১১৩৬ সালের ২৫ শে রবিছ্ছানি সম্রাট্ হইতে পুনরায় উক্ত পদ দ্বয়ের সনন্দ লাভ করিয়া রামেশ্বর সেন মজুমদার পিতার পদে অভিষিক্ত হন। অদ্যাপি তুঙ্গেশ্বরের মহাশয়ের সমীপে সেই সনন্দ ও একটী "পাঞ্জা" বর্ত্তমান আছে। সনন্দ দৃষ্টে উহা দিগকে অত্যুচ্চ বংশ সম্ভূত সম্মানি লোক বলিয়া বেশ প্রতীতি হয়। ক্রমে ইহাদের বংশ ৩ ভাগে

বিভক্ত হইয়া ভুঙ্গেশ্বর, জয়পুর ও আটালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

৫ম দস্তখত, জয়পুর।

না জানা প্রযুক্ত জয়পুরের ইতিবৃত্ত এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

৬ষ্ঠ দস্তখত, সুখর।

সম্রাট্ হুমায়ুনের সময় সুখরের মজুমদার বংশের আদি পুরুষ হেরম্ব রায় রাঢ়দেশ হইতে এদেশে আসেন। আইসা কালীন তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত, আচার্য্য, নট, মালী, ভৃত্য ইত্যাদি আসিয়াছিল। এখনও ঐ সমস্ত লোকের বংশধরেরা বর্ত্তমান আছে। সকলে তাহাদিগকে হেরম্ব-রায়ের সঙ্গীয় বলিয়া থাকে।

হেরম্ব রায় এদেশে আসিয়া বর্ত্তমান সুখর গ্রাম হইতে ৪ মাইল ব্যবধানে সুকরিপাড়া গ্রামে বাস করেন, তথা হইতে সুখর গ্রামে আসেন। কি কারণে হেরম্ব রায় এদেশে আসেন তাহার কোন স্থির বিবরণ জানা যায়না। কেহ কেহ বলেন যে, চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনার্থে আসিয়া প্রত্যাগমন কালে ভ্রমণচ্ছলে এদেশে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন যে, রাজকীয় বিশেষ কোন পদ লইয়া আসিয়াছিলেন। যে কারণেই আসিয়া থাকুন, তাঁহার এতদূর আড়ম্বরের সহিত আগমন দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, হেরম্ব রায় অতি সম্মানার্হ, ক্ষমতা বিশিষ্ট ও তেজস্বিয়ান্ পুরুষ ছিলেন তাঁহার আগমন কালে এদেশেও ব্রাহ্মণ ভদ্র

লোকের বাস ছিল। কিন্তু এদেশীয় দের সঙ্গে তাঁহার ও তৎপরবর্ত্তী বংশধরগণ মধ্যে কাহার কোনও বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল না। ইদানীং তাঁহার বংশধরগণ মধ্যে অনেকে ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন নাই।

হেরম্ব রাযের পুত্র নারাযণ দাস দেব। নারাযণ দাস দেবের ৩ পুত্র; ১। যাদবানন্দ, ২। মাধবানন্দ, ৩। হৃদয়ানন্দ।

যাদবানন্দের ৩ পুত্র; ১। রাঘবানন্দ, ২। নিত্যানন্দ; ৩। মথুরানন্দ। রাঘবানন্দের ১ পুত্র ভবাণী দাস দেব। ভবানী দাস দেবের ৫ পুত্র; ১। রঘুনাথ দেব, ২। শ্রীনাথ দেব ৩। হরিনাথ দেব, ৪। কাশীনাথ দেব; ৫। গোপীনাথ দেব।

রঘুনাথ দেব তরপ পরগণার কানুনগোই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মজুমদারী সনন্দ প্রাপ্ত হন। রঘুনাথ দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন। পং তরপের ৬ নং তালুক গঙ্গাগোবিন্দ দেবের মধ্যগত রঘুনাথ দেবের কানুনগোই কার্য্যের জায়গীর ছিল। তন্নিমিত্ত তাঁহাকে কোন জায়গীর দিতে হইত না।

রঘুনাথ মজুমদার ৫ পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন, সেই পাঁচ পুত্রের নাম এই, ১। রমাবল্লভ; ২। হরবল্লভ, ৩। বাণিবল্লভ; ৪। রামবল্লভ; ৫। রমাদাস। রঘুনাথ মজুমদারের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাবল্লভ মজুমদার পৈতৃক কার্য্যে নিযুক্ত হন ও পিতার প্রাপ্ত জায়গীর কেবল তিনিই ভোগ করিতে থাকেন। রঘুনাথের পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত যে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ছিল, তাহা তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে ন্যূনাধিক্যরূপে বিভাগ হয়।

রমাবল্লভের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবরাম মজুমদার পিতার পদে নিযুক্ত হন, ও তাঁহার মৃত্যুব পর তৎকনিষ্ঠ গঙ্গা-গোবিন্দ ভ্রাতাব স্থলাভিষিক্ত হইয়া পিতৃ সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকেন। গঙ্গাগোবিন্দ অতি শান্ত প্রকৃতিব লোক ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক ক্লেশ সহ্য কবিতে হইযাছিল। খোন্দকার তুতির রহেমা ও মুতিব বহেমা বামসিংহ শিকদারের সহিত একযোগ হইয়া তাঁহাদেব নিকট গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার জাযগীর ও কানুনগোই স্বত্ব বিক্রি কবিয়াছেন বলিযা এক কৃত্রিম কেবালা প্রস্তুত করতঃ গঙ্গা গোবিন্দকে ঐ জাযগীর ভূমি হইতে বেদখল করেন। ঐ ভূমি গঙ্গাগোবিন্দের বাডীব নিকট-বর্ত্তী না থাকায তিনি অশেষ উদ্যোগ কবিযা ও খোন্দকারকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। শেষে অনন্যোপায় হইযা বাজার আশ্রয় নেওয়াই শ্রেযঃ বিবেচনা করিলেন, এবং স্বীয পত্নী রাম প্রিয়াকে বাড়িতে বাখিযা মুরসিদাবাদ প্রস্থান কবি-লেন। তখন আলীবর্দ্দি খাঁ মুবসিদাবাদের বাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রামপ্রিয়া অসাধাবণ বুদ্ধিমতী এবং তেজস্বিনী ছিলেন। গঙ্গা গোবিন্দেব অনুপস্থিতি কালে খোন্দকাব তাঁহার বাসগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী স্থান সকল অধিকাব করাব প্রযাস পাইযা ছিলেন। কিন্তু রামপ্রিয়ার অসীম বুদ্ধি প্রভাবে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ মুবসিদাবাদে অনেক দিন বাস কবিয়াও স্বীয অভীষ্ট সিদ্ধিব উপায়দেখিলেননা অগত্যা দৈব প্রতিকাবের চেষ্টা পাইয়া এক সন্ন্যাসীব আশ্রয গ্রহণ করিলেন। কিছু দিন পবে সন্ন্যাসী তাঁহাকে ডাকিযা বলিলেন, গঙ্গা গোবিন্দ! ভগবতী কালিকা দেবী তোমার প্রতি

প্রসন্না হইযাছেন। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইযাছে। তোমাব জমিদাবী তুমি পাইযাছ। এক্ষণে এই কালী মূর্ত্তি লইযা দেশে যাও এবং বাড়ীতে স্থাপিত করিযা ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা কর। এই বলিযা তাঁহার নিকট যে কালী মূর্ত্তি ছিল তাহা তাঁহাকে প্রদান কবিলেন, যে দিন গঙ্গাগোবিন্দ সেই কালী মূর্ত্তি পাইলেন, সেই দিনই তাঁহাব কার্য্য প্রতুল হইল। সেই কালীমূর্ত্তি এখনও সুখব গ্রামে গঙ্গা গোবিন্দেব বংশধর গণেব বাড়িতে আছেন। গঙ্গা গোবিন্দ কার্য্য প্রতুল করিযা বাড়িতে আসিযাছিলেন, কিন্তু শাবীবিক অসুস্থতা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক নিবন্ধন যথা সমযে জমিদাবী দখলেব প্রতিকাব কবিয়া উঠিতে পাবেন নাই।

অনেক দিন পবে দখলের প্রার্থনা কবাতে নবাবের আজ্ঞানুসারে চাকলে জাহাঙ্গিব নগরের তহশীলদাব মহম্মদ আলীখাঁর প্রেবিত এক সোযাব আসিযা দখল দেওযাইযা যায।

গঙ্গা গোবিন্দ যদিচ রাজকীয সোযার দ্বাবা দখল পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাব জীবন কালে সকল স্থান হস্তগত করিয়া যাইতে পাবেন নাই। কিছু দিন পবেই তাঁহাব মৃত্যু হয। অধিকাংশ ভূমিই তাঁহার পত্নী রাম প্রিযাব বুদ্ধি কৌশলে দখল হইযাছিল।

গঙ্গা গোবিন্দ ঐ ভূমির দ্বাবা পং তবপেব ৬ নং তাং গঙ্গা গোবিন্দ দেবের সৃজন হয়। জাযগিব ব্যতিত আর আর যে যে সমস্ত ভূমি ছিল, তদ্দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মহালের সৃষ্টি হয়।

গঙ্গা গোবিন্দ মজুমদাব তাঁহার পত্নী রাম প্রিয়া ও নাবালিকা পুত্র দ্বয কৃষ্ণ গোবিন্দ মজুমদাব ও রাম গোবিন্দ মজুদারকে বর্ত্তমান রাখিয়া (ইংবেজ রাজত্বের প্রথম সময) মানবলীলা সংবরণ

করেন। কৃষ্ণ গোবিন্দ মজুমদার ও রাম গোবিন্দ মজুমদার কানুন গোর পুত্র বলিয়া ঐ পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তখন কোন জায়গীর ছিলনা। ঐ কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট রসুম পাওয়া যাইত ও সরঞ্জামি খরচ বলিয়া সরকার হইতে মং ৫৮।/৬৮ শিক্কা পাওয়া যাইত। কিছুদিন পরে ঐ কার্য্য রহিত হইয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে "পাটওয়ারি" পদের স্বজন হয়। ইহাতেও পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট রসুম ও সরঞ্জামি খরচ পাওয়া যাইত। কৃষ্ণ গোবিন্দ মজুমদারের পুত্র গোপাল কৃষ্ণ মজুমদার ও রাম গোবিন্দ মজুমদার ও তাঁহার পুত্র গণ মধ্যে সকলেই কিছু কিছু দিন ঐ কার্য্য করিয়াছেন। বাঙ্গালা ১২৫৯ সালের ৬ই শ্রাবণ রাম গোবিন্দ মজুমদার ৩ পুত্র নবকৃষ্ণ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার ও কমলকৃষ্ণ মজুমদারকে বর্ত্তমান রাখিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন।

পূর্ব্বকার কানুন গোই কার্য্য অতি সম্মানার্হ ছিল। রাজ নৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সকল বিষয়েই কনুনগোর আধিপত্য ছিল।

তুঙ্গেশ্বর, জয়পুর ও সুখরের মজুমদার বংশীয় কানুনগো-দিগকে লোকে "মহাশয়" বলিত, এবং ঐ সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদের বংশধরগণকে ঐ নামে ও তাঁহাদের বসত বাড়িকে "মহাশয়ের বাড়ি" বলে।

আমরা সম্প্রতি এই স্থানেই তরপের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের উপসংহার করিলাম।

সম্পূর্ণ।

নয়আনীর জমিদার বংশের সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জিকা।

আমিরুল
মৌমেনিন
জনাব
হজরত ছৈয়দ আলী করম উল্লাহ ওজুহ
|
" " ইমাম হোছেন রজ
|
" " " জয়নল আবেদীন "
|
" " " বাকর
|
" " " জাফর
|
" " " মুছা কাজিম "
|
" " " মহাম্মদ তকি "
|
" " " মহাম্মদ নকি "
|
" " " হাছন আছগরি "
|
" " " মেহেদী
|
" " খাজা আবুল ফরা "
|
" " খাজা আবুল ফজল "
|
" " খাজা দাউদ "
|
" " হাছন আরবি
|
" " বন্দেগী সা নছিরুদ্দিন কুদ্দছ ছরুহু
|

” ” সাঁ। ছিরাজুদ্দিন

” ” | সাঁ। মুছাফির | ফকিব *

” ” সাঁ। খোদাওন্দ

” ” | মিকাইল | ইছবাইল * | ছয়েফ | †

” ” | সাঁ। মুছা ‡ | সাঁ। মিনা | ‡

” ” ছৈয়দ আদম

” ” মাহাম্মদ কুদ্দছ

” সৈযদ কুদ্দুছ

” আলাউদ্দিন ”

” হাছন ”

” মুহছিন ”

” মাহাম্মদ বজা ”

হাছন বজা “

” নইমুর বজা ”

” মফজ্জুল হাছন

” | মজাম্মিল হাছন | আবদুল জাগফর |

---

* নরপতী। † দাউদ নগব। † নয়আনী। ‡ সাতআনী। ** রামশ্রী

ভ্রম সংশোধন।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য।)

তবক্কের ইতিহাসোল্লিখিত যে সকল মোসলমান মহাত্মা দিগের নামের পূর্ব্বে "জনাব" "হজরত" ও শেষে "মরহুম" শব্দ লিখিত হয় নাই, পাঠকগণ পাঠের সময় ঐ সকল শব্দ সংযোজন করিয়া লইবেন।

৩য় পৃষ্ঠার ১ম পংক্তিতে "রিযাজ নগর" স্থলে "রিযাজপুর" হইবে। ১৪ শ পৃষ্ঠার টিপ্পনী ভ্রমাত্মক। ২৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে লস্করপুর, সুলতানিশি, নরপতি, দাউদনগর, এবং পইলের সঙ্গে "রামশ্রী" সংযোগ করিতে হইবে। ৩৪ পৃষ্ঠার ৫ম পংক্তিতে "বুরহান উদ্দীন" স্থলে "কাজি নুরুদ্দিন" হইবে। ৪৪ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিতে "পরস্পর শুনিযা" হইবে। ৬২ পৃষ্ঠার ১ম পংক্তিতে "উক্ত সাকিন" না হইযা, "উক্ত পরগণার সাং লস্করপুর" হইবে। ৬২ পৃষ্ঠার ১১ শ পংক্তিতে "মাণিক বাবু" স্থলে "মাণিক বসু" হইবে। ৬৩ পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে বড় সাহেবের পূর্ব্বে "পুনঃ" শব্দ সংযোজিত করিতে হইবে। উক্ত পৃষ্ঠার ৮ম পংক্তিতে "মিষ্টার সাহেবের" স্থলে "মিঃ কলুবর" হইবে। ৬৪ পৃষ্ঠার ৩য় পংক্তিতে "যখন" শব্দটি উঠিয়া যাইবে। উক্ত পৃষ্ঠার ৪র্থ পংক্তিতে "সাং আলীর" স্থলে

কেবল "মহম্মদ অলীর দরগা" হইবে। অলি শব্দের অর্থ "ঋষি"। ৬৫ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "দীঘড়ার" স্থলে 'দীমড়া" হইবে। ৬৭ পৃষ্ঠার ১২শ পংক্তিতে "আবু চাকর" স্থলে "আচু চাকর" হইবে। ৬৮ পৃষ্ঠার ২৪ পংক্তিতে "পুদিযাল" স্থলে "ছদিযাল" হইবে। ৭২ পৃষ্ঠার ১৬শ পংক্তিতে "সৈন্য-গণ" স্থলে "সৈন্য গণের" হইবে। ১১৬ পৃষ্ঠার ২য় লাইনের "ফকির" নামের টিপ্পনীতে "বামশ্রী" এবং পঞ্চম লাইনের "মুছা" টিপ্পনীতে "নয় আনী" হইবে।

IMPERIAL LIBRARY